আল্লাহকে ঋণ দান

রফীক আহমাদ

সম্পাদনায়
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

প্রকাশক
মুসাম্মাৎ শাপলা খাতুন
(লেখক কন্যা)
ও
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।

প্রকাশকাল
জানুয়ারী ২০১২ইং
পৌষ ১৪১৮ বঙ্গাব্দ
ছফর ১৪৩৩ হিজরী

কম্পোজ
হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স
কাজলা, রাজশাহী।

প্রচ্ছদ
মাহমুদ আব্দুল্লাহ মারুফ
সুপারকম রিলেশন্স
গোরহাঙ্গা, রাজশাহী।

মুদ্রণ
বৈশাখী প্রেস
গোরহাঙ্গা, রাজশাহী।

মূল্য
৫০.০০ (পঞ্চাশ) টাকা মাত্র।

ALLAHKE RIN DAN by Rafique Ahmad, Edited by Dr. Muhammad Kabirul Islam. Published by Musammat Shapla Khatun (writer's daughter) & Dr. Muhammad Kabirul Islam, Nawdapara, Sapura, Rajshahi. Price: Tk. 50.00 only.

সূচীপত্র

ভূমিকা

পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলা তাঁর ইবাদত করার জন্য মানুষ সৃষ্টি করেছেন। ইবাদত হলো আল্লাহ্র আদেশ পালন ও নিষেধ বর্জন। যাকাত ও দান ছাদাক্বাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। ঈমানদার বান্দা যেভাবে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ছালাত আদায় করে, ছিয়াম পালন করে, সেভাবেই যাকাত দেয় ও দান-ছাদাক্বাহ করে। আল্লাহ্র আদেশ পালনের জন্যই তারা এ সবকিছু করে। কিন্তু ধনী ও সামর্থ্যবান ব্যক্তিদের অনেকেই মনে করে দরিদ্রদের অভাব-অভিযোগের কারণেই আল্লাহ তা'আলা দরিদ্রদেরকে দান-ছাদাক্বাহ করতে বলেছেন। তারা ইবাদতের তাৎপর্য বোঝে না। এজন্য তাদের দান-খয়রাতের মধ্যে আন্তরিকতার ছোঁয়া থাকে না, বরং তাতে অনিচ্ছা, অবহেলা ও অবজ্ঞাই প্রকাশ পায়। আল্লাহ তা'আলা দান-ছাদাক্বাহ ইত্যাদিকে কলুষমুক্ত করে তার প্রকৃত স্বরূপ পবিত্রতায় বহাল রাখতে চান। এজন্য কুরআন মাজীদে দান-ছাদাক্বাহ সম্পর্কে শতাধিক আয়াতের অবতারণা করেছেন।

মহান আল্লাহ ধনী ও দরিদ্র সব মানুষকে অত্যন্ত ভালবাসেন। তাই দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের চাহিদা বা অভাব পূরণের জন্য ধনী ও সামর্থ্যবানদের প্রতি যাকাত ও দান ছাদাক্বাহর নির্দেশ দিয়েছেন। অতঃপর দাতাদের আস্থা বৃদ্ধির জন্য ও তাদেরকে উৎসাহিত করার জন্য দাতার দানকে আল্লাহ ঋণ হিসাবে ঘোষণা দিয়েছেন। আল্লাহ মানুষের কাছে ঋণ চান। এ এক অবিশ্বাস্য কথা, এক অকল্পনীয় ঘোষণা। এ ঘোষণা মিথ্যা নয়, কাল্পনিক নয়, বরং মহান আল্লাহ্র সত্য ঘোষণা। কাজেই এ বাণীর পরিপূর্ণ মর্যাদা দিতে হবে এবং চিন্তা করতে হবে গভীর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। এক্ষণে যাকাত, দান-ছাদাক্বাহ ইত্যাদি যদি আল্লাহকে ঋণ দেয়া হয়, তবে সে ঋণের পরিমাণ কিরূপ হতে হবে, কত সুন্দর, স্বচ্ছ ও আন্তরিকতাপূর্ণ হতে হবে তা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। তাছাড়া ঋণ হিসাবে আল্লাহ্ পৃথক কোন দান-ছাদাক্বাহর কথা বলেননি বা ইঙ্গিতও দেননি। কাজেই সকল দান তাঁর নিকট ঋণ হিসাবে জমা হবে, যা পরিশোধযোগ্য এবং প্রচুর লাভসহ পরিশোধেরও ঘোষণা বা প্রতিশ্রুতি রয়েছে। 'আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও' *(৭৩/২০)* পবিত্র কুরআনের এ মর্মস্পর্শী বাণী হতেই এই ছোট্ট পুস্তিকা রচনার চিন্তা করেছি, প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছি। কারণ অনেক মানুষ মানুষের কাছেই ঋণ চায় না। তারা ঋণ চাইতে লজ্জা বোধ করে। অথচ আল্লাহ আমাদের কাছে ঋণ চান! তাঁর দরিদ্র-অসহায় বান্দাদের জন্য। তাঁর নিজের অভাবের জন্য নয়, তাঁর আপনজনদের জন্যও নয়। কিভাবে দান করতে হবে, কাদেরকে করতে হবে, কেন করতে হবে তা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে এই পুস্তিকায় সহজ-সরলভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এতে পাঠক সমাজ উপকৃত হবেন ইনশাআল্লাহ।

বইটি পড়ে পাঠক দান-ছাদাক্বাহ করতে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হলে, সঠিকভাবে তা সম্পাদনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও কৃতসংকল্প হলে, সর্বোপরি বইটি পাঠে বিজ্ঞ পাঠক মণ্ডলী উপকৃত হলে আমাদের শ্রম সার্থক মনে করব।

বইটির কলেবর বৃদ্ধি ও সর্বাঙ্গীন সুন্দর করার জন্য যারা বিভিন্নভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন, তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আল্লাহ তাদেরকে উত্তম পারিতোষিকে ভূষিত করুন। বিশেষ করে মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম বইটির সম্পাদনার গুরু দায়িত্ব পালন করে আমাদেরকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। তিনি বইটিতে প্রয়োজনীয় তথ্য ও টীকা সংযোজন, পরিমার্জন ও সজ্জায়ন করে বইটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। আমরা তার জন্য দো‘আ করি মহান আল্লাহ তাকে ইহকালে ও পরকালে উত্তম বিনিময় প্রদান করুন। আর আমাদের এ ক্ষুদ্র কর্মের বিনিময় মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করব। আল্লাহ আমাদের সকলের প্রচেষ্টা কবুল করুন-আমীন!

-বিনীত লেখক॥

আগস্ট ২০১০
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

আল্লাহকে ঋণ দানের অর্থ ও তাৎপর্য

আল্লাহকে ঋণ দান একটি হৃদয়স্পর্শী আলোচনা। এর অর্থ ও তাৎপর্য অত্যন্ত গভীর ও ব্যাপক। মানুষ আল্লাহকে ঋণ দান করবে এ এক দুঃসাহসিক ও সম্পূর্ণ অনধিকার চর্চা। কারণ তাঁর অর্থ-সম্পদের মহাভাণ্ডার এত অফুরন্ত যা ভাষায় প্রকাশযোগ্য নয়। একমাত্র তিনি ছাড়া আর কেউ তাঁর ধন-ভাণ্ডারের হিসাব জানে না। তিনি তার ঐ ধন-ভাণ্ডার হতে যৎসামান্য সমগ্র দুনিয়ার মানুষের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছেন। তাঁর সেই বণ্টন নিঃসন্দেহে রহস্যপূর্ণ ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত। তাই পৃথিবীতে সৃষ্টি হয়েছে রাজা-বাদশাহ, ধনী-দরিদ্র, ফকীর-মিসকীন, অচল, অসহায় নানা জাতীয় মানুষের মিলন কেন্দ্র।

নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের স্রষ্টা, পরিচালক ও নিয়ন্ত্রক মহান আল্লাহ তাঁর সকল সৃষ্টিকে একটা সুনির্দিষ্ট নিয়মের মধ্যে চলার হুকুম ও নির্দেশ দান করেছেন। একমাত্র মানুষ ব্যতীত সকল সৃষ্টি যথাযথভাবে তাঁর আদেশ পালন করে আসছে। মানুষের মধ্যেও একটি দল আল্লাহ্‌র আদেশ পালনে কোন ত্রুটি করে না। কিন্তু অপর একটি দল শয়তানের চক্রান্তে পড়ে আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ ভুলে যায়, অবহেলা করে বা অমান্য করে। শয়তান মানুষ ছাড়া অন্য কোন সৃষ্টির বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারে না। মানুষ ছাড়া অন্য কোন নিরীহ বা হিংস্র প্রাণীর উপর শয়তানের কোন আধিপত্য নেই। এমনকি সূর্য-চন্দ্র, গ্রহ-নক্ষত্র, দিবা-রাত্রি, আলো-অন্ধকার ইত্যাদির উপর শয়তানের কোন হাত নেই। তাই মানুষ ছাড়া সকল সৃষ্ট বস্তু একটা নিয়মের মধ্যে চলমান রয়েছে, যার কোন ব্যতিক্রম নেই। কিন্তু ব্যতিক্রম শুধু মানুষের জীবনযাত্রায়। মানুষের প্রতি আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধের মধ্যে শয়তানের কূটকৌশল কার্যকর ভূমিকা পালন করে। ফলে মানুষ আল্লাহ্‌র আদেশ পালনে বিভিন্ন পথ ও পন্থা অবলম্বন করে, যা তাঁর অসন্তুষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

আল্লাহ মানুষকে যে ধন-সম্পদ দান করেছেন, তা আল্লাহ্‌র কাছে যৎসামান্য। কিন্তু মানুষের কাছে তা অনেক বেশী প্রাচুর্যময়, অগাধ। এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে তা অবর্ণনীয়প্রায়। এই বিপুল সম্পদের মালিক ধনী সম্প্রদায়কে তাদের সম্পদের একটা ন্যূনতম অংশ দরিদ্র, অভাবী ও ক্ষুধার্তদেরকে দান করার আদেশ দিয়েছেন, একটা সুনির্দিষ্ট নিয়ম-কানুনের অধীনে। আল্লাহ্‌র এ আদেশ অনেকে পালন করে। কিন্তু তার অধিকাংশই আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী নয়। এখানেও শয়তানের কৌশল বিজয়ী হয়। আল্লাহ মানুষকে শয়তানের কুমন্ত্রণা হতে রক্ষার জন্য পবিত্র কুরআনে সম্পদশালীদের নানাভাবে আদেশ, উপদেশ দিয়েছেন। পরিশেষে সম্পদশালীদের উৎসাহিত করার জন্য, আশান্বিত ও আগ্রহান্বিত করার জন্য বা চিন্তা করার জন্য বা লজ্জা দেয়ার জন্য

আল্লাহ তা'আলা তাদের কাছে দরিদ্রদের জন্য প্রদেয় দান-খয়রাতকে ঋণ হিসাবে গ্রহণ করার ঘোষণা দিয়েছেন।

মহান আল্লাহ বলেন, وَأَقِيْمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللهَ قَرْضاً حَسَناً 'তোমরা ছালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও' *(মুযযাম্মিল ৭৩/২০)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, إِنْ تُقْرِضُوا اللهَ قَرْضاً حَسَناً يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ 'যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান কর, তিনি তোমাদের জন্য তা দ্বিগুণ করে দেবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন' *(তাগাবুন ৬৪/১৭)*। আল্লাহ তাঁর ধনী বান্দাদের নিকট ঋণ চান, তাঁর মহাভাণ্ডার শূন্য হওয়ার কারণে নয়। আসলে এটা এক মহাপরীক্ষা। তিনি এ ঋণ চান তাঁর ক্ষুধার্ত, বস্ত্রহীন, গৃহহীন, অসহায় প্রিয় বান্দাদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করার জন্য। মানুষের কাছে আল্লাহ্র এই আহ্বান অত্যন্ত গুরুত্ববহ। মানুষ মানুষকে ঋণ দান করে অনেক শর্তসাপেক্ষে, দলীলের উপর লিখাপড়া করে, সাক্ষী প্রমাণের মাধ্যমে, আরও নানাবিধ কায়দায়। তারপরও শেষপর্যন্ত বহু লোকের মধ্যে ঋণ আদায় নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ, মারামারি, খুনাখুনি, মামলা-মোকদ্দমা ইত্যাদি সংগঠিত হয়।

আল্লাহকে ঋণ দান করে অর্থাৎ আল্লাহ্র আদেশে গরীব-দুঃখীকে দান-খয়রাত করে ইহকালে তা ফেরত পাওয়া যাবে না। তবে আল্লাহ পরকালীন জীবনে তা প্রচুর লাভসহ পরিশোধ করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তাঁর প্রতিশ্রুতি কখনও এদিক-ওদিক হওয়ার নয়। আল্লাহ্র এ ওয়াদার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীদের জন্যই আল্লাহকে ঋণদান করার কথা বলা হয়েছে। অবশ্য আল্লাহ্র বিশ্বাসী বান্দারা তাঁর আদেশ পালনের জন্যই দান-খয়রাত করে, ঋণ দানের উদ্দেশ্যে নয়। যারা প্রকৃত দাতা, তারা আল্লাহ্র আদেশ পালনের জন্য গরীব-দুঃখীদের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করার জন্য, সর্বোপরি তাঁর সন্তুষ্টি লাভের জন্য দান-ছাদাক্বাহ করে। তারা আল্লাহকে ঋণ দিয়ে নয়, বরং তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর প্রিয়ভাজন হতে চায়। তারা আল্লাহ্র নিকট রহমত, দয়া ও প্রয়োজনীয় নেকীর আশা পোষণ করে। তারা বিশ্বাস করে, আল্লাহ যে কোন সময় তাঁর দরিদ্র বান্দাদের ধন-সম্পদ দান করতে সক্ষম। কিন্তু দুনিয়ার মানুষকে বা তার মনুষ্যত্বকে পরীক্ষার জন্যই তা করেন না, তাদের কাছে ঋণ চান।

বস্তুতঃ যে কোন ইবাদতকে পরিপূর্ণ করতে আন্তরিকতা ও একনিষ্ঠতার বিকল্প নেই। আল্লাহকে ঋণ দান একটি ইবাদত। প্রকৃত অর্থে আল্লাহকে ঋণ দান কোন মুসলিম বা মুমিন বান্দার কাম্য নয়, এমনকি তারা এরূপ বিষয়ের কোন কল্পনাও করে না। শুধু

আল্লাহ তাঁর খাঁটি বান্দাদের আরও অধিক দানশীল হওয়ার প্রেরণা দানের জন্য এবং অন্যান্য অবহেলাকারী ও অমান্যকারীদের সতর্ক করার প্রয়াসেই আলোচ্য বিষয়ের অবতারণা করেন। এ আবেদনময়ী আদেশ দুনিয়ার ধনী, সুখী ও সচ্ছল মানুষের জন্য এক অগ্নিপরীক্ষা। সুতরাং আল্লাহকে ঋণ দানের অর্থ ও তাৎপর্য তাঁর পবিত্রতম আদেশ সমূহের অন্যতম।

আল্লাহকে ঋণ দানের উদ্দেশ্য হচ্ছে দুস্থ-দরিদ্র, অসহায় মানুষকে দান করা। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী এক মহান সত্তা। যাঁর কোন জিনিসের প্রয়োজন নেই। মানুষ বা অন্য কোন সৃষ্টির কোনরূপ সাহায্য-সহযোগিতার মুখাপেক্ষী তিনি নন। বরং তিনি পৃথিবীর সকল সৃষ্টিজীবকে সাহায্য করেন। এখানে রূপক অর্থে তিনি ঋণ গ্রহণের কথা উল্লেখ করেছেন। মূলতঃ তিনি এখানে তাঁর প্রিয় মানব জাতিকে সাহায্যের কথা বলেছেন এবং তাদের জন্য ঋণ চেয়েছেন। যা নিম্নের হাদীছ দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ تَعَالَىْ يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا ابْنَ آدَمَ! مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِىْ. قَالَ: يَا رَبِّ! كَيْفَ أَعُوْدُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ؟ قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِىْ فُلاَنًا مَّرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَّهُ لَوَجَدْتَّنِىْ عِنْدَهُ؟ يَا ابْنَ آدَمَ! اِسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِىْ. قَالَ: يَارَبِّ! كَيْفَ أُطْعِمُكَ وَ أَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ؟ قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِىْ فُلاَنٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَّ ذَلِكَ عِنْدِىْ؟ يَا ابْنَ آدَمَ! اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تُسْقِنِىْ. قَالَ: يَا رَبِّ! كَيْفَ أَسْقِيْكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ؟ قَالَ: اسْتَسْقَاكَ عَبْدِىْ فُلاَنٌ فَلَمْ تُسْقِهِ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ وَجَدْتَّ ذَلِكَ عِنْدِىْ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, হে আদম সন্তান! আমি পীড়িত হয়েছিলাম, তুমি আমাকে দেখতে আসনি। সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি কিভাবে তোমাকে দেখতে আসব, অথচ তুমিই সমস্ত জগতের প্রভু? আল্লাহ বলবেন, তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা পীড়িত হয়েছিল? কিন্তু তুমি তাকে দেখতে যাওনি। তুমি কি জানতে না যে, তুমি যদি তাকে দেখতে যেতে নিশ্চয়ই তার নিকট আমাকে পেতে? হে আদম সন্তান! আমি তোমার নিকট খানা চেয়েছিলাম, তুমি আমাকে খানা দাওনি। সে বলবে, হে আমার প্রভু! আমি তোমাকে কিরূপে খানা দিব, অথচ তুমিই সমস্ত জগতের

প্রতিপালক? তিনি বলবেন, তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা তোমার নিকট খানা চেয়েছিল, আর তুমি তাকে খানা দাওনি? তুমি কি জানতে না যে, যদি তুমি তাকে খানা দিতে, নিশ্চয়ই তা আমার নিকট পেতে? হে আদম সন্তান! আমি তোমার নিকট পানি চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে পানি পান করাওনি। সে বলবে, হে আমার প্রভু! আমি তোমাকে কিরূপে পানি পান করাব, যখন তুমিই সমস্ত জগতের প্রতিপালক? তিনি বলবেন, আমার অমুক বান্দা তোমার নিকট পানি চেয়েছিল, কিন্তু তুমি তাকে পানি পান করাওনি। তুমি কি জানতে না যে, তুমি যদি তাকে পানি পান করাতে, তুমি সেখানে আমাকে পেতে?'[১]

আল্লাহকে ঋণ দানের উদ্দেশ্য

আল্লাহ তা'আলা তাঁর মনোনীত ইসলাম ধর্মের ভিত্তি হিসাবে যে পাঁচটি ফরয কাজের আদেশ দিয়েছেন তন্মধ্যে যাকাত ও দান-খয়রাত সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। যাকাত হলো ধনী সম্প্রদায়ের মোট ধন-সম্পদের একটা ক্ষুদ্র অংশ যা দরিদ্র, সহায়-সম্বলহীন, ক্ষুধার্ত, বস্ত্রহীন, গৃহহীন অসহায়দের জন্য অনুমোদিত। এদের প্রয়োজন পূরণের জন্য আরও অতিরিক্ত কিছু দান-ছাদাক্বাহর নির্দেশও রয়েছে ধনীদের প্রতি। তাছাড়া অভাবমুক্ত যেকোন সামর্থ্যবান লোকদের প্রতিও দান-খয়রাত করার আদেশ ও আহ্বান রয়েছে আল্লাহ্র পক্ষ হতে। আল্লাহ ধনীদেরকে ভালবেসে ধন-সম্পদ দান করেছেন, দরিদ্রদেরকে ভালবেসে সম্পদহীন করেছেন। অন্যান্য সচ্ছল ও সামর্থ্যবানদেরকেও একই ভালবাসা দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। দুনিয়ার সব মানুষের প্রতি তাঁর ভালবাসা সমান ও সমান্তরাল।

কিন্তু সব মানুষকে সমান ভালবাসা দ্বারা সৃষ্টি করে এ দুনিয়ার বুকে ধন-সম্পদ বণ্টনে এত বৈষম্য করলেন কেন? এর উত্তর একমাত্র তিনিই জানেন। এ দুনিয়ার কোন মানুষই এর সঠিক উত্তর দিতে পারবে না। কারণ এর নেপথ্যে যে মহত্ব, রহস্য, পরীক্ষা রয়েছে তার সামান্য জ্ঞান মানুষকে দেয়া হয়েছে। এই সামান্য জ্ঞানের দ্বারাই মানুষ প্রচুর ধন-সম্পদ সঞ্চয় করতে পারবে। যদি আল্লাহ্র দেয়া জ্ঞানে তাঁর অসীম ধনভাণ্ডার হতে ইচ্ছামত ধন সঞ্চয় করা সম্ভব হয়, তবে সে জ্ঞানের সাহায্যেই তাঁর সন্তুষ্টির জন্য ইচ্ছামত ব্যয় করাও সম্ভব হবে।

প্রথমেই লক্ষ্য করতে হবে আল্লাহ যেমন সব মানুষকে সমান ভালবাসেন। অনুরূপভাবে মানুষকেও অন্য মানুষকে ভালবাসতে বলেছেন এবং তাঁর আদেশ মত কাজ করতে বলেছেন। আল্লাহ বিশেষ শর্ত সাপেক্ষে ধনী, মধ্যবিত্ত ও দরিদ্রের সৃষ্টি করেছেন।

১. মুসলিম, মিশকাত, হা/১৫২৮ 'জানাযা' অধ্যায়, 'রোগীর পরিচর্যা ও রোগের ছওয়াব' অনুচ্ছেদ।

অতঃপর সকলের সুবিধা অনুযায়ী কর্মপন্থা স্থির করেছেন। ধনী সম্প্রদায় এবং মধ্যবিত্ত ও সুখী সমাজের লোকেরা যদি আল্লাহ্র হুকুম মত দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদেরকে তাদের প্রাপ্য অংশ তাদের মাঝে সুষম বণ্টন করে দেয়, তবে তাদের কোন অভাব ও অসুবিধা থাকবে না। আবার ধনীদের সম্পদেরও কোন ঘাটতি হবে না, কোন অসুবিধাও হবে না। সম্পদের ভারসাম্য রক্ষা করতেই আল্লাহ জগতের বুকে ধনী ও দরিদ্রের সৃষ্টি করেছেন। এতে মানুষের জন্য রয়েছে আত্মত্যাগের এক মহা পরীক্ষা। ধনী ও সচ্ছল ব্যক্তিরা অকাতরে দরিদ্র ও দুঃখীদের জন্য ব্যয় করবে। আর দরিদ্ররা তা পেয়ে দাতাদের জন্য প্রাণ খুলে আল্লাহ্র নিকট দো'আ করবে, এতে আল্লাহ পরম সন্তুষ্ট হবেন এবং উভয়কে উত্তম প্রতিদান দেবেন, যে প্রতিদানের ভাষা মানুষের জানা নেই।

আল্লাহ প্রকৃত জ্ঞানীদের ও দাতাদের দান-ছাদাক্বাহতে উদ্বুদ্ধ করার জন্যই ঐ দানকে ঋণ হিসাবে গ্রহণ করার ঘোষণা দিয়েছেন। অর্থাৎ ঋণ যেমন পরিশোধযোগ্য, আল্লাহ্র অভাবগ্রস্ত ও অসহায় বান্দাদের দান করা ধনীদের সেই অর্থও আল্লাহ্র নিকট ঋণ স্বরূপ পরিশোধযোগ্য। মানুষ জানে না, আল্লাহ কোন ইবাদতের বিনিময়ে কি দেবেন বা কি পাওয়া যাবে, তাও জানে না। কিন্তু দান-ছাদাক্বাহকে ঋণ উল্লেখ করায় সাধারণ মানুষের তা বুঝতে সহজ হয় এবং বহু মানুষ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আশাতিরিক্ত ব্যয় করে।

আল্লাহ মানুষের কাছে ঋণ চান বা মানুষ আল্লাহকে ঋণ দেবে এ এক অত্যাশ্চর্য, অকল্পনীয় ও অবিশ্বাস্য বিষয়। কিন্তু এটা তো আল্লাহ্র কথা! কুরআনের আয়াত। সুতরাং এর প্রতি বিশ্বাসী হতেই হবে। আল্লাহ্র এ বাণীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীরা, বাস্তবায়নকারীরা, আল্লাহকে ঋণ নয়, বরং তাঁর মহোত্তম এ রহস্যময় আদেশের প্রতি পরম শ্রদ্ধাশীল হয়ে তা পালন করে। আল্লাহ্র সন্তোষ লাভই তাদের একমাত্র কাম্য। এতদুদ্দেশ্যে তারা আল্লাহ্র পথে প্রাণখুলে ব্যয় করে।

আল্লাহকে ঋণ দানের ক্ষেত্রে তিনটি জিনিস লক্ষ্য রাখতে হবে- (১) দানকৃত মাল উত্তম হতে হবে, তা যেন নিকৃষ্টতর না হয়। (২) দান করতে হবে হৃষ্টচিত্তে, স্বতঃস্ফূর্ত মনে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের লক্ষ্যে। (৩) দান করে যেন গ্রহীতাকে খোটা দেওয়া না হয় এবং তাকে যেন কোনরূপ কষ্টও দেওয়া না হয়। এগুলির মধ্যে প্রথমটি সম্পদের সাথে, দ্বিতীয়টি আল্লাহ ও দাতার সঙ্গে এবং তৃতীয়টি দাতা ও গ্রহীতার সাথে সম্পৃক্ত।

যাকাত ও দান-ছাদাক্বাহর আদেশ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। (১) এই সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল (২)

ছালাত কায়েম করা (৩) যাকাত দেয়া (৪) হজ্জ করা (৫) রামাযানের ছিয়াম পালন।[২] এগুলির মধ্যে যাকাতও একটি ফরয ইবাদত, তবে সর্বজনীন ইবাদত নয়। এটা শুধু ধনীদের জন্যই নির্ধারিত ফরয। অর্থাৎ যাকাত হলো ধনী ও সম্পদশালী ব্যক্তিদের সম্পদের একটা ক্ষুদ্র অংশ। এই সম্পদ টাকা-পয়সা, সোনা-রূপা যে কোন রকমের খাদ্যদ্রব্য, চতুষ্পদ পশু ইত্যাদির যে কোনটি হতে পারে। নিজ প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্রাপ্ত-সম্পদের মালিককে বছরে একবার যাকাত প্রদান করতে হয়। এভাবে যাকাত প্রদানের মাধ্যমে ধনী ব্যক্তির ধন-সম্পদ পরিচ্ছন্ন হয়ে যায় এবং এর দ্বারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জিত হয়। ইসলামের বিধান অনুসারে অর্থাৎ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকেই যাকাতের পরিমাণ নির্ধারিত। ধনীদের প্রতি এই আদেশ জারির ফলে আল্লাহ্র প্রিয় ধনী বান্দারা যাকাত প্রদান করে, আর তাঁর প্রিয় দরিদ্র বান্দারা তার অধিকারী হয়। বস্তুতঃ ধনী ও দরিদ্র আল্লাহ্র ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ। আল্লাহ যাকে খুশী রাজত্ব দান করেন, বিপুল সম্পদ দেন, আবার দরিদ্রও করেন। কিন্তু ধনী-দরিদ্র উভয়ের প্রতি আল্লাহ্র গভীর দয়া রয়েছে।

যেহেতু ইসলাম হলো সকল ধর্মের শ্রেষ্ঠ ধর্ম, বিশ্বভ্রাতৃত্বের ধর্ম, প্রেমের ধর্ম, মানবতার ধর্ম, তাই ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে উত্তম ভ্রাতৃত্বের সেতু বন্ধন রূপে যাকাতের প্রবর্তন হয়। এজন্য ইসলামে যাকাতের গুরুত্ব অপরিসীম। আবার যাকাত ছাড়াও বিভিন্ন পন্থায় দান-খয়রাত করে ধনী সম্প্রদায় দরিদ্র বা গরীবদের ব্যাপক উপকার করতে পারে। পবিত্র কুরআনে যাকাত ও বিবিধ দান-খয়রাত সংক্রান্ত আয়াতগুলো প্রধানতঃ দু'ভাগে বিভক্ত (১) যাকাত (২) অন্যান্য দান-খয়রাত।

(১) যাকাত হলো সর্বমোট ধন-সম্পদের একটা নির্ধারিত পরিমাণ (চল্লিশ ভাগের এক ভাগ বা শতকরা আড়াই ভাগ)। (২) অপর পক্ষে অন্যান্য দান-খয়রাতের কোন সুনির্দিষ্ট সীমারেখা বা পরিমাণ নেই। তবে নীতিগতভাবে তা নিঃসন্দেহে সীমাবদ্ধ। এটা দাতা ব্যক্তির আন্তরিকতা, উদারতা, মহানুভবতাসহ সার্বিক গুণাবলীর উপর নির্ভর করে।

পবিত্র কুরআনে যাকাত সম্বন্ধে অনেক আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। এখানে উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি উল্লেখ করা হলো। মহান আল্লাহ বলেন, وَأَقِيْمُوْا الصَّلاَةَ وَآتُوْا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ 'তোমরা ছালাত কায়েম কর ও যাকাত প্রদান কর এবং রুকূকারীদের সাথে রূকু কর' *(বাক্বারাহ ২/৪৩)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَأَقِيْمُوْا الصَّلاَةَ وَآتُوْا الزَّكَاةَ 'তোমরা ছালাত কায়েম কর ও যাকাত প্রদান কর' *(বাক্বারাহ ২/৮৩)*।

---

২. *বুখারী হা/৮; মুসলিম হা/১৬; তিরমিযী হা/২৬০৯; ইবনু মাজাহ হা/৫০০১।*

দয়াময় আল্লাহ আরো বলেন, وَأَقِيْمُوْا الصَّلاَةَ وَآتُوْا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوْا لأَنْفُسِكُم مِّـــنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللهِ إِنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ 'তোমরা ছালাত প্রতিষ্ঠা কর এবং যাকাত দাও। তোমরা নিজের জন্য পূর্বে যে সৎকর্ম প্রেরণ করবে, তা আল্লাহ্র কাছে পাবে। তোমরা যা কিছু কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা প্রত্যক্ষ করেন' *(বাক্বারাহ ২/১১০)*। অন্যত্র বলা হয়েছে, 'তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মুমিনগণ, যারা ছালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং বিনম্র হয়' *(মায়েদাহ ৫/৫৫)*। অন্যত্র তিনি বলেন, 'ছালাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর, যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও' *(নূর ২৪/৫৬)*।

যাকাত প্রদানকারীদের সাফল্যের বর্ণনা দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন, الَّذِيْنَ يُقِيْمُـــوْنَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ- أُوْلَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُـــوْنَ- 'যারা ছালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আখেরাত সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে, এসব লোকই তাদের পরওয়ারদেগারের তরফ থেকে আগত হেদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এরাই সফলকাম' *(লোক্বমান ৩১/৪-৫)*।

একই মর্মার্থে অন্যত্র আল্লাহ বলেন, هُدًى وَّبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِيْنَ، الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الـــصَّلَاةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ 'মুমিনদের জন্য পথনির্দেশ ও সুসংবাদ, যারা ছালাত কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং পরকালে নিশ্চিত বিশ্বাস করে' *(নামল ২-৩)*। যাকাত আদায়ের ফলে অন্তর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়। আল্লাহ বলেন, خُـــذْ مِـــنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُـــزَكِّيْهِمْ بِهَـــا. 'আপনি তাদের সম্পদ হতে যাকাত আদায় করুন, যা তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবে' *(তওবাহ ৯/১০৩)*।

উপরের আয়াত কয়টিতে যাকাত প্রদানকে ছালাত কায়েম করার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ যাকাত, ছালাতের মতই গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত এবং যাকাতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও গুরুত্ব হতেই দান-খয়রাত, ছাদাক্বাহ, অন্ন দান, বস্ত্র দান প্রভৃতি বিষয়গুলির উৎপত্তি হয়েছে। তবে যাকাত ও অন্যান্য দান-খয়রাত-এর উৎস ও বণ্টন পদ্ধতি একরূপ নয়। যাকাতের উৎস যেমন নির্ধারিত, এর বণ্টন পদ্ধতিও অনুরূপভাবেই নির্ধারিত। যাকাত বণ্টন সংক্রান্ত এক বিশেষ আয়াতে মহাজ্ঞানী আল্লাহ বলেন, 'যাকাত হলো কেবল ফকীর, মিসকীন, যাকাত আদায়কারী ও যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন

তাদের হক এবং তা দাস মুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহ্‌র পথে জেহাদকারীদের জন্য এবং মুসাফিরদের জন্য। এই হলো আল্লাহ্‌র নির্ধারিত বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়' *(তওবাহ ৯/৬০)*।

আলোচ্য আয়াত দ্বারা আট শ্রেণীর মানুষকে যাকাতের অর্থ সম্পদ প্রদান করার আদেশ দেয়া হয়েছে। যদি এই আট শ্রেণীর মধ্যে কোন শ্রেণী না থাকে, তবে অবশিষ্টদের মধ্যেই বণ্টন করে দিতে হবে। কিন্তু নতুনভাবে নিজের ইচ্ছামত কাউকে দেয়া যাবে না। নিজের ইচ্ছামত দান-ছাদাক্বাহ করার জন্যই অন্যান্য নফল দান-ছাদাক্বাহর সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। যাকাত দাতারাও তাদের প্রতি ধার্যকৃত যাকাত পরিশোধের পর, তাদের অবশিষ্ট ধন-সম্পদ হতে যথানিয়মে নফল ছাদাক্বাহ করতে পারে। আর যাদের উপর যাকাত ফরয নয়, অথচ সচ্ছল জীবন যাপন করে তারাও ছাদাক্বাহ করতে পারে।

আল্লাহ তাঁর দরিদ্র, অসহায়, অভাবগ্রস্ত, অনাহারী বান্দাদের যেকোন সমস্যা সমাধানের জন্য সকল শ্রেণীর সচ্ছল মানুষদের একাগ্রচিত্তে দান-খয়রাত ও ছাদাক্বাহ করার আহ্বান জানিয়েছেন। কাজেই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির প্রয়াসে তাঁর এই মহাত্ম্যপূর্ণ আহ্বান হতে বিরত থাকার কোন অবকাশ নেই। তাই দরিদ্র ও অসহায় ছাড়া দুনিয়ার সকল সচ্ছল মানুষের প্রতি তাদের কর্তব্য সম্পাদনের আহ্বান জানিয়ে আল্লাহ তা'আলা ব্যাপক আদেশ-উপদেশ, ভয়-ভীতি জ্ঞাপক বাণীর অবতারণা করেন।

মহান আল্লাহ বলেন, 'আপনার কাছে জিজ্ঞেস করে, কি তারা ব্যয় করবে? বলে দিন, নিজেদের প্রয়োজনীয় ব্যয়ের পর যা বাঁচে তাই খরচ করবে। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য নির্দেশ সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা চিন্তা করতে পার' *(বাক্বারাহ ২/২১৯)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 'বিত্তশালী ব্যক্তি তার বিত্ত অনুযায়ী ব্যয় করবে। যে ব্যক্তি সীমিত পরিমাণ রিযিকপ্রাপ্ত, সে আল্লাহ যা দিয়েছেন, তা থেকে ব্যয় করবে। আল্লাহ যাকে যা দিয়েছেন, তদপেক্ষা বেশী ব্যয় করার আদেশ কাউকে করেন না। আল্লাহ কষ্টের পর সুখ দেবেন' *(তালাক ৬৫/৭)*।

প্রায় একই মর্মার্থে আল্লাহ বলেন, 'যারা সচ্ছলতায় ও অভাবের সময় ব্যয় করে, যারা নিজেদের রাগকে সংবরণ করে, আর মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে, বস্তুতঃ আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরকেই ভালবাসেন' *(আলে ইমরান ৩/১৩৪)*। অতঃপর বিশ্বাসী ও দায়িত্বশীলদের লক্ষ্য করে আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, সৎকাজ করেছে, ছালাত প্রতিষ্ঠা করেছে এবং যাকাত প্রদান করেছে, তাদের জন্য পুরস্কার তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে। তাদের কোন শংকা নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না' *(বাক্বারাহ ২/২৭৭)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 'সে সমস্ত লোক যারা ছালাত প্রতিষ্ঠা করে এবং আমি তাদেরকে যে রুযী দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে, তারাই হল সত্যিকার ঈমানদার। তাদের জন্য রয়েছে স্বীয় পরওয়ারদেগারের নিকট মর্যাদা, ক্ষমা এবং সম্মানজনক রুযী' *(আনফাল ৮/৩-৪)*।

আল্লাহ তাঁর বিশ্বাসী বান্দাদের সুসংবাদ দিয়ে বলেন, 'যাদের অন্তর আল্লাহ্র নাম স্মরণ করা হলে ভীত হয় এবং যারা তাদের বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ করে এবং যারা ছালাত কায়েম করে ও আমি যা দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে' *(হজ্জ ২২/৩৫)*।

উপরের আয়াত সমূহে পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় দরিদ্র বান্দাদের জন্য, সচ্ছল ব্যক্তিদের অর্থাৎ নিজ প্রয়োজনীয় খরচের পর যাদের অতিরিক্ত কিছু থাকে তাদেরকে তা থেকে দান করার নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে অভাবগ্রস্তরা কোন কষ্ট না পায়। এখানে ধন-সম্পদের কোন পরিমাণ উল্লেখ নেই। এতে ধনাঢ্য ও সম্পদশালীরা ছাড়াও যে কোন শ্রেণীর সামর্থ্যবান ও সচ্ছল ব্যক্তিদের প্রতি দান করার ইঙ্গিত বা নির্দেশ রয়েছে। অবশ্য স্বেচ্ছায় যাকাত প্রদানকারীদের জন্যও সুসংবাদ রয়েছে। এতদ্ব্যতীত ঈমানদার, আল্লাহ্র স্মরণে ভীত, ছালাত আদায়কারী, বিপদাপদে ধৈর্যশীল ও দানশীল লোকদেরও সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। অপরদিকে অমনোযোগী ও অসচেতন বান্দাদের সতর্ক করে অহী অবতীর্ণ হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, হে মুমিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্র স্মরণ থেকে গাফেল না করে। যারা এ কারণে গাফেল হয়, তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত। আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে মৃত্যু আসার আগেই ব্যয় কর। অন্যথা সে বলবে, হে আমার পালনকর্তা! আমাকে আরও কিছুকাল অবকাশ দিলে না কেন? তাহলে আমি ছাদাক্বাহ করতাম এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। প্রত্যেক ব্যক্তির নির্ধারিত সময় যখন উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহ কাউকে অবকাশ দেবেন না। তোমরা যা কর, আল্লাহ সে বিষয়ে খবর রাখেন' *(মুনাফিকূন ৬৩/৯-১১)*। আল্লাহ আরো বলেন, 'তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো কেবল পরীক্ষাস্বরূপ। আর আল্লাহ্র কাছেই রয়েছে মহাপুরস্কার। তোমরা আল্লাহকে যথাসাধ্য ভয় কর, আনুগত্য কর এবং ব্যয় কর। এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম' *(তাগাবুন ৬৪/১৫-১৬)*।

উপরোল্লিখিত আয়াতগুলির একটি হতে সুস্পষ্টভাবে জানা গেল যে, মানুষ মৃত্যুর পর বা মৃত্যুর মুহূর্তে দান-ছাদাক্বার কথা স্মরণ করবে এবং ছাদাক্বাহ করার জন্য দুনিয়াতে অবস্থান করতে আরো কিছু সময় চাইবে বা দুনিয়াতে ফিরে আসার আবেদন জানাবে। কিন্তু তা মঞ্জুর হবে না। মানুষের ইহজীবনের কর্মের মূল্যায়ন হবে পরজীবনে। অর্থাৎ মৃত্যুর পরে। পরকালে যাকাত, ছাদাক্বাহ, দান-খয়রাত ইত্যাদির গুরুত্ব অপরিসীম।

এজন্য আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে দান-খয়রাতের কথা বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে মানুষকে দান করার জন্য বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। দানের উপকারিতাও তিনি বিবৃত করেছেন। অনুরূপভাবে দান-ছাদাক্বাহ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও স্বীয় উম্মতকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি মুসলমানদেরকে দান করতে নির্দেশ দিয়েছেন এ সম্পর্কে কতিপয় হাদীছ এখানে উল্লেখ করা হল।-

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ أَنْفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ أُنْفِقْ عَلَيْكَ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ বলেন, 'হে আদম সন্তান! তুমি দান কর, আমি তোমাকে দান করব'।[৩]

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَتَّقِيَنَّ أَحَدُكُمُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ-

আদী ইবনু হাতিম রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের প্রত্যেকের উচিৎ এক টুকরা খেজুর ছাদাক্বাহ দিয়ে হলেও আগুন হতে আত্মরক্ষা কর। যদি কেউ তা না পায়, তবে যেন ভাল কথা দিয়ে হলেও জাহান্নামের আগুন থেকে নিজেকে রক্ষা করে'।[৪]

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ-

আদী ইবনু হাতিম রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা জাহান্নাম থেকে আত্মরক্ষা কর একটা খেজুর ছাদাক্বাহ করে হলেও'।[৫]

عَنْ أَبِيْ مُوْسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ قَالُوا فَإِنْ لَّمْ يَجِدْ قَال فَلْيَعْمَلْ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ، قَالُوْا فَإِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ أَوْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ فَيُعِيْنُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوْفَ، قَالُوْا فَإِنْ لَّمْ يَفْعَلْهُ، قَالَ فَيَأْمُرُ بِالْخَيْرِ قَالُوْا فَإِنْ لَّمْ يَفْعَلْ قَالَ فَيُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ-

---

৩. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বাংলা মিশকাত হা/১৭৬৮।*
৪. *বুখারী হা/১৪১৩।*
৫. *বুখারী হা/১৪১৭।*

আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'প্রত্যেক মুসলমানেরই দান করা উচিত। ছাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, যদি দান করার কিছু না পায়? রাসূল (ছাঃ) বললেন, তখন সে যেন স্বীয় হাতে কাজ করে, অতঃপর তা দ্বারা নিজেও উপকৃত হয় এবং অন্যকেও দান করে। তারা বললেন, যদি সে এই ক্ষমতা না রাখে অথবা এটা করতে না পারে? রাসূল (ছাঃ) বললেন, তখন সে উৎপীড়িত অভাবগ্রস্তের (শারীরিক) সাহায্য করবে। তারা বললেন, যদি সে এরূপও করতে না পারে? রাসূল (ছাঃ) বললেন, তখন সে যেন ভাল কাজের উপদেশ হলেও দেয়। তারা বললেন, যদি সে এটাও না করে? রাসূল (ছাঃ) বললেন, তখন সে যেন অন্ততঃ মন্দ কাজ হতে বিরত থাকে। এটাই তার পক্ষে দান'।[৬]

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ سُلاَمَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيْهِ الشَّمْسُ يَعْدِلُ بَيْنَ الاِثْنَيْنِ صَدَقَةٌ وَيُعِيْنُ الرَّجُلَ عَلَى دَابَّتِه فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ وَكُلُّ خُطْوَةٍ يَخْطُوْهَا إِلَى الصَّلاَةِ صَدَقَةٌ وَيُمِيْطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيْقِ صَدَقَةٌ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'মানুষের প্রত্যেক গ্রন্থির পরিবর্তেই প্রত্যেক দিনে যাতে সূর্য উদিত হয় একটি দান করা উচিত। দুই ব্যক্তির মধ্যে ন্যায়বিচার করাও একটি দান এবং কোন ব্যক্তিকে তার সওয়ারীতে উঠতে সাহায্য করা, তাকে তার সওয়ারীতে উঠিয়ে দেওয়া অথবা তার কোন আসবাব তার উপর উঠিয়ে দেওয়াও একটি দান। কারও সাথে উত্তম কথা বলাও একটি দান। ছালাতের জন্য প্রত্যেক পদক্ষেপও একটি দান এবং রাস্তা হতে কষ্টদায়ক জিনিস দূর করাও একটি দান'।[৭]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهُ خُلِقَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْ بَنِيْ آدَمَ عَلَى سِتِّيْنَ وَثَلاَثِ مِائَة مَفْصِلٍ فَمَنْ كَبَّرَ اللهَ وَحَمِدَ اللهَ وَهَلَّلَ اللهَ وَسَبَّحَ اللهَ وَاسْتَغْفَرَ اللهَ وَعَزَلَ حَجَرًا عَنْ طَرِيْقِ النَّاسِ أَوْ شَوْكَةً أَوْ عَظْمًا عَنْ طَرِيْقِ النَّاسِ وَأَمَرَ بِمَعْرُوْفٍ أَوْ نَهَى عَنْ مُنْكَرٍ عَدَدَ تِلْكَ السِّتِّيْنَ وَالثَّلاَثِ مِائَةَ فَإِنَّهُ يَمْشِيْ يَوْمَئِذٍ وَقَدْ زَحْزَحَ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ-

৬. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বাংলা মিশকাত হা/১৮০১।*
৭. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বাংলা মিশকাত হা/১৮০২।*

আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'প্রত্যেক আদম সন্তানকেই তিনশত ষাটটি (৩৬০) গ্রন্থি সহকারে সৃষ্টি করা হয়েছে। অতএব যে ঐ তিনশত ষাট সংখ্যা পরিমাণ আল্লাহু আকবার বলল, আল-হামদুলিল্লাহ বলল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলল, আস্তাগফিরুল্লাহ বলল অথবা মানুষের চলার পথ হতে একটি পাথর বা কাঁটা বা হাড় সরিয়ে দিল অথবা কাকেও কোন ভাল কাজের উপদেশ দিল, অথবা কোন খারাপ কাজ হতে নিষেধ করল, ঐ ৩৬০ সংখ্যা পরিমাণ- সেদিন সে চলতে থাকল (বেঁচে থাকল) নিজেকে জাহান্নাম হতে দূরে রেখে'।[৮]

প্রার্থনাকারীকে ফিরিয়ে না দিয়ে যৎসামান্য হলেও দান করা উচিত। দান যত সামান্য হোক না কেন, তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করা উচিত নয়। বরং এর বিনিময় আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করা মুমিনের লক্ষ্য হওয়া আবশ্যক। এ প্রসঙ্গে হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَحْقِرَنَّ أَحَدُكُمْ شَيْئًا مِنَ الْمَعْرُوْفِ وَإِنْ لَّمْ يَجِدْ فَلْيَلْقَ أَخَاهُ بِوَجْهٍ طَلِيْقٍ وَإِنْ اشْتَرَيْتَ لَحْمًا أَوْ طَبَخْتَ قِدْرًا فَأَكْثِرْ مَرَقَتَهُ وَاغْرِفْ لِجَارِكَ مِنْهُ-

আবু যার গিফারী (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যেন সামান্য ভাল কাজকেও তুচ্ছ মনে না করে। মানুষকে কিছু দিতে না পারলেও যেন হাসি মুখে কথা বলে। যদি তুমি গোশত ক্রয় কর অথবা রান্না কর তাতে ঝোল বেশী কর সেখান থেকে প্রতিবেশীকে এক চামচ প্রদান কর'।[৯]

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ-

আবু হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'হে মুসলিম নারীগণ! কোন মহিলা প্রতিবেশিনী যেন অপর মহিলা প্রতিবেশিনীকে কিছু সামান্য হাদিয়া দিতে তুচ্ছ মনে না করে। এমনকি তা ছাগলের সামান্য গোশত যুক্ত হাড় হলেও'।[১০]

عَنْ أُمِّ بُجَيْدٍ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ الْمِسْكِيْنَ لَيَقُوْمُ عَلَى بَابِيْ فَمَا أَجِدُ لَهُ شَيْئًا أُعْطِيْهِ إِيَّاهُ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ لَّمْ تَجِدِيْ شَيْئًا تُعْطِيْنَهُ إِيَّاهُ إِلَّا ظِلْفًا مُحْرَقًا فَادْفَعِيْهِ إِلَيْهِ فِيْ يَدِهِ-

---

৮. *মুসলিম, বাংলা মিশকাত হা/১৮০৩।*
৯. *তিরমিযী হা/১৮৩৩।*
১০. *বুখারী হা/২৫৬৬।*

উম্মু বুজায়েদ (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম ! নিশ্চয়ই মিসকীন আমার দরজায় দাঁড়ায় আমার কাছে এমন সামান্য কিছুও থাকে না, যা আমি তাকে প্রদান করব। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি যদি তাকে দেয়ার মত কিছুই না পাও, তাহলে আগুনে পোড়া একটা খুর হলেও দাও'।[১১]

দুনিয়াতে অনেক মানুষ আছে, যাদেরকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দান করেননি। তারাও যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় খালেছ নিয়তে হকের পথে দান করার ইচ্ছা পোষণ করে, তাহলে আল্লাহ তাকে দান করার ছওয়াব দিবেন। এমর্মে হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'দুনিয়ায় চার প্রকার লোক আছে- (১) ঐ বান্দা, যাকে আল্লাহ ধন ও (ইসলামী) জ্ঞান দান করেছেন। অতঃপর সে তাতে আল্লাহকে ভয় করে এবং তার মাধ্যমে নিজ আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে। আর তাতে আল্লাহর যে হক আছে, তা সে জানে। অতএব সে (আল্লাহর কাছে) সবচেয়ে উৎকৃষ্ট স্তরে অবস্থান করবে। (২) ঐ বান্দা, যাকে আল্লাহ (ইসলামী) জ্ঞান দান করেছেন; কিন্তু মাল-সম্পদ দান করেননি। সে নিয়তে সত্যনিষ্ঠ। সে বলে, যদি আমার মাল থাকত, তাহলে আমি (পূর্বোক্ত) অমুকের মত কাজ করতাম। সুতরাং সে নিয়ত অনুসারে বিনিময় পাবে। এদের উভয়ের প্রতিদান সমান। (৩) ঐ বান্দা, যাকে আল্লাহ মাল দান করেছেন। কিন্তু (ইসলামী) জ্ঞান দান করেননি। সুতরাং সে না জেনে অবৈধরূপে নির্বিচারে মাল খরচ করে; সে তাতে আল্লাহকে ভয় করে না। তার মাধ্যমে নিজ আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে না এবং তাতে আল্লাহর যে হক রয়েছে, তাও সে জানে না। অতএব সে (আল্লাহর কাছে) সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্তরে অবস্থান করবে। আর (৪) ঐ বান্দা, যাকে আল্লাহ ধন ও (ইসলামী) জ্ঞান কিছুই দান করেননি। কিন্তু সে বলে, যদি আমার নিকট সম্পদ থাকত, তাহলে আমিও (পূর্বোক্ত অবৈধ পথে ব্যয়কারী) অমুকের মত কাজ করতাম। সুতরাং সে নিয়ত অনুসারে বিনিময় পাবে। এদের উভয়ের পাপ সমান'।[১২]

পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনকে দান করা

দান-ছাদাক্বাহ, সাহায্য ইত্যাদি বলতে সাধারণত দ্বীন-দরিদ্র, ফকীর-মিসকীন, ইয়াতীম, অন্ধ-খঞ্জ, অসহায় শ্রেণীর লোকদের দান করা বুঝায়। এতদ্ব্যতীত এ সমস্ত বিষয়ের খুঁটিনাটি বা বিস্তারিত বিষয় বোঝার জন্য ছাহাবায়ে কেরাম নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে সবিনয়ে আবেদন করতেন। নবী করীম (ছাঃ) আল্লাহ্র পক্ষ হতে আগত অহি-র অর্থ ও ব্যাখ্যা অনুযায়ী তাদেরকে যথাযথ উত্তর দিতেন। এ সম্পর্কিত এক

১১. *তিরমিযী হা/৬৬৫; আবুদাউদ হা/১৪৬৭।*
১২. *তিরমিযী হা/২৩২৫; ইবনু মাজাহ হা/৪২২৮; আহমাদ হা/১৭৫৭০, হাদীছ হাসান।*

প্রশ্নের সম্মুখীন হলে মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় রাসূল (ছাঃ)-কে এক প্রত্যাদেশে বলেন, يَسْأَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيْنَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيْمٌ. 'আপনার কাছে জিজ্ঞেস করে, কি তারা ব্যয় করবে? বলে দিন, যে বস্তুই তোমরা ব্যয় কর, তা হবে পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম-অনাথ, অসহায় এবং মুসাফিরদের জন্য। আর তোমরা যে কোন সৎকাজ করবে, নিঃসন্দেহে তা অত্যন্ত ভালভাবেই আল্লাহ্র জানা রয়েছে' *(বাক্বারাহ ২/২১৫)*।

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'সৎকর্ম শুধু এই নয় যে, পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ করবে, বরং বড় সৎকাজ হলো এই যে, ঈমান আনবে আল্লাহ্র উপর, ক্বিয়ামত দিবসের উপর, ফেরেশতাদের উপর এবং সমস্ত নবী-রাসূলগণের উপর, আর সম্পদ ব্যয় করবে তাঁরই মুহাব্বতে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন, মুসাফির, ভিক্ষুক ও মুক্তিকামী ক্রীতদাসদের জন্য। আর যারা ছালাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত প্রদান করে এবং যারা কৃত প্রতিজ্ঞা সম্পাদনকারী এবং অভাবে রোগে-শোকে ও যুদ্ধের সময় ধৈর্যধারণকারী, তারাই হলো সত্যাশ্রয়ী, আর তারাই পরহেযগার' *(বাক্বারাহ ২/১৭৭)*।

অন্যত্র তিনি বলেন, 'যখন আমি বানী ইসরাঈলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলাম যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া কারো উপাসনা করবে না, পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম ও দ্বীন-দরিদ্রের সাথে সদ্ব্যবহার করবে, মানুষকে সৎ কথাবার্তা বলবে, ছালাত প্রতিষ্ঠা করবে এবং যাকাত দেবে' *(বাক্বারাহ ২/৮৩)*।

উপরের আয়াতগুলির মধ্যে লক্ষণীয় ও শিক্ষণীয় বিষয় হলো দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত পিতা-মাতাকে তাদের সম্পদশালী সন্তান দান-খয়রাত করবে। তারপর আত্মীয়-স্বজন ও ইয়াতীম-অনাথদের দান করবে। পিতা-মাতার চেয়ে সন্তান-সন্ততি সম্পদশালী হবে বা হতে পারে এটা অবশ্যই একটা সুখকর খবর। কিন্তু আশ্চর্যজনক হলেও এটা বাস্তব সত্য কথা। কারণ সমাজের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, কোন কোন সন্তান তার পিতা-মাতার চেয়ে অনেক সম্পদশালী হয়ে সুখী জীবন যাপন করছে এবং তার পিতা-মাতা হয়তো দরিদ্র অবস্থায় আছে। এরূপ পিতা-মাতাকে দান করার জন্য স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা আদেশ করেছেন। পিতা-মাতা ও সন্তান-সন্ততি একই পরিবারের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। অনেক সন্তান এটা মনে করে এবং আজীবন পিতা-মাতাকে নিয়ে একই অন্নে জীবন যাপন করে। কিন্তু অনেক সন্তান সম্পদশালী হয়ে পৃথকভাবে সুখে জীবন যাপন করে। পিতা-মাতার প্রতি বা তাদের চাহিদা ও প্রয়োজনের প্রতি খুব সামান্যই খেয়াল রাখে। ফলে তারা দুঃখ-কষ্ট পায়। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের জ্ঞাতা সর্বজ্ঞ আল্লাহ

তা‘আলা সবই জানেন। তাই সচ্ছল সন্তানকে আদেশ করেছেন, তার দরিদ্র পিতা-মাতাকে মুক্ত হস্তে দান করতে। এক্ষেত্রে যারা ব্যর্থ হবে, তাদের পরিণতি আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না।

মানুষকে জ্ঞান দান, দান-ছাদাক্বাহর প্রতি আগ্রহশীল করা, অধিক মনোযোগী করা এবং ভুল সংশোধনের জন্য এগুলির আরও ব্যাখ্যাপূর্ণ আয়াত আল্লাহ তা‘আলা অবতীর্ণ করেন। মহান আল্লাহ বলেন, ‘আত্মীয়-স্বজনকে তার হক দান কর এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও। কিছুতেই অপব্যয় করো না। নিশ্চয়ই অপব্যয়কারী শয়তানের ভাই। শয়তান স্বীয় পালনকর্তার প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ’ *(বানী ইসরাঈল ১৭/২৬-২৭)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, ‘আত্মীয়-স্বজনকে তাদের প্রাপ্য দিন এবং মিসকীন ও মুসাফিরদেরও। এটা তাদের জন্য উত্তম, যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা করে। তারাই সফলকাম। মানুষের ধন-সম্পদে তোমাদের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, এই আশায় তোমরা সুদে যা কিছু দাও, আল্লাহ্র কাছে তা বৃদ্ধি পায় না। পক্ষান্তরে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের আশায় পবিত্র অন্তরে যারা দিয়ে থাকে। অতএব তারাই দ্বিগুণ লাভ করে’ *(রূম ৩০/৩৮-৩৯)*।

দান-খয়রাত সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা প্রায় শতাধিক আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। এগুলির মধ্যে পিতা-মাতাকে দান করা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আল্লাহ তা‘আলা শুধুমাত্র একটি আয়াতেই পিতা-মাতাকে দান-খয়রাতের নির্দেশ দিয়েছেন। অতঃপর পবিত্র কুরআনের বহু স্থানে তাদের সাথে অত্যন্ত ভদ্র, নম্র, সহনশীল, সৌজন্যমূলক ব্যবহার করার জন্য আদেশ দিয়েছেন। পিতা-মাতা যেন কোনক্রমেই এতটুকু দুঃখ-কষ্ট না পায়, সেজন্য সকলকেই সতর্ক করে দিয়েছেন। এরপর আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি দান-খয়রাতের হাত সম্প্রসারিত করার আদেশ দিয়েছেন। কারণ সম্পদশালীর ধন-সম্পদে তার পিতামাতার যেমন অগ্রাধিকার রয়েছে, তদ্রূপ তার আপনজন ও নিকট আত্মীয়দেরও হক বা অধিকার রয়েছে বলে আল্লাহ ঘোষণা দিয়েছেন। কাজেই এ বিষয়ে বিত্তশালীদের এড়িয়ে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই। এতদ্ব্যতীত ইয়াতীম, মিসকীন, অভাবগ্রস্ত, ভিক্ষুক, মুসাফির ও অসহায়দের প্রতিও বিত্তশালীদের দায়িত্ব অপরিসীম। পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজনের মত এদের প্রতিও সহানুভূতিশীল হতে হবে।

দান-খয়রাত বা ছাদাক্বাহ একটি ইবাদত, পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে অনেক আলোচনা রয়েছে। এখানে উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটির উল্লেখ করা হলো। মহান আল্লাহ বলেন, ‘প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্মের জন্য দায়ী। কিন্তু ডানদিকস্থরা থাকবে জান্নাতে এবং পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করবে, অপরাধীদের সম্পর্কে বলবে, তোমাদেরকে কিসে

জাহান্নামে নীত করেছে? তারা বলবে, আমরা ছালাত আদায় করতাম না, অভাবগ্রস্তকে আহার্য দিতাম না। আমরা সমালোচকদের সাথে সমালোচনা করতাম এবং আমরা প্রতিফল দিবসকে অস্বীকার করতাম আমাদের মৃত্যু পর্যন্ত' *(মুদ্দাছছির ৭৪/৩৮-৪৭)*।

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, 'আমি তাকে দু'টি পথ প্রদর্শন করেছি। অতঃপর সে ধর্মের ঘাঁটিতে প্রবেশ করেনি। আপনি জানেন সে ঘাঁটি কি? তা হচ্ছে দাসমুক্তি অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে অন্ন দান, ইয়াতীম আত্মীয়কে অথবা ধূলিধুসরিত মিসকীনকে। অতঃপর তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া, যারা ঈমান আনে এবং পরস্পরকে উপদেশ দেয় ছবরের ও উপদেশ দেয় দয়ার, তারাই সৌভাগ্যশালী। আর যারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে তারাই হতভাগ্য। তারা অগ্নিবেষ্টিত অবস্থায় বন্দী থাকবে' *(বালাদ ৯০/১০-২০)*।

মহান আল্লাহ আরও বলেন, 'আমি মালিক ইহকাল ও পরকালের। অতএব আমি তোমাদেরকে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছি। এতে নিতান্তই হতভাগ্য ব্যক্তি প্রবেশ করবে, যে মিথ্যারোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়। এ থেকে দূরে রাখা হবে আল্লাহ ভীরু ব্যক্তিকে, যে আত্মশুদ্ধির জন্য তার ধন-সম্পদ দান করে' *(লায়ল ৯২/১৩-১৮)*।

মানুষের শেষ পরিণতির বর্ণনা দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন, 'আমি তোমাদেরকে আসন্ন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করলাম, যেদিন মানুষ প্রত্যক্ষ করবে যা সে সামনে প্রেরণ করেছে। আর কাফের বলবে, হায় আফসোস! আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম' *(নাবা ৭৮/৪০)*।

দান-ছাদাক্বাহর ক্ষেত্রে পিতা-মাতা, পরিবার-পরিজনকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। অতঃপর অন্যকে দান করতে হবে। হাদীছে এসেছে, জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত উযরা গোত্রের এক ব্যক্তি তার এক গোলামকে তার মৃত্যুর পর দাসমুক্ত হওয়ার ঘোষণা দিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তা অবহিত হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি এ গোলাম ছাড়া অন্য কোন মাল আছে? সে বলল, না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, এ গোলাম আমার কাছ থেকে কে খরিদ করবে? তাকে নু'আইম ইবনু আব্দুল্লাহ আদাবী আট শত দিরহামে খরিদ করলেন। রাসূল (ছাঃ) উক্ত দিরহাম নিয়ে এসে ঐ লোকটিকে দিলেন। অতঃপর বললেন, তুমি নিজ থেকে শুরু কর। অর্থাৎ নিজের জন্য খরচ কর। কিছু উদ্বৃত্ত থাকলে তা নিজ পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ কর। তারপর কিছু উদ্বৃত্ত থাকলে তা আত্মীয়-স্বজনের জন্য খরচ কর। তারপরও কিছু উদ্বৃত্ত থাকলে তা এভাবে এভাবে খরচ কর। অর্থাৎ তোমার সামনে, ডানে ও বামে (বন্ধু ও পরিচিতজনের জন্য) খরচ করতে পার।[১৩]

---

১৩. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৩৯২; নাসাঈ হা/২৫৪৭।*

আবু কিলাবাহ বলেন, وَأَيُّ رَجُلٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَى عِيَالٍ صِغَارٍ يُعِفُّهُمْ أَوْ يَنْفَعُهُمُ اللهُ بِهِ وَيُغْنِيْهِمْ ‘ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক ছওয়াবের অধিকারী কে, যে তার ছোট ছোট সন্তানদের জন্য খরচ করে এবং আল্লাহ তা‘আলা এর বিনিময়ে তাদেরকে পবিত্র রাখেন, উপকৃত করেন এবং অভাব মুক্ত রাখেন’।[১৪]

দুনিয়ার বুকে আল্লাহ তা‘আলা দান-খয়রাতকে ধনীদের জন্য অগ্নিপরীক্ষা ও দরিদ্রদের জন্য আশার আলোক রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাই ধন-সম্পদ ওয়ালা সন্তানকে তার পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, অতঃপর অন্যান্যদের প্রতি আন্তরিক ভালবাসা সহকারে দান করার আদেশ দিয়েছেন। যারা আল্লাহ ও তাঁর আদেশকে বিশ্বাস করে ও ভয় করে, তারা অবশ্যই তাঁর সন্তুষ্টির জন্য উন্মুক্ত হৃদয়ে দান-খয়রাত করবে এবং তাঁর রহমতের ছায়াতলে স্থান পেয়ে যাবে। আর যারা তাঁর অবতীর্ণ বাণীতে বিশ্বাস করে না, তারা কঠিন বিচারের সম্মুখীন হবে এবং ভয়াবহ পরিণতি ভোগ করবে।

উত্তম দান

মানুষ বিভিন্ন সময় দান করে থাকে। কিন্তু কোন দান শ্রেষ্ঠ? কোন সময়ের দান উত্তম এবং কখন দান করলে অধিক ছওয়াবের অধিকারী হওয়া যায়? কখন দান করলে মানুষ তা গ্রহণ করবে না? এসব প্রশ্নের উত্তর সুন্দর ও সাবলীলভাবে ফুটে উঠেছে নিম্নোক্ত হাদীছ সমূহে।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيُّ اَلصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ جُهْدُ الْمُقِلِّ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ–

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত একবার তিনি বললেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল! কোন দান শ্রেষ্ঠ? রাসূল (ছাঃ) বললেন, গরীবের কষ্টের দান এবং তুমি তোমার দান আরম্ভ করবে তোমার অধীনস্থদের থেকে’।[১৫]

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ فَقَالَ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيْحٌ شَحِيْحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى وَلَا تُمْهِلَ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ، قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا أَلاَ وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ–

---

১৪. *মুসলিম হা/১৬৬০।*
১৫. *আবু দাউদ, বাংলা মিশকাত হা/১৮৪২।*

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! ছওয়াবের দিক দিয়ে কোন দান বড়? তিনি বললেন, 'যখন তুমি সুস্থ থাক, ধনের প্রতি লোভ পোষণ কর, অপরদিকে ভয় কর তুমি দারিদ্রের এবং আশা রাখ ধনী হওয়ার- তখনকার দান। সুতরাং তুমি অপেক্ষা করবে না দান করতে তোমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হওয়ার সময় পর্যন্ত, তখন তুমি বলবে, এ মাল অমুকের জন্য, আর এ মাল অমুকের জন্য অথচ মাল অমুকের হয়েই গিয়েছে'।[১৬]

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقُوْا فَإِنَّهُ يَأْتِيْ عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَلاَ يَجِدُ مَنْ يَّقْبَلُهَا يَقُوْلُ الرَّجُلُ لَوْ جِئْتَ بِهَا بِالْأَمْسِ لَقَبِلْتُهَا فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلاَ حَاجَةَ لِيْ بِهَا-

হারেছা ইবনু ওহাব (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'দ্রুত দান কর। কেননা তোমাদের প্রতি এমন সময় আসছে, যে সময় মানুষ স্বীয় দান নিয়ে ফিরবে; কিন্তু দান গ্রহণ করার মত কাউকেও পাবে না। তখন লোক বলবে, যদি তা নিয়ে গতকাল আসতে গ্রহণ করতাম। কিন্তু আজ আমার তার কোন প্রয়োজন নেই'।[১৭]

মানুষের প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাল দান করা উত্তম। অপরদিকে পরিবার-পরিজনের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে দান করতে হবে। তাদেরকে দারিদ্রের কবলে ফেলে দান করা উচিত নয়। এ ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) সতর্ক করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ 'প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ ছাদাক্বাহ করা উত্তম। যাদের ভরণ-পোষণ তোমার দায়িত্বে, প্রথমে তাদেরকে দিবে'।[১৮]

তিনি আরো বলেন, الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ 'উপরের হাত নীচের হাত অপেক্ষা উত্তম। প্রথমে তাদেরকে দিবে যাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তুমি বহন কর। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ হতে ছাদাক্বাহ করা উত্তম। যে ব্যক্তি (ভিক্ষাবৃত্তি) হতে পবিত্র থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে পবিত্র রাখেন এবং যে পরমুখাপেক্ষিতা হতে

১৬. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বাংলা মিশকাত হা/১৭৭৩।*
১৭. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বাংলা মিশকাত হা/১৭৭২।*
১৮. *বুখারী হা/১৪২৬।*

বেঁচে থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে স্বাবলম্বী করে দেন'।[১৯] অন্য হাদীছে এসেছে, মায়মূনা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমার একটি ক্রীতদাস ছিল, যাকে আমি আযাদ করে দেই। অতঃপর নবী করীম (ছাঃ) আমার নিকট আসলে, আমি তাঁকে এ সংবাদ জানাই। তিনি বললেন, আল্লাহ তোমাকে এর ছওয়াব দান করুন। কিন্তু যদি তুমি তা তোমার মাতুল গোষ্ঠীকে দান করতে তবে তোমার অধিক ছওয়াব হত'।[২০]

অপর একটি হাদীছে এসেছে, আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) দান-খয়রাত করার নির্দেশ দেন। তখন এক ব্যক্তি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমার একটি দীনার আছে। তিনি বললেন, তুমি তা তোমার নিজের জন্য খরচ কর। অতঃপর সে বলল, আমার নিকট আরো একটি দীনার আছে। তিনি বললেন, তুমি তা তোমার সন্তানদের জন্য দান কর। সে আবার বলল, আমার নিকট আরো একটি দীনার আছে। তিনি বললেন, তুমি তা তোমার স্ত্রীর জন্য ছাদাক্বাহ কর অথবা (স্ত্রী হলে) স্বামীর জন্য ছাদাক্বাহ কর। সে বলল, আমার নিকট আরো একটি দীনার আছে। তিনি বললেন, তুমি তা তোমার খাদেমের জন্য ছাদাক্বাহ কর। সে আবার বলল, আমার নিকট আরো একটি দীনার আছে। তিনি বললেন, তুমিই ভাল জান' (তা দিয়ে তোমার কি করা উচিত)।[২১]

উপরিউক্ত হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, দান-ছাদাক্বাহর ক্ষেত্রে নিজের পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনকে প্রথমত দান করতে হবে। তাদের প্রয়োজন না থাকলে প্রতিবেশীদের মধ্যে যারা নিকটবর্তী তাদেরকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। প্রথম নিকটাত্মীয়কে ছাদাক্বাহ করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ الصَّدَقَةُ عَلَى ذِي الرَّحْمِ الْكَاشِحِ 'উত্তম ছাদাক্বাহ হচ্ছে নিকটাত্মীয়কে ছাদাক্বাহ করা'।[২২]

ইমাম বাগাভী (রহঃ) বলেন, কোন লোক যখন প্রতিবেশীকে ছাদাক্বাহ বা দান করতে ইচ্ছা পোষণ করে, তখন সে যেন তার বাড়ীর নিকটবর্তীদের থেকে শুরু করে। অতঃপর যারা তার নিকটে তাদের। যদি প্রতিবেশীদের মধ্যে তার নিকটাত্মীয় কেউ থাকে, তাহলে তার থেকে শুরু করবে; যদিও তার বাড়ী দূরে হয়। অতঃপর প্রতিবেশীদের মধ্যে বাড়ীর নিকটবর্তীদের দিকে মনোনিবেশ করবে। কেননা আত্মীয়তার নৈকট্য প্রতিবেশীর নৈকট্যের উপর প্রাধান্যপ্রাপ্ত।[২৩]

---

১৯. *বুখারী হা/১৪২৭।*

২০. *বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, আবু দাউদ হা/১৬৯০ (ইফাবা)।*

২১. *নাসাঈ, আবু দাউদ হা/১৬৯১; ইরওয়াউল গালীল, হা/৮৯৫।*

২২. ছহীহুল জামে' হা/১৯৯০, হাদীছ ছহীহ।

২৩. *রদ্দুল বালা বিছছাদাক্বাহ, পৃঃ ৩৩।*

কারো অধীনস্থ তথা যাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব কারো উপরে থাকে সে যদি তাদের প্রতি তার কর্তব্য যথাযথ পালন না করে তাহলে এজন্য তাকে অপরাধী হতে হবে। হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'মানুষের গোনাহগার হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার খাদ্যদ্রব্য নষ্ট করছে অথবা যাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব তার উপর, সে তাদের অবজ্ঞা করছে'।[২৪] অন্য বর্ণনায় এসেছে, كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّـــنْ يَمْلِـــكُ قُوتَـــهُ 'মানুষের গোনাহগার হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তাদের খাদ্যদ্রব্য আটক রেখেছে, যাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব তার উপর'।[২৫]

অন্যদিকে পরিবার-পরিজনের জন্য ছওয়াবের নিয়তে খরচ করলে পূর্ণ নেকী অর্জিত হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَـــدَقَةً 'মুসলিম ব্যক্তি ছওয়াবের আশায় তার পরিবার-পরিজনের জন্য যা কিছু খরচ করবে তা সবই তার জন্য ছাদাক্বাহ অর্থাৎ দান হিসাবে গণ্য হবে'।[২৬] অন্য হাদীছে এসেছে, যয়নাব বিনতু আবু সালামাহ (রাঃ) উম্মু সালামাহ হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আবু সালামাহর সন্তানদের জন্য আমি যা ব্যয় করি, তার বিনিময়ে আমি কি ছওয়াব পাব? আর আমি চাই না যে, তারা আমার হাত ছাড়া হয়ে আশ্রয়হীন হয়ে পড়ুক। কেননা তারা তো আমারই সন্তান। অতঃপর তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, তাদেরকে তুমি যা দান করবে তার ছওয়াব পাবে'।[২৭]

নিজের সামর্থ্যের প্রতি খেয়াল রেখে দান করতে হবে। হাদীছে এসেছে, এক ব্যক্তি জুম'আর দিন মসজিদে প্রবেশ করল। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খুৎবা দিচ্ছিলেন। তিনি বললেন, তুমি দুই রাক'আত ছালাত আদায় কর। তারপর সে দ্বিতীয় জুম'আতে আসল, তখনও রাসূল (ছাঃ) খুৎবা দিচ্ছিলেন। তিনি বললেন, তুমি দুই রাক'আত ছালাত আদায় কর। এরপর তিনি বললেন, তোমরা দান-খয়রাত কর, তোমরা দান-খয়রাত কর। তিনি তাকে দু'টি কাপড় দান করলেন। তিনি আবার বললেন, তোমরা দান-খয়রাত কর। তখন সে তার কাপড়ের একটি দান করল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমরা কি এই ব্যক্তিকে দেখেছ? সে ছিন্নবস্ত্রে মসজিদে প্রবেশ করেছিল। তখন আমি আশা করেছিলাম, তোমরা তার অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করে তাকে কিছু দান-খয়রাত করবে। কিন্তু তোমরা তা করনি। তাই আমি বললাম, তোমরা দান-খয়রাত কর। তখন

২৪. *আবু দাউদ হা/১৬৯২; নাসাঈ।*

২৫. *মুসলিম, মিশকাত হা/৩৩৪৬।*

২৬. *মুসলিম, (৪৮)/১০০২।*

২৭. *মুসলিম, (৪৭)/..., ১৬৬৮ (তওহীদ পাবঃ)।*

তোমরা দান করলে এবং আমি তাকে দু'টি কাপড় দিলাম। অতঃপর আমি বললাম, তোমরা দান-খয়রাত কর। তখন সে তার দু'টি কাপড়ের একটি দান করে দিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঐ ব্যক্তিকে বললেন, তুমি তোমার কাপড় নাও এবং তিনি তাকে ধমকালেন।[২৮]

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, যখন কোন দান দ্বারা কেউ কারো দ্বীন ও ঈমান বিনষ্ট করার উদ্দেশ্য করবে, তখন তা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, خُذْهُ فَإِنَّ فِيْهِ الْيَوْمَ مَعُوْنَةً فَإِذَا كَانَ ثَمَنًا لِدِيْنِكَ فَدَعْهُ 'তোমরা তা (নেতাদের দান) গ্রহণ করতে থাক। কারণ ব্যয়ভার বহন করার জন্য এখন এর দ্বারা সাহায্য হচ্ছে। কিন্তু যখন এ দান বা গনীমত তোমার দ্বীনের বিনিময়ে (অর্থাৎ দ্বীন ও ঈমান বিক্রি করা বা তোমাকে দ্বীনের পরিপন্থী কাজে ব্যবহারের চেষ্টা কল্পে) হয় তখন এ দান গ্রহণ কর না'।[২৯]

লজ্জাশীল ও অবরুদ্ধ লোকদের দান করা

আল্লাহ তা'আলা দান-খয়রাতের বর্ণনা দিতে গিয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে দাতাকে জানিয়ে দিয়েছেন তার অজ্ঞতার কথা এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ অভিজ্ঞতার কথা, যা অনেকেরই জানার বাইরে। এসব আদেশ-প্রত্যাদেশে বিশ্বাসী ও আল্লাহভীরু বান্দাদের পর্যাপ্ত উপকার সাধিত হয়। অন্যদিকে অবিশ্বাসী ও অহংকারীদেরকে আগামী দিনের জন্য সতর্ক করা হয়, যাতে তারা কোন দিন অজুহাত পেশ করতে না পারে। এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, আল্লাহ্র প্রেরিত হেদায়াত ছাড়া কোন বান্দাই সঠিক জ্ঞান লাভ করতে পারবে না। তাই দান-খয়রাতের কর্ণধার দাতার অবগতিকল্পে মহান আল্লাহ বলেন, 'ছাদাক্বাহ ঐ সকল গরীব লোকের জন্য, যারা আল্লাহ্র পথে আবদ্ধ হয়ে গেছে, জীবিকার সন্ধানে অন্যত্র ঘোরাফিরা করতে সক্ষম নয়। অজ্ঞ লোকেরা যাচঞা না করার কারণে তাদেরকে অভাবমুক্ত মনে করে। তোমরা তাদেরকে তাদের লক্ষণ দ্বারা চিনবে। তারা মানুষের কাছে কাকুতি-মিনতি করে ভিক্ষা চায় না। তোমরা যে অর্থ ব্যয় করবে, তা আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই পরিজ্ঞাত। যারা স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে রাত্রে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে, তাদের জন্য তাদের ছওয়াব রয়েছে তাদের পালনকর্তার কাছে। তাদের কোন আশংকা নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না' *(বাক্বারাহ ২/২৭৩-২৭৪)*।

---

২৮. *নাসাঈ হা/২৫৩৬, হাদীছ হাসান।*
২৯. *মুসলিম হা/১৬৫৭।*

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দেব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দেবে? তা এই, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহ্র পথে নিজেদের ধন-সম্পদ এবং জীবনপণ করে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা বোঝ। তিনি তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন এবং এমন জান্নাতে দাখিল করবেন, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং বসবাসের জান্নাতে উত্তম বাসগৃহে। এটা মহাসাফল্য' *(ছফ ৬১/১০-১২)*।

দান-খয়রাত, ছাদাক্বাহ, সাহায্য, অন্ন-বস্ত্র দান করা ইত্যাদি বিষয়গুলি বহু মানুষ জানে। তবে এর বিশেষ বিশেষ দিকগুলি বা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়গুলি সম্বন্ধে অনেক মানুষের হয়ত পুরোপুরি ধারণাও নেই। অথচ সেগুলির বাস্তবায়ন সমাজের জন্য খুবই প্রয়োজন। কারণ সমাজে কিছু ধর্মপরায়ণ লজ্জাশীল দরিদ্র-অভাবগ্রস্ত লোক আছে। যারা কোন কারণে চরম দরিদ্রতার মাঝেই জীবন যাপন করে। কিন্তু কাকুতি-মিনতি করে ভিক্ষা চায় না বা লোকের দরজায় দরজায় যায় না। আল্লাহ এ বিষয়ে সবই জানেন। তিনি সুখী ও সচ্ছল লোকদের অবহিত করার জন্য কুরআনে আদেশ-উপদেশ দান করেছেন। যাতে দানশীল ব্যক্তিরা তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে তাদের খোঁজ-খবর নিয়ে উত্তমভাবে দান-খয়রাত করে।

সম্পদশালী ও বিত্তবানদের প্রতি আরও অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য অর্পিত হয়েছে। উপরের আলোচনার নিম্নোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে তার ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে জিহাদ করতেও আদেশ দিয়েছেন। সাধারণত জিহাদ বলতে আমরা সশস্ত্র যুদ্ধ বুঝে থাকি। কিন্তু ইসলামে জিহাদের অর্থ ব্যাপক। জিহাদ বলতে সত্য ও ন্যায় জানার প্রতিষ্ঠার জন্য ধনপ্রাণ দিয়ে সর্বপ্রকার প্রচেষ্টার কথা বুঝায়। আবার বাতিলকে পরাভূত করতে নিজেদের সম্পদ দিয়ে চেষ্টা করাও জিহাদ। যেটা শুধু ধনীদের পক্ষেই সম্ভব। সুতরাং সম্পদশালী ব্যক্তিকে তার সম্পদ দ্বারা যে কোন কল্যাণমূলক কাজে প্রকাশ্য বা গোপনে দান করে জিহাদ করে যেতে হবে। আল্লাহ তার উপযুক্ত বিনিময় দিবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ কারো প্রাপ্য হক বিন্দু-বিসর্গও রাখেন না, আর যদি তা সৎকর্ম হয়, তবে তাকে দ্বিগুণ করে দেন এবং নিজের পক্ষ থেকে বিপুল ছওয়াব দান করেন' *(নিসা ৪/৪০)*।

দান-ছাদাক্বাহ না করার পরিণতির বর্ণনা দিয়ে সর্বজ্ঞ আল্লাহ বলেন, '(ক্বিয়ামতের দিন) বন্ধু বন্ধুর খবর নিবে না, যদিও একে অপরকে দেখতে পাবে। সেদিন গোনহগার ব্যক্তি পণস্বরূপ দিতে চাইবে তার সন্তান-সন্ততিকে, তার স্ত্রীকে, তার ভ্রাতাকে, তার গোষ্ঠীকে, যারা তাকে আশ্রয় দিত এবং পৃথিবীর সবকিছুকে। অতঃপর নিজেকে রক্ষা করতে চাইবে। কখনই নয়, নিশ্চয়ই এটা লেলিহান অগ্নি, যা চামড়া তুলে দিবে। সে সেই

ব্যক্তিকে ডাকবে যে সত্যের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছিল ও বিমুখ হয়েছিল, সম্পদ পুঞ্জীভূত করেছিল, অতঃপর আগলিয়ে রেখেছিল' *(মা'আরিজ ৭০/১০-১৮)*।

নভোমণ্ডল-ভূমণ্ডল, দৃশ্য-অদৃশ্য ও জানা-অজানা অসীম রাজত্বের ও অসীম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ। তাঁর জ্ঞানের পরিধিও অসীম। পবিত্র কুরআনে তাঁর অসীম ও অলৌকিক জ্ঞানের বর্ণনার কোন শেষ নেই। এগুলি হতে মানুষকে অবশ্যই শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং এগুলির প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস স্থাপন করে সংসার জীবনে পাড়ি দিতে হবে। উপরের আয়াতগুলির প্রথমে দেখা যায়, আল্লাহ তা'আলা মানুষের যে কোন ভাল কাজের পাওনা বিন্দু-বিসর্গ বাকী রাখেন না এবং সৎকর্মের দ্বিগুণ বিনিময় দেন, অতঃপর আরও বহুগুণ বাড়িয়ে দেন।

কিন্তু যারা সত্যের প্রতি অবিশ্বাসী বা গোনাহগার তাদের পরিণতি হবে ভয়াবহ। তারা নিজেদের স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ভ্রাতা এমনকি পৃথিবীর সবকিছুর বিনিময়ে জাহান্নামের শাস্তি থেকে, আল্লাহ্‌র আযাব থেকে আত্মরক্ষা করতে চাইবে। কিন্তু তা হবে অসম্ভব। বরং লেলিহান অগ্নি তাদেরকে ঘিরে ধরবে এবং যারা সত্যের বিপক্ষে ছিল এবং ধন-সম্পদ পুঞ্জীভূত করে রেখেছিল লেলিহান অগ্নি তাদেরকে সেদিকে ডাকবে।

অতএব মানুষকে দেয়া আল্লাহ্‌র সম্পদ তাঁর নির্দেশমত ছাদাক্বাহ করার জন্য মানুষের মধ্যে কোন প্রকার দ্বিমত থাকা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। এ বিষয়ের জ্ঞান লাভের জন্য আমরা আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা করছি।

এমন অনেক মানুষ আছে, যারা দরিদ্র, নিঃস্ব, সহায়-সম্বলহীন। তাদেরকে দেখে চেনা যায় না। তারা কোন লোকের কাছে হাতও পাতে না। এ ধরনের লজ্জাশীল লোকদেরকে দান করার ব্যাপারে হাদীছে নির্দেশ এসেছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'এক-দু'টি খেজুর এবং এক-দুই গ্রাস খাদ্যের জন্য যারা দ্বারে দ্বারে ঘুরে তারা মিসকীন নয়; বরং মিসকীন হচ্ছে, যে ব্যক্তি নিজেকে ভিক্ষা থেকে বিরত রাখে'।[৩০]

অপর একটি হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'এক-দুই গ্রাস খাদ্য বা এক-দু'টি খেজুরের জন্য ঘুরাফিরাকারী মিসকীন নয়। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে মিসকীন কে? তিনি বললেন, 'যার স্বাবলম্বী হওয়ার মত সম্পদ নেই, তাকে দেখে অভাবীও মনে হয় না যে, তাকে দান করা যায় এবং সে রাস্তায় দাঁড়িয়ে লোকজনের কাছে যাচঞাও করতে পারে না'।[৩১]

---

৩০. *নাসাঈ হা/২৫৭৩*।

৩১. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪২৪; নাসাঈ হা/২৫৭৪, ২৫৭৫*।

উত্তম বস্তু দান-খয়রাত করা

দান-খয়রাত বা ছাদাক্বাহ একটি মহৎ কাজ। এর গুরুত্ব, মাহাত্ম্য, তাৎপর্য অনেকেরই অজানা থাকার ফলে এর যথাযথ বাস্তবায়ন হয় না, অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে যায়। অনেকে অবহেলিত ও অমনোযোগীভাবে দান-খয়রাত করে থাকে। এটা আল্লাহ চান না।

সম্পদশালী বা সচ্ছল লোকেরা নিজেদের প্রয়োজনে যেভাবে খরচ করে অর্থাৎ প্রয়োজনের তাকীদেই নিজ সংসারে অন্ন-বস্ত্র, শিক্ষা, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদির জন্য খরচ করে থাকে, ঠিক একইভাবে দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তকে তার প্রয়োজনেই দান-খয়রাত করতে হবে, এটাই ধর্মীয় বিধান। যদি নিজের প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী উত্তম শ্রেণীর হয়, তবে দান-খয়রাতের বস্তু সামগ্রীও উত্তম শ্রেণীর হতে হবে, নইলে আল্লাহ্‌র নিকট তা কবুল হবে না। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন, لَنْ تَنَالُوْا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيْمٌ. 'কস্মিনকালেও কল্যাণ লাভ করতে পারবে না, যদি তোমাদের প্রিয় বস্তু থেকে তোমরা ব্যয় (দান) না কর। আর তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে, আল্লাহ তা জানেন' *(আলে ইমরান ৩/৯২)*।

ছাহাবায়ে কেরাম প্রিয়বস্তু দান করতেন। বর্ণিত হয় আছে যে, আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) মিষ্টিদ্রব্য ছাদাক্বাহ করতেন। তাকে বলা হল, যদি আপনি এগুলির মূল্য দান করতেন, তাহলে ততে দরিদ্র লোকেরা অধিক উপকৃত হত। তিনি বললেন, আমি তা জানি। কিন্তু আমি শুনেছি, আল্লাহ বলেছেন, 'তোমরা ততক্ষণ পুণ্য লাভ করবে না, যতক্ষণ তোমরা তোমাদের প্রিয়বস্তু ব্যয় না করবে' *(আলে ইমরান ২৯)*। আর আল্লাহ জানেন যে, আমি মিষ্টি ভালবাসি।[৩২]

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা স্বীয় উপার্জন থেকে এবং যা আমি তোমাদের জন্য ভূমি থেকে উৎপন্ন করেছি, তা থেকে উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় কর। আর তা থেকে নিকৃষ্ট জিনিস ব্যয় করার মনস্থ করো না। কেননা তা তোমরা কখনও গ্রহণ করবে না। তবে যদি তোমরা তা চোখ বন্ধ করে নিয়ে নাও। জেনে রেখো আল্লাহ অভাবমুক্ত প্রশংসিত। শয়তান তোমাদেরকে অভাব-অনটনের ভীতি প্রদর্শন করে এবং অশ্লীলতার আদেশ দেয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ তোমাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে ক্ষমা ও বেশী অনুগ্রহের ওয়াদা করেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সুবিজ্ঞ। তিনি যাকে ইচ্ছা বিশেষ জ্ঞান দান

---

৩২. *রাদ্দুল বালা বিছছাদাক্বাহ, পৃঃ ৩৬।*

করেন এবং যাকে বিশেষ জ্ঞান দান করা হয়, সে প্রভূত কল্যাণকর বস্তু প্রাপ্ত হয়। উপদেশ তারাই গ্রহণ করে, যারা জ্ঞানবান’ *(বাক্বারাহ ২/২৬৭-২৬৯)*।

প্রথমেই উল্লেখ করেছি, দান-খয়রাত সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্বলিত শতাধিক আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। এসব আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা মানুষকে তার প্রিয় বস্তু হতে দান-খয়রাত করার আদেশ দিয়েছেন। প্রিয় বস্তু বলতে কি বোঝায় তা যে কোন স্বল্পজ্ঞানী মানুষও বোঝে। প্রিয় বস্তু হতেই দান-ছাদাক্বাহ করতে হবে। তাছাড়া দান করা যেমন একটা কঠিন কাজ, তেমনি প্রিয় বস্তু দান করা আরও কঠিন। অন্তর্যামী আল্লাহ এটা ভাল জানেন। তাই মানুষকে সুসংবাদ স্বরূপ, উপদেশ স্বরূপ, কল্যাণমূলক ও সতর্কতামূলক সর্বজনীন এই আদেশ প্রেরণ করেন। দ্বীন-দরিদ্র, অসহায় মানুষের পক্ষ হতে আল্লাহ্‌র এ প্রকাশ্য ঘোষণা ঈমানদার বান্দার কোমল হৃদয়ে চরম আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং প্রিয় বস্তু দান করা মানুষের কর্তব্য ও বিবেচনার অন্তর্ভুক্ত হয়। আল্লাহ্‌র এসব আদেশ প্রত্যাদেশে দুর্বল অসহায় মানুষেরাও আল্লাহ্‌র প্রতি পরম কৃতজ্ঞতায় নুইয়ে পড়ে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও মানুষকে উত্তম বস্তু দান করতে নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা আল্লাহ তা‘আলা উত্তম বস্তু ব্যতীত গ্রহণ করেন না। তাছাড়া উত্তম বস্তু হতে দান করা হলে তিনি তা স্বীয় দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করেন এবং তাকে পরিবৃদ্ধি করেন। অবশেষে তা পহাড়সম হয়ে যায়। এমর্মে হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ وَلاَ يَقْبَلُ اللهُ إِلاَّ الطَّيِّبَ إِلَّا أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ بِيَمِيْنِه وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً تَرْبُو فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ حَتَّى تَكُوْنَ أَعْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ كَمَا يُرَبِّيْ أَحَدُكُمْ فُلُوَّهُ أَوْ فَصِيْلَهُ–

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি স্বীয় বৈধ উপার্জন থেকে কিছু দান করে, আর আল্লাহ তো বৈধ পবিত্র ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করেন না, সে ব্যক্তির ঐ দানকে আল্লাহ স্বীয় ডান হাতে গ্রহণ করেন। অতঃপর তা ঐ ব্যক্তির জন্য লালন-পালন করেন, যেমন তোমাদের কেউ তার অশ্ব-শাবককে প্রতিপালন করে থাকে। পরিশেষে তা পাহাড়ের মত হয়ে যায়’।[৩৩]

প্রকৃতপক্ষে ধন-সম্পদ এ পৃথিবীতে মানুষকে সুখী ও চির স্মরণীয় করে রাখতে পারে না। বরং আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পথে, তাঁর বিধান মতে এ অস্থায়ী জগতে দান-খয়রাত সহ

৩৩. *বুখারী হা/১৪১০; মুসলিম হা/১০১৪; তিরমিযী হা/৬৬১; নাসাঈ হা/২৫২৫; ইবনু মাজাহ হা/১৮৪২।*

যাবতীয় ভাল কাজ করে ইহজগতে স্মরণীয় বরণীয় হওয়া যায় এবং চিরস্থায়ী জগতে চিরসুখী হওয়া যায়। আল্লাহ আমাদেরকে অনুরূপ হওয়ার তাওফীক্ব দান করুন!

নবী করীম (ছাঃ)-এর প্রতি বিশেষ বার্তা

পবিত্র মহাগ্রন্থ আল-কুরআন বিশ্ববাসীর জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে শেষ নবী ও শ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর অর্পিত এক অপরিসীম দায়িত্ব। সমগ্র কুরআনই মানুষের জন্য উপদেশ। নবী করীম (ছাঃ)-কে লক্ষ্য করে অবতীর্ণ কতিপয় বিশেষ আয়াতও সকল মানুষের প্রতি উপদেশ। আল্লাহ তা'আলা বিশেষ আয়াতগুলিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েই অবতীর্ণ করেছেন, যাতে উক্ত আয়াতগুলি নবী করীম (ছাঃ) ও তাঁর অনুসারীদের কাছে প্রাধান্য পায়। দান-খয়রাতের ব্যাপারেও আল্লাহ তা'আলা নবী করীম (ছাঃ)-কে বিশেষ আয়াত দ্বারা বিশেষ পদক্ষেপ নেয়ার আদেশ, নির্দেশ দান করেন। যেমন আল্লাহ বলেন, خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ. 'তাদের মালামাল থেকে যাকাত গ্রহণ করুন, যাতে আপনি সেগুলোকে পবিত্র করতে এবং সেগুলোকে বরকতময় করতে পারেন এর মাধ্যমে। আর আপনি তাদের জন্য দো'আ করুন, নিঃসন্দেহে আপনার দো'আ তাদের জন্য সান্ত্বনা স্বরূপ। বস্তুতঃ আল্লাহ সবকিছু শোনেন জানেন' *(তওবাহ ৯/১০৩)*।

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, 'আমার বান্দাদেরকে বলে দিন, যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তারা ছালাত কায়েম করুক এবং আমার দেয়া রিযিক থেকে গোপনে এবং প্রকাশ্যে ব্যয় করুক ঐদিন আসার আগে, যেদিন কোন বেচা-কেনা নেই এবং বন্ধুত্বও নেই' *(ইবরাহীম ১৪/৩১-৩৪)*।

আলোচ্য আয়াত কয়টি দ্বারা আল্লাহ তা'আলা নবী করীম (ছাঃ)-কে সাধারণভাবে নয়, বরং বিশেষভাবে যাকাত ও দান-খয়রাত সম্পর্কে দায়িত্ব পালনের আদেশ দেন। যাতে লোকেরা দান-খয়রাত, ছাদাক্বাহ ইত্যাদি সম্পর্কে ভালভাবে বোঝে ও এ বিষয়ে অনুপ্রাণিত হয়ে মুক্ত হস্তে দান-খয়রাত করে। অতঃপর নবী করীম (ছাঃ)-এর প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপনের জন্য মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর এবং তিনি তোমাদেরকে যার উত্তরাধিকারী করেছেন, তা থেকে ব্যয় কর। অতএব তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও ব্যয় করে, তাদের জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার' *(হাদীদ ৫৭/৭)*।

পবিত্র কুরআনের এসব উপদেশ, আদেশ, নির্দেশ নিয়ে মহানবী (ছাঃ)-এর প্রচেষ্টার কোন অভাব ছিল না। কিন্তু শয়তানের চক্রান্তে অনেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ বিষয়ে

আল্লাহ তাঁর প্রিয় রাসূল (ছাঃ)-কে প্রত্যাদেশ করেন, 'বলুন, হে আল্লাহ! আসমান ও যমীনের স্রষ্টা, দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী, আপনিই আপনার বান্দাদের মধ্যে ফায়ছালা করবেন, যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করত। যদি গোনাহগারদের কাছে পৃথিবীর সবকিছু থাকে এবং তার সাথে সমপরিমাণ আরও থাকে, তবে অবশ্যই তারা ক্বিয়ামতের দিন সে সবকিছুই নিস্কৃতি পাওয়ার জন্য মুক্তিপণ হিসাবে দিয়ে দেবে। অথচ তারা দেখতে পাবে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এমন শাস্তি, যা তারা কল্পনাও করত না। তারা দেখবে তাদের দুষ্কর্ম সমূহ এবং যে বিষয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, তা তাদেরকে ঘিরে নেবে' *(যুমার ৩৯/৪৬-৪৮)*।

পবিত্র কুরআন আল্লাহ্‌র বাণী, পৃথিবীবাসীর পক্ষ হতে তা নবী করীম (ছাঃ)-এর উপর অবতীর্ণ হয় এবং তাঁকে সমগ্র কুরআনের অর্থ, তাৎপর্য, মাহাত্ম্য প্রভৃতি বিষয়ে সর্বোচ্চ জ্ঞান দান করা হয়। অতঃপর আল্লাহ তাঁর অসীম মহোত্তম জ্ঞানকে অর্থাৎ কুরআনের বাণীকে বিশ্বের মাঝে প্রচারের জন্য পুনঃ পুনঃ আদেশ প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ করেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দ্বীন প্রচারের ক্ষেত্রে ইসলামের অন্যান্য বিধানাবলীর সঙ্গে দান-খয়রাতের বিভিন্ন দিকগুলিও সমান গুরুত্ব সহকারে প্রচার করেন। এমনকি আল্লাহ্‌র অধিক সন্তুষ্টির আশায় তাঁর বিশেষ বার্তার কারণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ বিষয়ে আরও অধিক তৎপরতার সঙ্গে নিবিড়ভাবে কাজ করেন। তাঁর এই অকৃত্রিম অবদান দুনিয়ার মুসলিম মিল্লাত গভীর শ্রদ্ধাভরে পালন করে আসছে।

দানে প্রবৃদ্ধি

এ জগতে সৃষ্ট অসংখ্য বস্তুর মধ্যে ভাল কাজের সৃষ্টি হয়েছে মঙ্গল বা কল্যাণের জন্য এবং মন্দ কাজের সৃষ্টি হয়েছে ক্ষতির বা সর্বনাশের জন্য। যারা ভাল পরিকল্পনা নিয়ে জীবনের কর্মসূচী শুরু করে, তাদের সামনে ভাল কিছুরই সন্ধান মেলে এবং তারা এ পথেই এগিয়ে যায়, এমনকি অনেক উন্নত স্তরে চলে যায়। পক্ষান্তরে যারা মন্দ চিন্তা-ভাবনা বা পরিকল্পনা নিয়ে জীবন শুরু করে, তাদের সামনে মন্দ কাজেরই ভীড় জমে যায়। এমনকি মন্দের সমষ্টি ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়। সুতরাং ভালর দ্বারা ভালর এবং মন্দের দ্বারা মন্দের প্রবৃদ্ধি ঘটে এটাই প্রকৃতির নিয়ম।

জীবন যাপনের জন্য মানুষ যেমন বিভিন্ন পেশা অবলম্বন করে। অনেকে সত্য ও ন্যায়ের পথে হালাল উপার্জন দ্বারা সম্পদের প্রবৃদ্ধি ঘটায়। আবার অনেকে অসৎ, মিথ্যা ও অন্যায়ের পথে হারাম উপার্জন দ্বারা সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলে। পেশা জীবন ছাড়াও ধর্ম, শিক্ষা-গবেষণা, জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রভৃতি মৌলিক বিষয়গুলির অনুশীলনও এগুলির প্রবৃদ্ধি সাধনে সহায়ক। ছালাত, ছিয়াম, তিলাওয়াত ও অন্যান্য ইবাদতের ছওয়াব

যেমন দশ থেকে সাতশত বা তার চেয়ে অধিকগুণে বৃদ্ধি পায়, তেমনি দান-ছাদাক্বার ছওয়াবও বৃদ্ধি পায়। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ وَاللهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ- الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ثُمَّ لاَ يُتْبِعُوْنَ مَا أَنْفَقُوْا مَنًّا وَّلاَ أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ.

‘যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ একটি বীজের মত, যা থেকে সাতটি শীষ জম্মায়। প্রত্যেটি শীষে একশ করে দানা থাকে। আল্লাহ অতি দানশীল সর্বজ্ঞ। যারা স্বীয় ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করে, অতঃপর ব্যয় করার পর সে অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে না এবং কষ্টও দেয় না, তাদেরই জন্য তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে পুরস্কার এবং তাদের কোন আশংকা নেই; তারা চিন্তিতও হবে না’ *(বাক্বারাহ ২/২৬১-৬২)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّباً لِّيَرْبُوَ فِيْ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلاَ يَرْبُوْ عِنْدَ اللهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ.

‘মানুষের ধন-সম্পদে তোমাদের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, এই আশায় তোমরা সুদে যা কিছু দাও, আল্লাহ্‌র কাছে তা বৃদ্ধি পায় না। পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির আশায় পবিত্র অন্তরে যারা দিয়ে থাকে, অতএব তারাই দ্বিগুণ লাভ করে’ *(রূম ৩০/৩৯)*।

আমাদের এ পার্থিব জীবন অস্থায়ী। পক্ষান্তরে মৃত্যুর পরের পরজগতের জীবন চিরস্থায়ী। ইহজগত ও পরজগতের মাঝে রয়েছে এক মহাবিপদসংকুল স্থান। যার নাম ক্বিয়ামত। যেটা বিচার দিবস বা প্রতিফল দিবস। জগতের আদি হতে অন্ত পর্যন্ত সকল মানুষের বিচার হবে ক্বিয়ামতের এ মহাদিবসে। ঐ দিন ন্যায় বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করা হবে এবং বিচারে পাপ ও পূণ্যের ওজন করা হবে। যার পুণ্যের ওজন বেশী হবে সে জান্নাতে স্থান পাবে এবং যার পাপের পাল্লা ভারী হবে সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। মানুষের জীবন পুণ্য ও পাপের দ্বারা ভরপুর। কিন্তু যারা সরল ও নিষ্ঠার সাথে ধর্ম পালন করে পুণ্য অর্জন করেছে, দয়াময় আল্লাহ তা‘আলা তাদের পুণ্য কাজের প্রবৃদ্ধি করেন এবং তা বহুগুণে বৃদ্ধি করে দিবেন। ফলে পুণ্যবানদের পুণ্যের ওজন অনায়াসে পাপের

চেয়ে বেশী হয়ে যাবে। উল্লেখ্য, মানুষের অর্জিত পুণ্য বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু পাপ কাজ সমূহের কোন প্রবৃদ্ধি হবে না।

দান-ছাদাক্বাহ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের কয়েকটি আয়াত পেশ করেছি। তন্মধ্যে আশ্চর্যতম হলো একটি ধান বীজ হতে সাত শত ধানের উৎপাদনের ন্যায় মানুষের দান সমূহের এক একটি দশ হতে সাত শত পর্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ার ঘোষণা। অবশ্য চারা গজানোর উপযোগী সঠিক ধান বীজ হতেই কেবল সাত শত ধান উৎপাদন সম্ভব, অন্যথা নয়। তদ্রূপ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উপযোগী দানসমূহই কেবল চারা গজানো ধান বীজের ন্যায় বৃদ্ধি পাবে। এ বিষয়ে দাতাকে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে এবং দানের পবিত্রতা রক্ষা করতে হবে। এখানে ধান বীজের উদাহরণ মানুষকে সান্ত্বনা দেওয়ার বা আশ্বস্ত করার একটি ওয়াদা। আসলে আন্তরিক ও যথোপযুক্ত দান-খয়রাতের বিনিময়ে আল্লাহ অঢেল পুরস্কার দিবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা যা কিছু দান কর, আল্লাহ তা ভাল করেই জানেন। যে সকল লোক রাত্রিতে বা দিনে গোপনে বা প্রকাশ্যে তাদের ধন-সম্পদ দান করে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে পুরস্কার রয়েছে। তাই তাদের কোন ভয় নেই ও তারা কোন দুঃখও পাবে না' *(বাক্বারাহ ২/২৭৪)*।

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'যারা আল্লাহ্র কিতাব পাঠ করে, ছালাত কায়েম করে এবং আমি যা দিয়েছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে; তারা এমন ব্যবসা আশা করে, যাতে কখনও লোকসান হবে না' *(ফাতির ৩৫/২৯)*।

মহান আল্লাহ আরও বলেন, 'বস্তুতঃ তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে আল্লাহ্র রাহে, তা তোমরা পরিপূর্ণভাবে ফিরে পাবে এবং তোমাদের কোন হক অপূর্ণ থাকবে না' *(আনফাল ৮/৬০)*।

দান-ছাদাক্বাহ করলে মানুষের সম্পদ কমে না, বরং তা বৃদ্ধি পায় বলে পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত হয়েছে। তেমনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও বলেছেন, দানে সম্পদের প্রবৃদ্ধি ঘটে; তা হ্রাস পায় না। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'দান মানুষের সম্পদকে হ্রাস করে না। আর তা বান্দাকে ক্ষমা করে, তার মান-মর্যাদা বৃদ্ধি করে। যে আল্লাহর ওয়াস্তে বিনয় প্রকাশ করে আল্লাহ তাকে উন্নত করেন'।[৩৪]

---

৩৪. *মুসলিম, মিশকাত হা/১৮৮৯; বাংলা মিশকাত হা/১৭৯৫।*

অপর একটি হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ كَبَشَةَ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ الأَنْمَارِيْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُوْلُ : ثَلاَثَةٌ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ، وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيْثاً فَاحْفَظُوْهُ : مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ، وَلاَ ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً صَبَرَ عَلَيْهَا إِلاَّ زَادَهُ اللهُ عِزّاً، وَلاَ فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلاَّ فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ-

আবু কাবাশা আমর ইবনু সা'দ আনমারী (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, 'তিনটি জিনিসের ব্যাপারে শপথ করছি এবং তোমাদেরকে একটি হাদীছ বলছি, তা স্মরণ রেখ- (১) কোন বান্দার মাল ছাদাক্বাহ করলে কমে যায় না। (২) কোন বান্দার উপর কোন প্রকার অত্যাচার করা হলে এবং সে তার উপর ধৈর্য ধারণ করলে আল্লাহ নিশ্চয়ই তার সম্মান বাড়িয়ে দেন। আর (৩) কোন বান্দা যচঞার দুয়ার উদ্ঘাটন করলে আল্লাহ তার জন্য দরিদ্রতার দরজা উদ্ঘাটন করে দেন'।[৩৫]

দানকারীর জন্য আল্লাহর গায়েবী মদদ আসে। যেটা মানুষ জানে না। এটাও সম্পদ প্রবৃদ্ধির নামান্তর বৈকি? এমর্মে হাদীছে এসেছে, আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'এক ব্যক্তি বৃক্ষহীন প্রান্তরে মেঘ থেকে শব্দ শুনতে পেল, অমুকের বাগানে বৃষ্টি বর্ষণ কর। অতঃপর সেই মেঘ সরে গিয়ে কালো পাথুরে এক ভূমিতে বৃষ্টি বর্ষণ করল। তারপর (সেখানকার) নালাসমূহের মধ্যে একটি নালা সম্পূর্ণ পানি নিজের মধ্যে জমা করে নিল। লোকটি সেই পানির অনুসরণ করে কিছু দূর গিয়ে দেখল, একটি লোক কোদাল দ্বারা নিজ বাগানের দিকে পানি ঘুরাচ্ছে। সে তাকে জিজ্ঞেস করল, তোমার নাম কি ভাই? লোকটি বলল, অমুক। এটি ছিল সেই নাম, যে নাম মেঘের আড়ালে সে শুনেছিল। বাগানের মালিক বলল, হে আল্লাহর বান্দা! তুমি আমার নাম কেন জিজ্ঞেস করলে? লোকটি বলল, আমি মেঘের আড়াল থেকে তোমার নাম ধরে তোমার বাগানে বৃষ্টি বর্ষণ করতে আদেশ শুনলাম। তুমি কি এমন কাজ কর? বাগানের মালিক বলল, 'এ কথা যখন বললে, তখন বলতে হয়, আমি এ বাগানের উৎপন্ন ফল-ফসলকে ভেবে-চিন্তে তিন ভাগ করি। অতঃপর তার এক ভাগ দান করি, এক ভাগ আমি আমার পরিবার-পরিজন নিয়ে খেয়ে থাকি এবং বাকী এক ভাগ বাগানের চাষাবাদে ব্যয় করি'।[৩৬]

---

৩৫. *তিরমিযী, হা২৩২৫; ইবনু মাজাহ হা/৪২২৮; আহমাদ হা/১৭৫৭০, হাদীছ হাসান।*
৩৬. *মুসলিম, হা/২৯৮৪; আহমাদ হা/৭৮৮১।*

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে তার দুনিয়ার জীবনের সকল ভাল কর্মেরই পুরস্কার দিবেন। তন্মধ্যে দান-খয়রাত, ছাদাক্বাহর পুরস্কার অন্যতম। যেহেতু ধন-সম্পদ সংগ্রহ করা ও সঞ্চয় করা একটি কঠিন কাজ। কাজেই তা বিতরণ করা বা দান করা আরও কঠিন কাজ। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা দানের মর্যাদাকে অনেক উর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন এবং তার মধ্যে প্রচুর প্রবৃদ্ধির ঘোষণা দিয়েছেন। দান-খয়রাত আত্মতৃপ্তিমূলক ইবাদত। অভাবগ্রস্ত ও অনাহারীদের মাঝে আন্তরিক দান ছাড়া আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ করা সম্ভব নয়। আর আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ছাড়া কোন ইবাদতই কবুল হয় না।

আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষণস্থায়ী জগতের অস্থায়ী সম্পদের বিনিময়ে পরকালের অবিনশ্বর জীবনে চিরস্থায়ী সম্পদের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার তওফীক দান করুন।

আল্লাহকে ঋণ দান

সংসার জীবনে মানুষ সাধারণত নিজেদের প্রয়োজনে বা অভাব-অনটনের কারণে একে অপরের সাথে টাকা-পয়সা, সোনা-রূপা, খাদ্য শস্য ইত্যাদি লেনদেন করে থাকে। এই লেনদেন কোন সময় কারও মধ্যে মৌখিক আবার কারো কারো মধ্যে লিখিতভাবেও কার্যকর হয়। উভয় প্রকার লেনদেনই সল্পমেয়াদী, মধ্যম মেয়াদী বা দীর্ঘমেয়াদী হতে পারে। মানুষের পরস্পরের মধ্যে এই ধরনের আদান-প্রদানের নাম ঋণ। সাধারণত অধিক অর্থ-সম্পদের মালিকেরা তাদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম ধন-সম্পদের মালিকদের মধ্যে বিভিন্ন শর্তে ঋণ প্রদান করে থাকে।

আবার ব্যতিক্রমভাবে কোন কোন সময় বড় বড় অট্টালিকার মালিকেরাও কোন বিশেষ কারণবশতঃ তাদের চেয়ে কম সম্পদশালীদের নিকট হতে ঋণ গ্রহণ করে থাকে। আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে কারও কারও মধ্যে সুদের প্রচলনও রয়েছে। মানুষের মধ্যে এ ধরনের ঋণ আদান-প্রদানের সব খবরই আল্লাহ জানেন। আবার সমাজের মাঝে বসবাসকারী দ্বীন-দরিদ্র, ফকীর-মিসকীন, অন্ধ-খঞ্জ প্রভৃতি অসহায় মানুষের অভাব-অনটনের খবরও তিনি জানেন। এদেরকে ঋণ দেওয়ার কেউ নেই, কারণ এরা অর্থ-সম্পদহীন, এরা ঋণ নিয়ে পরিশোধ করতে পারবে না, তাই এদেরকে কেউ ঋণ দিতে চায় না।

দ্বীন-দরিদ্রের ও সম্পদশালীদের অভিভাবক আল্লাহ তা'আলা উভয় শ্রেণীর মানুষকে সমান ভালবাসেন, উভয়ের প্রতি রয়েছে সমান অনুকম্পা। তাই পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার দরিদ্র, অর্থ-সম্পদহীন লোকদের জন্য ধনাঢ্য সম্পদশালী ও কম সম্পদশালী সবার নিকট হতে ঋণ গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে পবিত্র কুরআনে একাধিক

আয়াত নাযিল করেন। মহান আল্লাহ বলেন, مَّن ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيْرَةً وَاللهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ. 'এমন কে আছে যে আল্লাহকে করয দেবে উত্তম করয, অতঃপর আল্লাহ তাকে দ্বিগুণ বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেবেন। আল্লাহই সংকোচিত করেন এবং তিনিই প্রশস্ততা দান করেন। আর তাঁরই নিকট তোমরা সবাই ফিরে যাবে' *(বাক্বারাহ ২/২৪৫)*।

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, مَن ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيْمٌ. 'কে সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহকে উত্তম ধার দিবে, এপর তিনি তার জন্য তা বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন এবং তার জন্য রয়েছে সম্মানিত পুরস্কার' *(হাদীদ ৫৭/১১)*।

অন্যত্র তিনি বলেন, 'নিশ্চয়ই দানশীল পুরুষ ও দানশীলা নারী, যারা আল্লাহকে উত্তমরূপে ধার দেয়, তাদেরকে দেয়া হবে বহুগুণ এবং তাদের জন্য রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার। আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তারাই তাদের পালনকর্তার কাছে ছিদ্দীক ও শহীদ বলে বিবেচিত। তাদের জন্য রয়েছে পুরস্কার ও জ্যোতি এবং যারা কাফের ও আমার নিদর্শন অস্বীকারকারী তারাই জাহান্নামের অধিবাসী হবে। তোমরা জেনে রাখ, পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক, সাজ-সজ্জা, পারস্পরিক অহমিকা এবং ধন-জনের প্রাচুর্য ব্যতীত আর কিছু নয়। যেমন এক বৃষ্টির অবস্থা, যার সবুজ ফসল কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে, এরপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি তাকে পীতবর্ণ দেখতে পাও, এরপর তা খড়কুটা হয়ে যায়। আর পরকালে আছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহ্র ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন প্রতারণার উপকরণ বৈ কিছু নয়' *(হাদীদ ৫৭/১৮-২০)*।

আল্লাহ মানুষের কাছে ঋণ চান, উত্তম ঋণ, উত্তম করয, উত্তম ধার! কি আশ্চর্যতম, অকল্পনীয়, অবর্ণনীয় কথা। একমাত্র কুরআনের বাণী হিসাবেই এ বর্ণনা মহাসত্য রূপে বিশ্বাসীদের হৃদয়ে গভীরভাবে স্থান পেয়েছে। আল্লাহ মানুষের নিকট ঋণ চান। এ ঋণ কি শুধু ধনীদের কাছেই চান? না, তার কোন উল্লেখ নেই। কাজেই সামর্থ্যবান প্রত্যেক মানুষের কাছেই তিনি ঋণ চান। আল্লাহ যে ঋণ চান, তা নিশ্চিতভাবেই পরিশোধযোগ্য। তিনি দ্বিগুণ বা বহুগুণ লাভসহ মানুষের দেয়া ঋণ বা ধার পরিশোধ করবেন বলেও ঘোষণা দিয়েছেন। চিন্তার বিষয় হলো, আল্লাহ কার জন্য ঋণ চান? আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য বহুগুণে লাভসহ পরিশোধ করার শর্তে মানুষের নিকট করয বা ধার চেয়ে বেশ কিছু আয়াত অবতীর্ণ করেছেন।

এ পার্থিব জগতের অধিবাসী ধনী ও দরিদ্র উভয়ের অভিভাবক আল্লাহ তা'আলা; তিনি উভয়কে ভালবাসেন। তিনি ধনীদের দ্বারা দরিদ্রের অভাব পূরণের ব্যবস্থা হিসাবে নিয়মিত যাকাত ও দান-খয়রাতের পুনঃ পুনঃ আদেশ দিয়েছেন। এ আদেশ ধনীদের জন্য বিশেষ পরীক্ষাস্বরূপ। অন্তর্যামী আল্লাহ জানেন অনেক মানুষই দান-খয়রাত করতে কষ্ট পায়। তাই আল্লাহ তাঁর মহাজ্ঞানের অসীম ভাণ্ডার হতে মানুষকে তার দান-খয়রাত, ছাদাক্বাহ ইত্যাদিকে ঋণ হিসাবে গ্রহণের ঘোষণা দেন, যা বিচার দিবসে প্রচুর লাভসহ পরিশোধযোগ্য। এ ঘোষণার কারণ দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের সাহায্যার্থে ধনী সম্প্রদায়ের বা যে কোন সচ্ছল মানুষের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করা। এতে বিশ্বাসী বান্দার মধ্যে দান-খয়রাতের প্রতিযোগিতা বেড়ে যায় এবং গোপন দানের সুপ্ত ইচ্ছা জাগরিত হয়।

মানুষের প্রতি আল্লাহ্র করুণা অসীম, যার এক ক্ষুদ্রাংশও মানুষ জানে না। এ জন্য একটা বিষয়ে আল্লাহ বিভিন্নভাবে তাঁর বান্দাদের বোঝাবার চেষ্টা করেন, যাতে মানুষের অজুহাত পেশ করার মত কোন সুযোগ না থাকে। যে কোন ভাল কাজ এ দুনিয়াতেই করতে হবে এবং মৃত্যুর আগেই তা করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা ছালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও। তোমরা নিজেদের জন্য যা কিছু অগ্রে পাঠাবে, তা আল্লাহ্র কাছে উত্তম আকারে এবং পুরস্কার হিসাবে বর্ধিতরূপে পাবে। তোমরা আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু' *(মুয্যাম্মিল ৭৩/২০)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, إِن تُقْرِضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ– عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ. 'যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান কর, তিনি তোমাদের জন্য তা দ্বিগুণ করে দেবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ গুণগ্রাহী, সহনশীল। তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী, পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময়' *(তাগাবুন ৬৪/১৭-১৮)*।

এ বিষয়ে তিনি আরও বলেন, 'আল্লাহ বানী ইসরাঈলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন এবং আমি তাদের মধ্য থেকে বার জন সর্দার নিযুক্ত করেছিলাম। আল্লাহ বলে দিলেন, 'আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, যদি তোমরা ছালাত প্রতিষ্ঠিত কর, যাকাত দিতে থাক, আমার পয়গম্বরদের প্রতি বিশ্বাস রাখ, তাদের সাহায্য কর এবং আল্লাহকে উত্তম পন্থায় ঋণ দিতে থাক। তবে আমি অবশ্যই তোমাদের গোনাহ দূর করে দেব এবং অবশ্যই তোমাদেরকে উদ্যান সমূহে প্রবিষ্ট করাব, যেগুলির তলদেশ দিয়ে নির্ঝরিণী সমূহ প্রবাহিত হয়। অতঃপর তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি এরপরও কাফের হয়, সে নিশ্চিতই সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে' *(মায়েদাহ ৫/১২)*।

পবিত্র অন্তরের দান-খয়রাত আল্লাহ্র দরবারে কবুল হয়ে যায়। একটি হাদীছ দ্বারা তার যৌক্তিকতা পেশ করছি। হুজাইফা (রাঃ) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তোমাদের পূর্ববর্তী যামানায় একজন লোক ছিল, তার জান কবয করার জন্য তার কাছে মালাকুল মওত এসেছিলেন। অতঃপর (সে মারা গেলে কবরে) তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, তুমি কি কোন নেক আমল করেছ? সে জবাব দিল আমার জানা নেই। তাকে বলা হল, চিন্তা করে দেখ। সে বলল, এ জিনিসটি ছাড়া আর কোন কিছুই আমার জানা নেই যে, দুনিয়াতে আমি মানুষের সাথে লেনদেন করতাম (অর্থাৎ করয দিতাম) এবং তা আদায়ে তাদের তাগাদা করতাম। (দিতে না পারলে) আমি সচ্ছল ব্যক্তিকে সময় দিতাম এবং দুঃখী ও অসচ্ছল ব্যক্তিকে মাফ করে দিতাম। তখন আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করালেন' *(বুখারী)*।

আল্লাহ্র খাঁটি বান্দারা তাঁর ঋণ চাওয়ার কারণে লজ্জিত হয়। কারণ ইহকাল ও পরকালের সকল ধন-সম্পদের তিনিই তো মালিক। তিনি যাকে খুশী ইহজগতে সম্পদশালী করেন, আবার যাকে খুশী পরকালে বা পরজগতে সম্পদশালী করবেন। কাজেই আল্লাহ্র সম্পদ চাওয়া মাত্র আল্লাহকে দেওয়াই হলো ন্যায়সঙ্গত। এখানে ঋণ হিসাবে, ধার হিসাবে বা করয হিসাবে চাওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। এ বাক্যগুলি শুধু মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য।

দান-খয়রাতের ব্যাপক প্রসার ঘটানোর উদ্দেশ্যেই মহাজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলা এগুলিকে এত তাৎপর্যপূর্ণ ও রহস্যপূর্ণ অর্থে উপদেশাকারে অবতীর্ণ করেছেন। তাঁর এইসব আদেশসমূহের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রকাশ আমাদের জন্য ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ সাধনের শ্রেষ্ঠ পাথেয়।

আল্লাহ্র সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্য ব্যতীত দান না করা

মহান আল্লাহ্র বাণী, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ 'ইবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি' *(যারিয়াত ৫১/৫৬)*। এই ইবাদতের মূল হচ্ছে কালেমা, ছালাত, ছিয়াম, যাকাত ও হজ্জ। এই পাঁচটি বিষয়ের যে অসংখ্য শাখা-প্রশাখা রয়েছে সেগুলিও ইবাদত। ইবাদতের এই শাখা-প্রশাখাগুলি উপরোল্লেখিত পাঁচটি বিষয়ের মধ্যেই বিরাজমান। এগুলিকে বাদ দিয়ে, অবহেলা করে বা অমান্য করে কোন ইবাদতই আল্লাহ্র দরবারে কবুল হবে না। যেমন এক আল্লাহ্র প্রতি অবিচল বিশ্বাস করা, তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস করা, তাঁর সন্তুষ্টির চিন্তা করা, সত্য কথা বলা, হালাল উপার্জন করা বা হালাল খাদ্য খাওয়া, ন্যায় বিচার করা, ধৈর্যশীল হওয়া প্রভৃতি।

মানুষ যেকোন ইবাদতই করুক না কেন, তাতে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের নিয়্যত থাকতে হবে। ধন-সম্পদ দান করা অনেক কষ্টকর ইবাদত। হয়ত আল্লাহ্র আদেশ হিসাবে অনেকে কষ্ট করেও যাকাত, ওশর, ফেতরা ইত্যাদি দান করে থাকে। এরূপ দানও ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি তা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য না হয়। ইহকাল ও পরকালের সকল সুখ-দুঃখের মালিক আল্লাহ, সকল ধন-সম্পদের মালিকও আল্লাহ। কাজেই আল্লাহ্র সম্পদ আল্লাহকে দিতে কষ্ট পাওয়ার কিছু নেই, এরূপ বোধশক্তির সৃষ্টি করতে হবে, চিন্তা ও গবেষণার দ্বারা সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে, তাহলেই প্রচুর কল্যাণ সাধিত হবে। দান-খয়রাত একটি অনন্য ইবাদত, আল্লাহ্র সন্তুষ্টির ইবাদত, ত্যাগের ইবাদত, অন্তরের মহোত্তম ইবাদত, দ্বীন-দুঃখীদের দো'আ লাভের ইবাদত, জান্নাত লাভের সম্ভাবনাময় ইবাদত।

মহিমাময় আল্লাহ তা'আলা মানুষকে তার মনের সকল কলুষতা দূর করে একমাত্র তাঁর উদ্দেশ্যেই তাঁর সন্তুষ্টি লাভের আশায় দান-খয়রাত করার জন্য বার বার আহ্বান জানিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন, لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَـــكِنَّ اللهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ وَمَا تُنْفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُوْنَ إِلاَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ وَمَا تُنْفِقُواْ مِنْ خَيْـــرٍ يُـــوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْـــتُمْ لاَ تُظْلَمُـــوْنَ 'যে মাল তোমরা ব্যয় কর, তা নিজের উপকারার্থেই কর। আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যয় করো না। তোমরা যে অর্থ ব্যয় করবে তার পুরস্কার পুরোপুরি পেয়ে যাবে এবং তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না' *(বাক্বারাহ ২/২৭২)*।

একই মর্মার্থে অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'যারা আল্লাহ্র রাস্তায় স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে এবং নিজের মনকে সুদৃঢ় রাখার জন্য তাদের উদাহরণ টিলায় অবস্থিত বাগানের মত, যাতে প্রবল বৃষ্টিপাত হয়, অতঃপর দ্বিগুণ ফসল দান করে। যদি এমন প্রবল বৃষ্টিপাত নাও হয়, তবে হাল্কা বৃষ্টিপাতই যথেষ্ট। আল্লাহ তোমাদের কাজকর্ম যথাযথই প্রত্যক্ষ করেন' *(বাক্বারাহ ২/২৬৫)*।

মহান আল্লাহ আরও বলেন, 'যারা স্বীয় পালনকর্তার সন্তুষ্টির জন্য ছবর করে, ছালাত প্রতিষ্ঠা করে আর আমি তাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং যারা মন্দের বিপরীতে ভাল করে, তাদের জন্য রয়েছে পরকালের গৃহ' *(রা'দ ১৩/২২)*।

পবিত্র কুরআনের আদেশ ও হাদীছের ব্যাখ্যা অনুযায়ী আল্লাহ্র ধনী ও বিশ্বাসী বান্দারা, যারা যাকাত দেওয়ার উপযোগী, তারা নিয়মিত যাকাত দেয়। যাকাত ফরয ইবাদত,

কাজেই যারা আল্লাহ্র ভয়ে হিসাব অনুযায়ী যাকাত দেয়, তারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যই যাকাত দেয়। কিন্তু যেসব সচ্ছল ব্যক্তি যাকাতের আওতায় পড়ে না, তারা দান-খয়রাত, ছাদাক্বাহ করে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অন্বেষণ করে। যারা যাকাত দেয় তাদের জন্যও দান-খয়রাত, ছাদাক্বাহ অপরিহার্য। কারণ শুধু ফরয ছালাত আদায় করে কোন ঈমানদার আল্লাহভীরু বান্দা কখনও শান্তি পায় না, যতক্ষণ সে নফল ছালাত সমূহের মধ্যে অবগাহন না করে।

মানুষকে তার ইচ্ছা চরিতার্থ করার জন্য অর্থাৎ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের মধ্য দিয়ে তাঁর সান্নিধ্য লাভের জন্য, অসীম দয়ালু আল্লাহ তা'আলা অনেক সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন, তন্মধ্যে দান-খয়রাত অন্যতম। যেসব উল্লেখযোগ্য ইবাদতের জন্য মানুষ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ করে তাঁর সান্নিধ্যে (জান্নাতে) চলে যাবে। দান-খয়রাতকারীরাও তাদের দলভুক্ত হবে। তাদের সম্মান এতটুকুও ক্ষুণ্ন হবে না, বরং তারা শীর্ষস্থানেই থাকবে। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 'তারা আল্লাহ্র প্রেমে অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দীকে আহার্য দান করে। তারা বলে, কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য আমরা তোমাদেরকে আহার্য দান করি এবং তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা কামনা করি না। আমরা আমাদের পালনকর্তার তরফ থেকে এক ভীতিপ্রদ ভয়ংকর দিনের ভয় করি। অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে সেদিনের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন এবং তাদেরকে দিবেন সজীবতা ও আনন্দ এবং তাদের ছবরের প্রতিদানে তাদেরকে দিবেন জান্নাত ও রেশমী পোষাক' *(দাহার ৭৬/৮-১২)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 'যে আত্মশুদ্ধির জন্য তার ধন-সম্পদ দান করে এবং তার উপর কারও কোন প্রতিদানযোগ্য অনুগ্রহ থাকে না, তার মহান পালনকর্তার সন্তুষ্টি অন্বেষণ ব্যতীত। সে সত্বরই সন্তুষ্টি লাভ করবে' *(লায়ল ৯২/১৮-২১)*।

মানুষ বংশগতভাবে ও প্রকৃতিগতভাবে অনেক দোষ-গুণের অধিকারী হয়ে পৃথিবীতে জন্ম লাভ করে। অতঃপর শিক্ষা গ্রহণের মধ্য দিয়ে নিজ নিজ পছন্দের পথ বেছে নেয়। মানুষকে সুশিক্ষা দানের জন্য কুরআন নাযিল হয়েছে। কুরআনের অসংখ্য আদেশ-উপদেশ হতে নিজের প্রয়োজন মত শিক্ষা গ্রহণ বাধ্যতামূলক। যারা তা গ্রহণ করে এবং মুক্তির পথ সন্ধান করে, তারাই আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য মুক্ত হস্তে বিভিন্ন প্রকারের দান-খয়রাত করে। উপরোক্ত আয়াতগুলো দ্বারা মহাজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলা তাঁর সন্তুষ্টির বিনিময়ে পুরস্কার প্রদানের সুসংবাদ দিয়েছেন। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাঁর সন্তুষ্টির পথ অনুসরণ করার তওফীক দান করুন।

আল্লাহ্‌র ভয়ে দান করা

মানুষ সাধারণত নিজের জন্মদাতা পিতামাতাকে ভয় করে বা সমীহ করে কাজ করে। কিন্তু অনেকে পিতামাতাকে ভয় করে না, বরং নিজের বন্ধু ভাবে। শিক্ষা জীবনে অনেকে নিজের শিক্ষক বা গুরুজনকে ভয় করে চলে, আবার অনেকে তা করে না। কর্মজীবনেও অনেকে নিজের কর্মকর্তাকে বেশ ভয় করেই চলে। কিন্তু অনেকেই এ ভয়কে প্রাধান্যই দেয় না। এভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, আপোষে বা নিয়মতান্ত্রিকভাবে মানুষ মানুষকে ভয় করতে চায় না। কিন্তু মানুষ যখন মানুষের রূপ হারিয়ে ফেলে পশুর রূপ ধারণ করে, শত্রুতে পরিণত হয়, তখন তাকে ভয় করে। পক্ষান্তরে মানুষ অনেক সময় শ্রদ্ধায়, ভালবাসায়, অন্যকে সমীহ করে, আন্তরিকভাবে ভয় করে। এই আন্তরিক ভয়কেই প্রকৃত ভয় বলা হয়।

নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল, সমগ্র সৃষ্টি ও মানুষের স্রষ্টা এবং পালনকর্তা আল্লাহ তা‘আলা পরম সুখ ও শান্তিদাতা, আবার কঠোর শাস্তিদাতাও তিনি। কাজেই সব মানুষের তাঁকেই সবচেয়ে বেশী ভয় করা উচিত। এমনকি প্রাণ সংহারক শত্রুর চেয়েও আল্লাহকে অনেক বেশী ভয় করা উচিত। কারণ শত্রুর আক্রমণের পূর্বেই সে যেকোন সময় আল্লাহ্‌র আযাব বা গযবের সম্মুখীন হতে পারে। মৃত্যুবরণ করতে পারে। মানুষ মানুষকে ভয় দেখায়, শত্রুতা করে, হত্যা করে, আরও অনেক কিছু করে। কিন্তু আল্লাহ কাউকে ভয় দেখান না, শত্রুতা করেন না, কাউকে হত্যাও করে না। তিনি তাঁর অসীম ক্ষমতায় তাঁর সীমাহীন রাজত্ব নিয়ন্ত্রণ করেন এবং অপরাধীকে শাস্তি দেন, যা অনায়াসেই মানুষ বুঝতে পারে।

অতঃপর অস্থায়ী পৃথিবীর সমাপ্তি হলে, ক্বিয়ামতের দিন বিচারের মাধ্যমে স্থায়ী শান্তি ও অশান্তির পৃথক আবাসন নির্ধারিত হবে। সেই বিচার ও শাস্তির ভয় থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মানুষ এ পৃথিবীতে ভয় করে চলে এবং ভয় করে ইবাদতও করে, ভয় করে দান-খয়রাতও করে। সুতরাং দান করতে হবে আল্লাহ্‌র ভয়ে। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে অনেক আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَالصَّابِرِيْنَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيْمِي الصَّلاَةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ ‘যাদের অন্তর আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করা হলে ভীত হয় এবং যারা তাদের বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করে এবং যারা ছালাত কায়েম করে ও আমি যা দিয়েছি, তা থেকে দান করে’ *(হজ্জ ২২/৩৫)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُوْنَ، وَالَّذِيْنَ هُم بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُوْنَ- وَالَّذِيْنَ هُم بِرَبِّهِمْ لاَ يُشْرِكُوْنَ- وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَا آتَوْا وَّقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ

إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُوْنَ- أُوْلَئِكَ يُسَارِعُوْنَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُوْنَ. 'নিশ্চয়ই যারা তাদের পালনকর্তার ভয়ে সন্ত্রস্ত, যারা তাদের পালনকর্তার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে, যারা তাদের পালনকর্তার সাথে কাউকে শরীক করে না এবং যারা যা দান করবার, তা ভীত-কম্পিত হৃদয়ে এ কারণে দান কর যে, তারা তাদের পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তন করবে, তারাই কল্যাণ দ্রুত অর্জন করে এবং তারা তাতে অগ্রগামী' *(মুমিনূন ২৩/৫৭-৬১)*।

আল্লাহ্র ভয়ে দান-খয়রাত করা একটি অতি উত্তম ইবাদত। শুধু দান-খয়রাত নয়, যে কোন ইবাদত আল্লাহ্র ভয়ে ও তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই করতে হবে। এমনকি শুধু আল্লাহকে ভয় করাটাই একটি অনন্য ইবাদত। সেটা ঈমানদার ও ধর্মভীরু বান্দা ছাড়া অন্য কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

আল্লাহর ভয়ে ও তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে দান করতে হবে। তাহলে সে দান পরিমাণে যত অল্পই হোক না কেন তা আল্লাহর দরবারে কবুল হবে। হাদীছে এসেছে, আবু মাসঊদ আনছারী (রাঃ) বলেন, যখন ছাদাক্বাহর আয়াত নাযিল হলো তখন আমরা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে বোঝা বহন করতাম। এক ব্যক্তি এসে প্রচুর মাল ছাদাক্বাহ করল। তারা (মুনাফিকরা) বলতে লাগল, এ ব্যক্তি লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে দান করেছে। আর এক ব্যক্তি এসে এক ছা' পরিমাণ দান করলে তারা বলল, আল্লাহ এ ব্যক্তির এক ছা' হতে অমুখাপেক্ষী। এ প্রসঙ্গে নাযিল হয়, الَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِيْنَ لاَ يَجِدُوْنَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ 'মুমিনগণের মধ্যে যারা স্বেচ্ছায় ছাদাক্বাহ করে এবং নিজ শ্রম ব্যতিরেকে কিছুই পায় না তাদেরকে যারা দোষারোপ করে...' *(তওবা ৯/৭৯)*।[৩৭] আবু মাসঊদ আনছারী (রাঃ) আরো বলেন, যখন আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে ছাদাক্বাহ করতে আদেশ করলেন, তখন আমাদের কেউ বাজারে গিয়ে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে বোঝা বহন করে মুদ পরিমাণ অর্জন করত (এবং তা হতেই ছাদাক্বাহ করত)। অথচ আজ তাদের কেউ কেউ লক্ষপতি।[৩৮]

খালেছ নিয়তেই দান করতে হবে। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'মানুষের প্রতিটি কর্মের ফল তার নিয়তের উপর নির্ভরশীল'।[৩৯] সঠিক নিয়তে ও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে দান করলে, সে দান যদি অজ্ঞাতসারে অপাত্রেও পতিত হয় তাহলেও দাতা তার ছওয়াব পাবে। হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, (পূর্ববর্তী উম্মতের)

৩৭. *বুখারী হা/১৪১৫।*

৩৮. *বুখারী হা/১৪১৬।*

৩৯. *বুখারী হা/১; মিশকাত হা/১।*

এক ব্যক্তি বলল, আমি কিছু ছাদাক্বাহ করব। ছাদাক্বাহ নিয়ে বের হয়ে (ভুলে) সে এক চোরের হাতে তা দিয়ে দিল। সকালে লোকেরা বলাবলি করতে লাগল যে, চোরকে ছাদাক্বাহ দেয়া হয়েছে। এতে সে ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ! সকল প্রশংসা আপনারই, আমি অবশ্যই ছাদাক্বাহ করব। এরপর ছাদাক্বাহ নিয়ে সে বের হয়ে তা এক ব্যভিচারিণীর হাতে দিল। সকালে লোকেরা বলাবলি করতে লাগল, রাতে এক ব্যভিচারিণীকে ছাদাক্বাহ দেয়া হয়েছে। লোকটি বলল, হে আল্লাহ সকল প্রশংসা আপনারই, (আমার ছাদাক্বাহ) ব্যভিচারিণীর হাতে পৌঁছল! আমি অবশ্যই ছাদাক্বাহ করব। এরপর সে ছাদাক্বাহ নিয়ে বের হয়ে কোন এক ধনী ব্যক্তির হাতে দিল। সকালে লোকেরা বলতে লাগল, ধনী ব্যক্তিকে ছাদাক্বাহ দেয়া হয়েছে। লোকটি বলল, হে আল্লাহ সকল প্রশংসা আপনারই, (আমার ছাদাক্বাহ) চোর, ব্যভিচারিণী ও ধনী ব্যক্তির হাতে গিয়ে পড়ল! পরে স্বপ্নযোগে বলা হল, তোমার ছাদাক্বাহ চোর পেয়েছে, সম্ভবত সে চুরি হতে বিরত থাকবে। তোমার ছাদাক্বাহ ব্যভিচারিণী পেয়েছে, সম্ভবত সে তার ব্যভিচার হতে পবিত্র থাকবে। আর ধনী ব্যক্তি তোমার ছাদাক্বাহ পেয়েছে, সম্ভবত সে শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং আল্লাহর দেয়া সম্পদ হতে ছাদাক্বাহ করবে।[৪০]

যারা দান করে বলে বেড়ায়

পৃথিবীতে অনেক মানুষ আছে, যারা নিজের, স্ত্রীর, সন্তানদের বা পরিবারের সুনাম, সুখ্যাতি করে বেড়াতে ভালবাসে। কিছু লোক নিজের ধন-সম্পদ, বাড়ীঘর, আসবাবপত্র, শানশওকত ইত্যাদি নিয়ে বড়াই করে, বড় বড় কথা বলে। আবার কিছু পণ্ডিত ব্যক্তি, নিজেদের জ্ঞান বুদ্ধি, বিদ্যা, পাণ্ডিত্য, কলা-কৌশল, অভিজ্ঞতা ইত্যাদির বর্ণনা দিতে পছন্দ করে। এভাবে প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে ক্রমান্বয়ে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত সকল শ্রেণীর নর-নারীর অনেকেই নিজের প্রবৃত্তি অনুযায়ী মানুষের মধ্যে নিজের বড়ত্বের কথা বলে বেড়াতে ভালবাসে। অবশ্য অনেক লোক এটাকে পছন্দ করে না। মানুষের এই বড়াই ও এ ধরনের আত্মগরিমা আল্লাহ পছন্দ করেন না।

দান-খয়রাত একটি ইবাদত। যারা পবিত্র বস্তু হতে, সঠিক নিয়তে, আল্লাহ্‌র ভয়ে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য গোপনে বা প্রকাশ্যে দান করে তাদের দান কবুল হয়ে যায়। তারা দান-খয়রাত করে কাউকে বলে বেড়ায় না, বরং আল্লাহ্‌র কাছে বিনিময় পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করে। পক্ষান্তরে যারা দুনিয়ার সুনাম অর্জনের জন্য দান-খয়রাত করে তারা দান করার পর অনায়সে বলে বেড়ায়। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির বিষয়টিও চিন্তা করে না। কাজেই তারা সেদিকে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবে, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা

৪০. *বুখারী হা/১৪২১।*

মানব জাতির সকল কর্মকাণ্ডের বিনিময় প্রদান করার ওয়াদা করেছেন। দান-ছাদাক্বাহর জন্যও উত্তম বিনিময়ের সুসংবাদ রয়েছে। কিন্তু ইচ্ছাকৃত আদেশ লঙ্ঘনকারীদের জন্য নয়।

মহান আল্লাহ বলেন,

الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ثُمَّ لاَ يُتْبِعُوْنَ مَا أَنْفَقُوْا مَنًّا وَلاَ أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ- قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ- يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تُبْطِلُوْا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأذَى كَالَّذِيْ يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لاَّ يَقْدِرُوْنَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا وَاللهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ.

‘যারা স্বীয় ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করে আর ব্যয় করার পর সে অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে না এবং কষ্টও দেয় না, তাদেরই জন্য তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে পুরস্কার এবং তাদের কোন আশংকা নেই, তারা চিন্তিত হবে না। নম্র কথা বলে দেয়া এবং ক্ষমা প্রদর্শন করা ঐ দান-খয়রাত অপেক্ষা উত্তম যার পরে কষ্ট দেয়া হয়। আল্লাহ তা‘আলা সম্পদশালী, সহিষ্ণু। হে ঈমানদারগণ! তোমরা অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে এবং কষ্ট দিয়ে নিজেদের দান-খয়রাত বরবাদ করো না, সে ব্যক্তির মতো যে নিজের ধন-সম্পদ লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ব্যয় করে এবং আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে না। অতএব এ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত একটি মসৃণ পাথরের মত যার উপর কিছু মাটি পড়েছিল। অতঃপর এর উপর প্রবল বৃষ্টি বর্ষিত হলো, অনন্তর তাকে সম্পূর্ণ পরিষ্কার করে দিল। তারা ঐ বস্তুর কোন ছওয়াব পায় না, যা তারা উপার্জন করেছে। আল্লাহ কাফের সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না’ *(বাক্বারাহ ২/২৬২-৬৪)*।

ইহজগতের সম্মান ও পরজগতের সম্মান সম্পূর্ণ পৃথক দু’টি বিষয়। ইহজগতের সম্মান একেবারে অস্থায়ী, পরকালের সম্মান চিরস্থায়ী। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাসী বা তাঁদের আদেশ প্রত্যাদেশের প্রতি বিশ্বাসী তারা সর্বদাই ইহজগতের চাইতে পরজগতের সম্মানকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এজন্য আল্লাহ্‌র যে কোন আদেশের প্রতি তারা সব সময় বিনীত, নত ও শ্রদ্ধাশীল অন্তরে কাজ করে। মানুষ দান-খয়রাত করে। আল্লাহ্‌র আদেশে ও নিজেদের মঙ্গল কামনায়। শুধু অভাবগ্রস্তদের প্রয়োজনে

নয়। আবার অনেক দাতা আছে যারা ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় প্রচুর দান-খয়রাত করে। কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাস রাখে না। এরূপ লোকদের দান কখনই কবুল হবে না। কারণ যে কোন ভাল কাজ একমাত্র আল্লাহ্র জন্য এবং আল্লাহ্র আদেশ পালনের জন্য হতে হবে।

মহান আল্লাহ বলেন, 'আপনি বলুন, তোমরা ইচ্ছায় অর্থ ব্যয় কর বা অনিচ্ছায় তোমাদের থেকে তা কখনও কবুল হবে না, তোমরা নাফরমানের দল। তাদের অর্থ ব্যয় কবুল না হওয়ার এছাড়া আর কোন কারণ নেই যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি অবিশ্বাসী, তারা ছালাতে আসে অলসতার সাথে আর ব্যয় করে সঙ্কুচিত মনে' *(তওবা ৯/৫৩-৫৪)*।

দান-খয়রাত করার কথা বলে বেড়াতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন। উপরের আয়াতে তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এরূপ গর্হিত কাজ হতে সকলকে বিরত থাকতে হবে।

যারা লোক দেখানো দান করে

মানুষ বুদ্ধিমান প্রাণী, কর্মজীবনে তার কাজের ধারা বহুধাবিভক্ত ও নিয়মতান্ত্রিক। জীবন প্রবাহের সকল কাজ নিয়মের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু শয়তানের প্ররোচনায় বহু মানুষ সঠিক কাজে কৃত্রিমতা অবলম্বন করে। এমনকি এক ও অভিন্ন কাজের বাস্তবায়নেও অনেকে সঠিক নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে বিভিন্ন মুখী কৃত্রিম ও প্রতারণামূলক পথ ও পন্থার আশ্রয় নেয়। জাগতিক কাজের বিষয়াদির মত ধর্মীয় কাজের বেলায়ও মানুষ একই নীতির অনুসরণ করে।

দান-খয়রাত একটি ইবাদত। এখানে মিথ্যা বা কৃত্রিমতার কোন স্থান নেই। তবুও শয়তানের প্ররোচনায় অনেক মানুষ লোক দেখানো দান-খয়রাত করে। এরূপ দান-খয়রাত মূল্যহীন। কারণ আল্লাহ মানুষের সকল অকৃত্রিম বা খাঁটি কাজের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন। পক্ষান্তরে তাদের যে কোন কৃত্রিম বা নকল কাজের প্রতি অসন্তুষ্ট থাকেন। মানুষ যে কোন কাজই করুক তার উদ্দেশ্য হবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা। কেননা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ব্যতীত কোন পুণ্য লাভ করা সম্ভব নয়।

মহান আল্লাহ বলেন, وَالَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ رِئَـــاءَ النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَنْ يَّكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِيْناً فَسَاءَ قَرِيْنـــاً 'যারা লোকদেরকে দেখাবার জন্য স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে এবং আল্লাহ্র প্রতি ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না, আর যাদের সহচর শয়তান, সে নিকৃষ্ট সঙ্গীই বটে' *(নিসা ৪/৩৮)*।

এ পৃথিবী মানুষের জন্য একটি পরীক্ষা কেন্দ্র। তাই মানুষের প্রতিটি ভাল ও মন্দ কাজ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে লিপিবদ্ধ করা হয়, মৃত্যুর পর বা পরকালে মূল্যায়ন করার জন্য। দুনিয়ার জীবন মানুষের জন্য পরীক্ষা। এ পরীক্ষায় ভাল ফল লাভ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা কুরআন ও হাদীছের মাধ্যমে সঠিক জ্ঞান ও শিক্ষা দানের সুব্যবস্থা করেছেন এবং মানুষকে তা ভালভাবে অবগত করেছেন। এখান থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে মানুষ ভাল কাজ করবে, তাহলে পরকালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে, চিরস্থায়ী সুখী জীবন যাপন করবে। অন্যথা পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে চিরস্থায়ী অশান্তির কারাগারে জীবন যাপন করবে।

ছাত্র জীবনের শ্রেণী পরীক্ষায় পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু বাদ দিয়ে নিজের ইচ্ছামত অন্য পাঠ্যপুস্তকের বা জ্ঞানের কথা খাতা ভর্তি করে লিখলে যেমন পাশ করা যায় না, তদ্রূপ ধর্ম পালনেও কুরআন-হাদীছের অনুসরণ ছাড়া পরকালীন পরীক্ষায় পাশ করা যাবে না। লোক দেখান দান-খয়রাত তেমনি একটি স্বেচ্ছাচারমূলক কাজ। এখানে আল্লাহ্র নির্দেশ মান্য করা হয় না এবং তাঁর সন্তুষ্টির কথাও চিন্তা করা হয় না, বরং দুনিয়াতে সুনাম অর্জনের জন্য তা করা হয়। অন্তর্যামী আল্লাহ তা ভালভাবে জানেন এবং সেজন্য তিনি এ দান প্রত্যাখ্যান করেন।

শুধু দান-খয়রাতের বেলায় নয়, যে কোন কাজের ক্ষেত্রে লোক দেখান উদ্দেশ্য থাকলে আল্লাহ্র নিকট তা মঞ্জুর হবে না। সে বিষয়েও আল্লাহ তাঁর বান্দাদের সতর্ক করার জন্য কুরআনে অনেক আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, 'আর (হে বিশ্বাসীগণ!) তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা গর্বভরে ও লোকদেখানোর জন্য নিজেদের ঘর থেকে বের হয় এবং (লোককে) আল্লাহ্র পথে বাধা দেয়। তারা যা করে তা আল্লাহ্র আয়ত্তে রয়েছে' *(আনফাল ৮/৪৭)*।

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, وَإِذَا قَامُوْا إِلَى الصَّلاَةِ قَامُوْا كُسَالَى يُرَآؤُوْنَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُوْنَ اللهَ إِلاَّ قَلِيْلاً 'আর যখন তারা (মুনাফিকরা) ছালাতে দাঁড়ায় তখন ঢিলেঢালাভাবে কেবল লোকদেখানোর জন্য দাঁড়ায় এবং আল্লাহকে তাঁরা অল্পই স্মরণ করে' *(নিসা ৪/১৪২)*। একই বিষয়ে আল্লাহ বলেন, فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ، الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُوْنَ، الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاؤُوْنَ. 'সুতরাং দুর্ভোগ সেসব ছালাত আদায়কারীর জন্য, যারা তাদের ছালাত সম্বন্ধে উদাসীন, যারা তা পড়ে লোক দেখানোর জন্য' *(মা'উন ১০৭/৪-৬)*।

লোকদেখান যে কোন কাজই কৃত্রিম বা মিথ্যার নামান্তর। আল্লাহ এ কৃত্রিমতাকে বা লোকদেখান যেকোন বিষয়কে পছন্দ করেন না। কেননা লোক দেখান কোন কাজেরই পরিণতি ভাল নয়। এমনকি লোক দেখান ছালাত আদায় করেও কোন লাভ হয় না, বরং এর পরিণতি ভয়াবহ। উপরের আয়াতের আলোচনা হতে তা সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়।

দান-খয়রাত একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। আল্লাহ তাঁর প্রিয় বিশ্বস্ত বান্দাদেরকে এই পবিত্র ইবাদতে কোন কিছু মিশ্রণ না করার জন্য সতর্কতামূলক বা শিক্ষামূলক প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ করেন। যাতে তারা ঐ লোকদেখান প্রতারক দাতাদের মত প্রভাবিত না হয়। মহান আল্লাহ বলেন, 'হে বিশ্বাসীগণ! দানের কথা প্রচার করে ও কষ্ট দিয়ে (খোঁটা দিয়ে) তোমাদের দানকে ঐ লোকের মত নষ্ট করো না, যে নিজের ধন লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করে এবং আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে না। তার উপমা একটি শক্ত পাথর যার উপর কিছু মাটি থাকে, পরে তার উপর প্রবল বৃষ্টি পড়ে তাকে মসৃণ করে ফেলে। যা তারা উপার্জন করে তার কিছুই তারা তাদের কাজে লাগাতে পারবে না' *(বাক্বারাহ ২/২৬৪)*।

মানুষকে আন্তরিকভাবে সঠিক পথে কাজ করার জন্য বা সঠিকপথে প্রতিষ্ঠিত থাকতে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে সব ধরনের আদেশ, নির্দেশ ও পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু কিছু অজ্ঞ মানুষ নিজেকে ভাল মানুষ প্রমাণের জন্য বাহ্যিকভাবে মানুষের সাথে খুব ভাল ব্যবহার করে। অনুরূপভাবে কিছু মানুষ নিজেকে ভাল ধার্মিক বা ভাল দাতা হিসাবে লোক সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ধর্মের বিভিন্ন কাজ ও দান-খয়রাতের মধ্যে লোক দেখানোর ভূমিকা পালন করে। এরূপ লোকদের, এ ভ্রান্ত কাজকর্ম হতে ফিরে আসার আহ্বান জানান হয়েছে এবং সমস্ত বিশ্ববাসীকে তা কুরআনের মাধ্যমে অবহিত করা হয়েছে। আল্লাহ্র সাহায্য ছাড়া মানুষের পক্ষে এ জ্ঞান লাভ করা কখনও সম্ভব হতো না। তাই প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ্রই প্রাপ্য।

যারা দান করে বলে বেড়ায় না

যারা সত্যিকার ধনী তারা নিজের ধন-সম্পদের বিষয় মানুষকে জানাতে বা প্রচার করতে আগ্রহী নয়। অনুরূপ প্রকৃত দানশীল ব্যক্তি কখনও তার দানের কথা প্রকাশ করে বেড়ায় না। আবার যে দানশীল নয়, সেও তার দুর্বলতার কথা বলে বেড়ায় না, বরং গোপন রাখার চেষ্টা করে। এভাবে অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, যারা যে গুণের অধিকারী বা প্রতিভার অধিকারী, তারা তা নিয়ে গর্বিত নয়, তারা তা প্রচার করে না।

যারা আল্লাহ্র প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাসী, তারা এই বিশাল পৃথিবীর মাঝে নিজেকে কিছুই মনে করে না, খুব সামান্যই ভাবে। যারা বড় তারাও, যারা ছোট তারাও, এদের প্রতি

আল্লাহ সন্তুষ্ট, এরাও আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞ। কিন্তু মানুষের শত্রু শয়তান মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য বহুমুখী অভিযান চালায়। দান-খয়রাত করে বলে বেড়ানো একটি নির্লজ্জ কাজ। এরূপ করতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন। মানুষ আল্লাহ্র দাস, আল্লাহ্র হুকুম পালন করাই মানুষের প্রধান কাজ। স্বেচ্ছাচারীতা করার কোন অধিকার মানুষের নেই। কারণ আল্লাহ্র আদেশ নিষেধের অন্তরালে যে কল্যাণ নিহীত রয়েছে তা তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ. 'আমি এমন লোকদের সুকর্মগুলো কবুল করি এবং মন্দ কর্মগুলো মার্জনা করি। তারা জান্নাতীদের তালিকাভুক্ত সেই সত্য ওয়াদার কারণে যা তাদেরকে দেওয়া হত' *(আহকাফ ৪৬/১৩)*।

দান-খয়রাত একটি সুন্নাত উভয় প্রকার ইবাদত। অন্যান্য সুন্নত ইবাদতে যেমন নির্ভুল ও সুন্নাতী তরীকা আছে, দান-খয়রাতেও অনুরূপ নির্ভুল সুন্নাতী তরীকা আছে। সেগুলির অনুসরণ ব্যতীত দান-ছাদাক্বাহ কবুল হবে না। মহান আল্লাহ বলেন, 'যারা স্বীয় ধন-সম্পদ আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করে আর ব্যয় করার পর সে অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে না এবং কষ্টও দেয় না, তাদেরই জন্য তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে পুরস্কার এবং তাদের কোন আশংকা নেই, তারা চিন্তিতও হবে না' *(বাক্বারাহ ২/২৬২)*।

বস্তুতঃ প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ-সম্পদ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যে অভাবগ্রস্ত দীন-দুঃখীদের জন্য ব্যয় করাকে ছাদাক্বাহ ও খয়রাত বলা হয়। এরূপ দান-খয়রাত আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ শর্ত রয়েছে। তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো, পবিত্র ও হালাল ধন-সম্পদ আল্লাহ্র পথে ব্যয় করা। হাদীছে আছে, আল্লাহ তা'আলা পবিত্র ও হালাল বস্তু ছাড়া কোন কিছুই গ্রহণ করেন না'।[৪১] দাতাকেও ঈমানদার হতে হবে অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি পুরোপুরি বিশ্বাসী হতে হবে। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন, 'তাদের অর্থ ব্যয় কবুল না হওয়ার এছাড়া আর কোন কারণ নেই যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি অবিশ্বাসী' *(তওবা ৯/৫৪)*।

সুতরাং দাতাকে অবশ্যই ঈমানদার হতে হবে, এর কোন বিকল্প নেই। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, দাতাকে অবশ্যই নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সঠিক প্রাপককে দান করতে হবে। তার দেয় বস্তুর কে বেশি হকদার তা ভাল করে চিন্তা করতে হবে। আল্লাহ অন্তর্যামী, তিনি দাতার মনের সব খবরই জানেন। যেহেতু দাতা নিজ প্রয়োজনেই দান করে, প্রাপকের প্রয়োজনে নয়। এরূপ মনোবৃত্তি নিয়ে দান-ছাদাক্বাহ করে নীরব

---

৪১. বুখারী হা/১৪১০।

থাকলে, অর্থাৎ অনুগ্রহের কথা বা দানের কথা প্রকাশ করে না বেড়ালে সে উত্তম পুরস্কার পাবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ আমাদেরকে সর্বদা তাঁর পবিত্র বাণীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার তাওফীক্ব দান করুন।

দানের দ্বারা পাপ মোচন

দান-খয়রাত একটি ভাল কাজ। দয়া দাক্ষিণ্যের কাজ, দরিদ্রের ক্ষুধা নিবারণের কাজ, আল্লাহ্র আদেশ পালনের কাজ। যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য এ কাজে তৎপর থাকে, তাদের অনেক পাপ দূর হয়ে যায়। দান-খয়রাত একটি বাস্তব ও দৃশ্যমান বিষয়, পক্ষান্তরে পাপ হলো গোপন ও অদৃশ্য বিষয়। আমরা চেষ্টা করলেই জানতে পারব অনেক দৃশ্যমান বস্তু দ্বারা অনেক অদৃশ্য বস্তু ধ্বংস হয়ে যায়। একইভাবে অনেক অদৃশ্য বস্তু দ্বারা দৃশ্যমান বস্তুসমূহ ধ্বংস হয়ে থাকে।

দৃশ্যমান বস্তুর দ্বারা অদৃশ্য বস্তুর ধ্বংস বা বিলুপ্তি এবং অদৃশ্য বস্তু দ্বারা দৃশ্যমান বস্তুর বিনাশ কোন নতুন বিষয় নয়। এটা আবহমানকালের একটি বিষয়। এখানে উদাহরণ স্বরূপ দু'একটির উল্লেখ করা হলো। আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় বহুমুখী অজানা ও অদৃশ্য রোগ-ব্যাধির জন্য প্রচুর দৃশ্যমান ঔষধ আবিষ্কৃত হয়েছে। ডাক্তারগণ এসব ভিন্নাকৃতির ঔষধ দ্বারা রোগীদের দেহে অদৃশ্য জটিল ও সহজ রোগসমূহ দূরীভূত করার চেষ্টা করেন। অতঃপর আল্লাহ্র হুকুমে দৃশ্যমান ঔষধের দ্বারা অনেক অদৃশ্য রোগ-ব্যাধি অলৌকিকভাবে সেরে যায়। কিন্তু কোন সময় অসুখ-বিসুখ যখন কোন মানুষ বা প্রাণীকে আক্রমণ করে, তখন সে আল্লাহ্র হুকুমে মারা যায়। আল্লাহ্র হুকুম ব্যতীত ঔষধ কোন কাজ করতে পারে না।

মোটকথা আল্লাহ্র হুকুম অদৃশ্য, আর তাঁর কার্যকারিতা হলো অলৌকিক শক্তি, যা মানুষের কল্পনাতীত বিষয়। আল্লাহ্র হুকুমে এ অলৌকিক শক্তি দ্বারা ভূমিকম্প, সুনামী, সিডর প্রভৃতির মাধ্যমে বিশ্বজগতের যে কোন ভূখণ্ড, জীব-জানোয়ার, বন-জঙ্গল ছিন্নভিন্ন ও ধ্বংস হয়ে যায়। আবার এ অদৃশ্য অলৌকিক শক্তি দ্বারা মানুষ আশাতীত উপকারও পেয়ে থাকে।

বিশ্বজগতের সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা ও মহা ক্ষমতার একমাত্র উৎস আল্লাহ। এতে যেমন সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। অনুরূপভাবে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত দৃশ্য বস্তু ছালাত, ছিয়াম, দান-ছাদাক্বাহ ইত্যাদির বিনিময়ে প্রদানে ও পাপসমূহ মোচনে কোন সন্দেহ নেই। এ বিষয়ে বিভিন্ন আয়াতের অবতারণা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِيْ كَانُوْا

يَعْمَلُوْنَ. 'যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আমি অবশ্যই তাদের মন্দ কাজগুলো মিটিয়ে দেব এবং তাদেরকে কর্মের উৎকৃষ্টতর প্রতিদান দেব' *(আনকাবুত ২৯/৭)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, أُوْلَئِكَ الَّذِيْنَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِيْ أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِيْ كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ. 'আমি এমন লোকদের সুকর্মগুলো কবুল করি এবং মন্দ কর্মগুলো মার্জনা করি। তারা জান্নাতীদের তালিকাভুক্ত সেই সত্য ওয়াদার কারণে যা তাদেরকে দেওয়া হত' *(আহকাফ ৪৬/১৬)*।

সৎকর্মীদের উৎসাহ প্রদানের জন্য আল্লাহ আরও বলেন, আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করে, সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে মুহাম্মাদের প্রতি অবতীর্ণ সত্যে বিশ্বাস করে, আল্লাহ তাদের মন্দ কর্মসমূহ মার্জনা করেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করে দেন' *(মুহাম্মাদ ৪৭/২)*।

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে তাঁর ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। যারা তাঁর কথায় বিশ্বাস করে ইবাদতে আত্মনিয়োগ করে তিনি তাদের অত্যন্ত ভালবাসেন। অতঃপর জীবন সংগ্রামে তারা ভুল-ত্রুটি বা গোনাহ করে ফেললে আল্লাহ তাদের ভাল কাজের বা ইবাদতের বিনিময়ে গোনাহসমূহ মাফ করে দেন।

ইবাদত মানব জীবনের ব্যাপক ভাল কার্যক্রমের মধ্যে দান-খয়রাতও অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং সঠিক ইবাদত যেমন মানুষের গোনাহ সমূহকে মোচনে করতে পারে, অনুরূপভাবে দান-খয়রাতও অনেক পাপ ধ্বংস করতে পারে। মহান আল্লাহ বলেন, 'যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান-খয়রাত কর, তবে তা কতই না উত্তম। আর যদি দান-খয়রাত গোপন কর এবং অভাবগ্রস্তদের দিয়ে দাও, তবে তা তোমাদের জন্য আরও উত্তম। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কিছু গোনাহ দূর করে দিবেন। আল্লাহ তোমাদের কাজ কর্মের খুব খবর রাখেন' *(বাক্বারাহ ২/২৭১)*।

প্রায় একই মর্মার্থে অন্যত্র আল্লাহ বলেন, إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى- وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. 'নিশ্চয়ই তোমাদের কর্মপ্রচেষ্টা বিভিন্ন ধরনের। অতএব যে দান করে এবং আল্লাহভীরু হয় এবং উত্তম বিষয়কে সত্য মনে করে, আমি তাকে সুখের বিষয়ের জন্য সহজ পথ দান করব' *(লায়ল ৯২/৪-৭)*।

মানুষের জন্য অস্থায়ী ইহকালের চেয়ে চিরস্থায়ী পরকালের শান্তি অবর্ণনীয়। তাই আল্লাহ তা'আলা মানুষকে তার ধন-সম্পদ দ্বারা স্থায়ী পরকালের জীবন ব্যবস্থা সুন্দর করতে উৎসাহিত করেছেন। মূলতঃ ধন-সম্পদ আল্লাহ্র দান, মানুষের জন্য অগ্নি

পরীক্ষা। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন সম্বন্ধে পরীক্ষা করা হবে' *(আলে ইমরান ৩/১৮৬)*।

একই মর্মার্থে অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'আর জেনে রাখো, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো এক পরীক্ষা, আর আল্লাহ্র কাছে রয়েছে বড় পুরস্কার' *(আনফল ৮/২৮)*। মহান আল্লাহ আরও বলেন, 'তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাদেরকে আমার কাছে আসতে সাহায্য করবে না, তবে কাছে আসবে তারাই যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে। আর তারা তাদের কাজের জন্য বহুগুণ পুরস্কার পাবে। তারা নিরাপদে প্রাসাদে বসবাস করবে। যারা আমার আয়াতকে ব্যর্থ করার চেষ্টা করবে, তাদেরকে দেওয়া হবে শাস্তি' *(সাবা ৩৪/৩৭, ৩৮)*। অপরদিকে আল্লাহ্র পথে খরচকারীদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 'আর তোমরা যা খরচ করবে, আল্লাহ তার প্রতিদান দিবেন এবং তিনি উত্তম রূযীদাতা' *(সাবা ৩৪/৩৯)*।

হাদীছে কুদসীতে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, মহান আল্লাহ বলেন, 'হে আদম সন্ত ান! তুমি দান কর, আমিও তোমাকে দান করব'।[৪২] অপর এক হাদীছে নবী করীম (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি তার হালাল উপার্জন থেকে একটি খেজুর বা তার সমপরিমাণ কিছু দান করল, আর আল্লাহ হালাল ব্যতীত কিছু কবুল করেন না। আল্লাহ তা'আলা তা নিজ ডান হাতে গ্রহণ করেন। অতঃপর দানকারীর জন্য তা বৃদ্ধি করতে থাকেন, যেভাবে তোমাদের কেউ ঘোড়ার বাচ্চাকে লালন-পালন করে তা বৃদ্ধি করতে থাক, এমনকি তা পাহাড় সমান হয়ে যায়'।[৪৩]

এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা বান্দার গোনাহ সমূহ ক্ষমা করে দেন। এখানে যাকাত ও নফল ছাদাক্বাহ উভয়টিকেই বুঝান হয়েছে। পবিত্র কুরআন ও হাদীছের এসব মূল্যবান বাণীর দ্বারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদেরকে দান-খয়রাত সহ যাবতীয় ইবাদত পালনে সঠিক পথ অবলম্বনের তাওফীক্ব দান করুন।

দান-ছাদাক্বাহ মানুষের কৃত পাপ মোচন করে দেয় এবং তাকে ফিৎনা হতে মুক্ত রাখে। হাদীছে এসেছে, হুযায়ফা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা ওমর (রাঃ) বললেন, তোমাদের মধ্যে কে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) হতে ফিতনা সম্পর্কিত হাদীছ মনে রেখেছ? হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) যেভাবে বলেছেন, আমি ঠিক সেভাবেই তা স্মরণ রেখেছি। ওমর (রাঃ) বললেন, তুমি (রাসূলুল্লাহকে প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে) বড় দুঃসাহসী ছিলে, তিনি কিভাবে বলেছেন (বলতো)? তিনি বললেন, আমি বললাম,

---

৪২. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৭৬৮।

৪৩. বুখারী হা/১৪১০; মুসলিম হা/১০১৪।

(হাদীছটি হলো), মানুষ পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি ও প্রতিবেশী নিয়ে ফিৎনায় পতিত হবে। আর ছালাত, ছাদাক্বাহ ও নেক কাজ সে ফিৎনা মুছে দেবে। সুলাইমান [আ'মাশ (রহঃ)] বলেন, আবু ওয়াইল কোন কোন সময় ছালাত, ছাদাক্বাহ ও সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করতে বলতেন।[৪৪]

দান করে তা ফেরত নেওয়া নিষিদ্ধ

দান করে তা ফেরত নেওয়া ইসলামে নিষিদ্ধ। দানের জিনিস যত উত্তম হোক না কেন একবার দান করার পর তা ফেরত নিতে এবং তা ক্রয় করতেও মহানবী (ছাঃ) নিষেধ করেছেন। এমর্মে অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, তন্মধ্যে কয়েকটি এখানে পেশ করা হল।-

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَائِدُ فِيْ هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِيْ قَيْئِهِ لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ-

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে দান করে ফেরত নেয়, সে ঐ কুকুরের ন্যায় যে নিজের বমি পুনরায় খায়। আমাদের জন্য এ নিকৃষ্ট উদাহরণ সাজে না'।[৪৫]

ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, ওমর তার একটি ঘোড়া এক লোককে সওয়ার হওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র রাহে ছাদাক্বাহ করলেন, যে ঘোড়াটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে সওয়ার হওয়ার জন্য দিয়েছিলেন। তারপর তিনি (ওমর) খবর পেলেন, লোকটি সেটাকে বাজারে নিয়ে বিক্রি করছে। এই দেখে তিনি (ওমর) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট জিজ্ঞেস করলেন, আমি কি সেটা কিনতে পারি? তিনি বললেন, সেটি ক্রয় করো না এবং তোমার ছাদাক্বাহ ফেরত নিও না'।[৪৬]

দানে কৃপণতা

মহান আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ- إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ. 'আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি এবং তার মন নিভৃতে যে কুচিন্তা করে, সে সম্বন্ধেও আমি অবগত আছি। আমি

৪৪. বুখারী হা/১৪৩৫; মুসলিম হা/৫১৫০।
৪৫. *বুখারী, মিশকাত হা/৩০১৮*।
৪৬. *বুখারী হা/১৪৯০, ২৬২৩, ২৬৩৬ ২৯৭০, ৩০০৩; মুসলিম, হা/১৬২০, ৩০৪৫*।

তার গ্রীবাস্থিত ধমনী থেকেও অধিক নিকটবর্তী। যখন দুই ফেরেশতা ডানে ও বামে বসে তার আমল গ্রহণ করে' *(ক্বাফ ৫০/১৬-১৭)*। পৃথিবীর অসংখ্য মানুষ বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত, বহু চিন্তায় নিয়োজিত। কেউ ভাল চিন্তায়, কেউ মন্দ চিন্তায়, কেউ সুখের চিন্তায়, কেউ দুঃখের চিন্তায়, কেউ লাভের চিন্তায়, কেউ লোকসানের চিন্তায়, অনেকে আরও অসংখ্য চিন্তায় ডুবে আছে। আল্লাহ মানুষের এসব চিন্তার যাবতীয় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশগুলিও জানেন।

অবশ্য উপরের আয়াতে মানুষের শুধু কুচিন্তার কথা বলা হলেও আসলে সমস্ত চিন্তার কথাই আল্লাহ জানেন। কোন মানুষই অন্য মানুষের বা নিজ পিতা-মাতা, স্ত্রী, পুত্র-কন্যার মনের খবর বিন্দুমাত্র জানে না। কিন্তু আল্লাহ সবই জানেন। দান-খয়রাত ও ছাদাক্বাহ একটা মহোত্তম ইবাদত। এই ইবাদতে মনের স্বচ্ছতা, পবিত্রতা ও প্রশস্ততার কোন বিকল্প নেই। মনের সংকীর্ণতার দ্বারা এ ইবাদতে সফলতা লাভ করা অসম্ভব। দুনিয়ার অনেক মানুষ, অনেক দাতা আল্লাহ্র হুকুম মত দান-খয়রাত করতে গিয়ে মনের কার্পণ্যে আক্রান্ত হয়। খোলা মনে মুক্তহস্তে দান করতে পারে না। এদের সম্বন্ধে মহান আল্লাহ বলেন, وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلّهِ مِيْرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ. 'আল্লাহ তাদেরকে নিজের অনুগ্রহে যা দান করেছেন, তাতে যারা কৃপণতা করে, এই কার্পণ্য তাদের জন্য মঙ্গলকর হবে বলে তারা যেন ধারণা না করে। বরং এটা তাদের পক্ষে একান্তই ক্ষতিকর প্রতিপন্ন হবে। যাতে তারা কার্পণ্য করে সে সমস্ত ধন-সম্পদকে ক্বিয়ামতের দিন তাদের গলায় বেড়ী বানিয়ে পরানো হবে। আর আল্লাহ হচ্ছেন আসমান ও যমীনের পরম সত্তাধিকারী। আর যা কিছু তোমরা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে জানেন' *(আলে ইমরান ৩/১৮০)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 'যে কৃপণতা করে ও বেপরওয়া হয় এবং উত্তম বিষয়কে মিথ্যা মনে করে, আমি তাকে কষ্টের বিষয়ের জন্য সহজ পথ দান করব। যখন সে অধঃপতিত হবে, তখন তার সম্পদ তার কোনই কাজে আসবে না' *(লাইল ৯২/৮-১১)*।

কৃপণদের মনের কঠোরতার প্রতি লক্ষ্য করে অন্তর্যামী আল্লাহ তাঁর প্রিয় রাসূল (ছাঃ)-কে বলেন, 'বলুন, যদি আমার পালনকর্তার রহমতের ভাণ্ডার তোমাদের হাতে থাকত, তবে ব্যয়িত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় অবশ্যই তা ধরে রাখতে। মানুষ তো অতিশয় কৃপণ' *(বনী ইসরাঈল ১৭/১০০)*। অপর এক বর্ণনায় আল্লাহ বলেন, 'পার্থিব জীবন তো কেবল খেলাধুলা, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও এবং সংযম অবলম্বন কর, আল্লাহ

তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিদান দেবেন এবং তিনি তোমাদের ধন-সম্পদ চাইবেন না। তিনি তোমাদের কাছে ধন-সম্পদ চাইলে অতঃপর তোমাদেরকে অতিষ্ঠ করলে তোমরা কার্পণ্য করবে এবং তিনি তোমাদের মনের সংকীর্ণতা প্রকাশ করে দেবেন। শোন, তোমরাই তো তারা, যাদেরকে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার আহ্বান জানান হচ্ছে। অতঃপর তোমাদের কেউ কেউ কৃপণতা করছে। যারা কৃপণতা করছে, তারা নিজেদের প্রতিই কৃপণতা করছে। আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং তোমরা অভাবগ্রস্ত' *(মুহাম্মাদ ৪৭/৩৬-৩৮)*।

এ পৃথিবীতে মানুষ নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করতে চায়, এটা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। যেমন সৎপথের পথিক মানুষকে সৎপথের দিকেই ডাকে। যারা অসৎ পথে চলে তারা সেদিকেই আহ্বান জানায়। অনুরূপভাবে যারা প্রকৃত দাতা তারা দান-খয়রাতের দিকেই মানুষকে উৎসাহিত করে। পক্ষান্তরে যারা কৃপণ তারা সুযোগমত অন্যকে কৃপণতা শিক্ষা দিতে ভালবাসে। এদের কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে সর্বজ্ঞ আল্লাহ বলেন, 'যারা নিজেরাও কার্পণ্য করে এবং অন্যকেও কৃপণতা শিক্ষা দেয়, আর গোপন করে সে সব বিষয় যা আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দান করেছেন স্বীয় অনুগ্রহে, বস্তুতঃ তৈরী করে রেখেছি কাফেরদের জন্য অপমানজনক আযাব' *(নিসা ৪/৩৭)*।

অপর আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ কোন উদ্ধত অহংকারীকে পছন্দ করেন না। যারা কৃপণতা করে এবং মানুষকে কৃপণতার প্রতি উৎসাহ দেয়, যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার জানা উচিত যে, আল্লাহ অভাবমুক্ত প্রশংসিত' *(হাদীদ ৫৭/২৩-২৪)*।

কার্পণ্যের আরও এক বর্ণনায় মহিমাময় আল্লাহ বলেন, 'তুমি কি দেখেছ তাকে যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, আর দান করে সামান্যই, পরে হয়ে যায় পাষাণ হৃদয়? তার কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে যে সে জানবে? *(নাজম ৫৩/৩৩-৩৫)*।

দান-খয়রাতে কৃপণতা করা আল্লাহ পছন্দ করেন না, অর্থাৎ কৃপণ ব্যক্তিকে পছন্দ করেন না। উপরন্তু কৃপণের দ্বারাই দান-খয়রাতে অন্যকে বাধা দেওয়া বা কৃপণতা শিক্ষা দেওয়া হয়। অবশ্য সৎকাজে বাধা দেয়ার এক শ্রেণীর লোক আছে, তারা যে কোন ভাল কাজে বা ইবাদতে এমনকি ছালাত আদায়েও বাধা দেয়। এরা সীমালংঘনকারী ছাড়া আর কিছুই নয়। এদের শেষ পরিণতির কথা আল্লাহ সুস্পষ্টভাবে কুরআনে জানিয়ে দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন, 'যারা ভাল কাজ করে তাদের জন্য আছে মঙ্গল ও আরও কিছু। কালিমা ও হীনতা তাদের মুখকে আছন্ন করবে না। তারাই হবে জান্নাতের অধিবাসী, যেখানে তারা থাকবে চিরকাল। যারা মন্দ কাজ করে তাদের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ, আর তাদেরকে হীনতা আছন্ন করবে। আল্লাহ্র কাছ থেকে কেউ তাদের রক্ষা করার থাকবে না। তাদের মুখ যেন অন্ধকার রাতের আস্তরণে ঢাকা। তারা অগ্নির

অধিবাসী, সেখানে তারা থাকবে চিরকাল *(ইউনুস ১০/২৬-২৭)*। একই মর্মে অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 'যে সৎকর্ম করে সে নিজের ভালোর জন্যই তা করে, আর কেউ মন্দ কর্ম করলে তার প্রতিফলও সেই ভোগ করবে' *(হা-মীম-সিজদা ৪১/৪৬)*।

মহান আল্লাহ আরো বলেন, 'কেউ কোন ভাল কাজের সুপারিশ করলে তার মধ্যে তার অংশ থাকবে, আর কেউ কোন মন্দ কাজের সুপারিশ করলে তার মধ্যেও তার অংশ থাকবে। আল্লাহ তো সব বিষয়েই লক্ষ্য রাখেন' *(নিসা ৪/৮৫)*।

পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা হতে বোঝা যায়, এ দুনিয়ায় যারা ভাল কাজ করে এবং অন্যকে ভাল কাজ করার উপদেশ দেয় বা উৎসাহ দেয় তারাই সফলকাম হবে। আর যারা মন্দ কাজ করে এবং অন্যকে মন্দ কাজ করার পরামর্শ দেয় ও উৎসাহ দেয়, তারা হবে চরম ক্ষতিগ্রস্ত। দান-খয়রাতের বিষয়টিও এক ও অভিন্নভাবেই মূল্যায়িত হবে।

ধন-সম্পদ আল্লাহর পক্ষ থেকে নে'মত। সুতরাং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা মানুষের কর্তব্য। এক্ষেত্রে কৃপণতা ও ব্যয়কুণ্ঠতা আল্লাহ পছন্দ করেন না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও ব্যয়কুণ্ঠ হতে নিষেধ করেছেন। কেননা তা মানুষকে ধ্বংস করে। হাদীছে এসেছে,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاتَّقُوْا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوْا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوْا مَحَارِمَهُمْ-

জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যুলুম হতে বেঁচে থাকবে। কেননা যুলুম ক্বিয়ামতের দিন অন্ধকারস্বরূপ হবে। আর কৃপণতা হতে বেঁচে থাকবে। কেননা কৃপণতা তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে ধ্বংস করেছে। কৃপণতা তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছে রক্তপাতের প্রতি এবং হারামকে হালাল করার প্রতি'।[৪৭]

তাছাড়া দানশীল ব্যক্তির জন্য ফেরেশতাগণ কল্যানের দো'আ করেন। আর কৃপণ ব্যক্তির জন্য ফেরেশতাগণ বদদো'আ করেন। এমর্মে হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ العِبَادُ فِيْهِ إِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ، فَيَقُوْلُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقاً خَلَفاً، وَيَقُوْلُ الآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكاً تَلَفاً-

৪৭. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মুসলিম, হা/২৯৮৪; আহমাদ হা/৭৮৮১; বাংলা মিশকাত হা/১৭৭১।*

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখনই আল্লাহর বান্দাগণ ভোরে উঠে, আকাশ হতে দু'জন ফেরেশতা অবতীর্ণ হন। তাদের একজন বলেন, হে আল্লাহ! তুমি দাতাকে প্রতিদান দাও এবং অপরজন বলেন, হে আল্লাহ! তুমি কৃপণকে সর্বনাশ দাও'।[৪৮]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দানশীল ও কৃপণের দৃষ্টান্তপেশ করে উম্মতকে ব্যয়কুণ্ঠ হওয়া থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। হাদীছে এসেছে,

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, কৃপণ ও দানশীল ব্যক্তির দৃষ্টান্ত এমন দুই ব্যক্তির মত যাদের পরিধানে দু'টি লোহার বর্ম রয়েছে। যা তাদের বুক থেকে টুটি পর্যন্ত বিস্তৃত। সুতরাং দানশীল যখন দান করে তখনই সেই বর্ম তার সারা দেহে বিস্তৃত হয়ে যায়, এমনকি (তার ফলে) তা তার আঙ্গুলগুলোকেও ঢেকে ফেলে এবং তার পদচিহ্ন (পাপ) মুছে দেয়। পক্ষান্তরে কৃপণ যখনই কিছু দান করার ইচ্ছা করে, তখনই বর্মের প্রতিটি আংটা যথাস্থানে এঁটে যায়। সে তা প্রশস্ত করতে চাইলেও তা প্রশস্ত হয় না'।[৪৯] অন্য হাদীছে এসেছে,

عنْ أَبِيْ أُمَامَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا ابْنَ آدَمَ، إِنَّكَ أَنْ تَبْذُلَ الفَضْلَ خَيْرٌ لَكَ، وَأَنْ تُمْسِكَهُ شَرٌ لَكَ، ولاَ تُلاَمُ عَلَى كَفَافٍ، وَابْدأ بِمَنْ تَعُوْلُ-

আবু উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ বলেন, হে আদম সন্তান! তোমার প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা আছে, তা দান করবে তা তোমার জন্য মঙ্গলজনক হবে এবং তাকে ধরে রাখলে তা তোমার জন্য অমঙ্গলজনক হবে। তবে নিন্দাযোগ্য হবে না তুমি তোমার জীবন ধারণ পরিমাণ ধরে রাখায়। আর প্রথমে দান করবে তোমার অধীনস্থদের'।[৫০]

কৃপণতার কারণে পরকালে জাহান্নামে যেতে হবে বলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঘোষণা করেছেন। হাদীছে এসেছে, ইয়ায ইবনু হিমার (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তিন প্রকারের লোক জান্নাতী। (১) এমন শাসক যে ইনছাফকারী, দানশীল এবং যাকে সৎকাজের যোগ্যতা দান করা হয়েছে। (২) এমন ব্যক্তি যে, দয়ালু, নিকটতম ও অন্যান্য মুসলমানের প্রতি কোমল প্রাণবিশিষ্ট। (৩) যে সচ্চরিত্রের অধিকারী এবং

---

৪৮. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বাংলা মিশকাত হা/১৭৬৬।
৪৯. বুখারী, হা/১৪৪৪, ২৯১৭, ৫৭৯৭; মুসলিম, হা/১০২১; নাসাঈ হা/২৫৪৮।
৫০. মুসলিম, বাংলা মিশকাত হা/১৭৬৯।

পারিবারিক দায়িত্ব থাকা সত্ত্বেও ভিক্ষা হতে বেঁচে থাকে। আর পাঁচ প্রকারের লোক জাহান্নামী। (১) দুর্বল জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি, যে নিজের স্থূল বুদ্ধির কারণে নিজেকে কুকর্ম হতে ফিরিয়ে রাখতে পারে না। তারা সে সমস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত যারা তোমাদের অধীনস্থ চাকর-বাকর। তারা স্ত্রী-পরিবার চায় না এবং মালের প্রতিও ভ্রুক্ষেপ করে না। (২) ঐ খেয়ানতকারী যার লোভ-লালসা হতে গোপনীয় জিনিসও রক্ষা পায় না। তুচ্ছ জিনিস হলেও আত্মসাৎ করে। (৩) এমন ব্যক্তি যে তোমাকে তোমার পরিবার-পরিজন ও মাল সম্পদের মধ্যে ধোঁকায় ফেলার জন্য সকাল-সন্ধ্যা চিন্তা করতে থাকে। এরপর আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) (৪) কার্পণ্যতা ও মিথ্যাবাদিতা এবং (৫) দুশ্চরিত্র ও অশ্লীল বাক্যালাপকারীর কথাও বর্ণনা করেছেন'।[৫১]

ধন-সম্পদ বা স্বর্ণ-রোপ্য জমা করা

এ বৈচিত্র্যময় বিশাল ভূখণ্ডে মানুষের জন্য বহু সৌন্দর্যপূর্ণ, আকর্ষণীয় আশ্চর্যতম অগণনীয় বস্তু সৃষ্টি করা হয়েছে। তন্মধ্যে ধন-সম্পদ অন্যতম। ধন-সম্পদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সবাই বোঝে। তাই ধন-সম্পদ ও টাকা-পয়সা রোজগার করা বা সংগ্রহ করার জন্য মানুষ বিভিন্ন পথ অবলম্বন করে।

অবশ্য জীবিকা নির্বাহের তাকীদেই মানুষকে রোজগারের পথে নামতে হয়। অতঃপর নিজের প্রয়োজন পূরণ হয়ে গেলে অনেকে শান্তি পায়, আবার প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয়ে গেলে তা সঞ্চয়ের বাসনা জাগে। রোজগারের অর্থ সঞ্চয়ের মনোবৃত্তি সবার মধ্যে একভাবে প্রকাশ পায় না। অনেকে রোজগারের মধ্যে সততা বজায় রেখে আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পথে জীবনযাপন করার ব্রত গ্রহণ করে। অনেকে ভাল-মন্দ চিন্তা ছাড়াই এলোমেলো আয়-ব্যয়ের মধ্যে থাকতে চায়। আবার অনেকে অধিক অর্থ জমা করার চিন্তায় ন্যায়-অন্যায়, হালাল-হারাম, বিবেচনা ছাড়াই অর্থের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত এটা তার নেশায় পরিণত হয়ে যায়। সম্পদ বেড়ে যায়, তখন সঞ্চিত অর্থ-সম্পদের প্রতি মুহাব্বত বেড়ে যায়। ফলে আল্লাহ্‌র পথে কিছু দান-খয়রাত ও যাকাতের কথা ভুলে যায় বা অবহেলা করে।

অনেকে সম্পদ জমা করে রাখার জন্য যাকাত বা দান-খয়রাত করে তা কমাতে চায় না। এদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, الَّذِيْ جَمَعَ مَالاً وَّعَدَّدَهُ- يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ. 'যে অর্থ জমায় ও তা বার বার গুনে দেখে, ভাবে যে তার অর্থ তাকে অমর করে

৫১. *মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৬০।*

রাখবে' *(হুমাযা ১০৪/২-৩)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন,-أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ- حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ- 'প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রাখে, যতক্ষণ না তোমরা কবরের সম্মুখীন হও' *(তাকাছুর ১০২/১-২)*। এ বিষয়ে আরও অহি হলো, اعْلَمُوْا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِيْنَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ- 'তোমরা জেনে রাখো, পার্থিব জীবন তো ক্রীড়াকৌতুক, জাঁকজমক, আত্মপ্রশংসা ও ধনে-জনে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ছাড়া আর কিছুই নয়' *(হাদীদ ৫৭/২০)*।

প্রাথমিকভাবে মানুষ স্বীয় পারিবারিক সুখের কারণেই অর্থ-সম্পদ সঞ্চয় করে, কিন্তু এর পরিমাণ বেড়ে গেলে তখন তা নেশায় এবং পরে আন্তরিক প্রতিযোগিতায় রূপ নেয়। ফলে মানুষ বৈধ-অবৈধ বা সঠিক-বেঠিক চিন্তা করার অবকাশ পায় না এবং পরকাল বা পরিণামের চিন্তাও করে না। উপরের আয়াত কয়টিতে তার সুন্দর ইঙ্গিত রয়েছে।

অবশ্য যে সম্পদের যাকাত দেয়া হয়, তা জমা রাখায় কোন দোষ নেই। কিন্তু যে অর্থ-সম্পদ অবৈধ পন্থায় জমা করা হয় কিংবা বৈধ পন্থায় জমা করলেও তার যাকাত আদায় করা হয় না, সে সম্পদই তার জন্য আযাবের রূপ ধারণ করবে। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ্র বাণী হলো, 'হে ঈমানদারগণ! পণ্ডিত ও সংসার বিরাগীদের অনেকে লোকদের মালামাল অন্যায়ভাবে ভোগ করে চলেছে এবং আল্লাহ্র পথ থেকে লোকদের নিবৃত রাখছে। আর যারা স্বর্ণ ও রূপা জমা করে রাখে এবং তা ব্যয় করে না আল্লাহ্র পথে, তাদের কঠোর আযাবের সুসংবাদ শুনিয়ে দিন। সেদিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তার দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশকে দগ্ধ করা হবে। (সেদিন বলা হবে), এগুলো যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা রেখেছিলে। সুতরাং এক্ষণে স্বাদ গ্রহণ কর জমা করে রাখার' *(তওবাহ ৯/৩৪-৩৫)*।

আল্লাহ্র হাবীব রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি স্বর্ণ ও রৌপ্যের মালিক অথচ তার হক (যাকাত) আদায় করে না, ক্বিয়ামতের দিন তার জন্য তা আগুনের পাত্ররূপে পেশ করা হবে এবং জাহান্নামের আগুনে তা গরম করে তার কপালে, পার্শ্বদেশে সেক দেয়া হবে। যখন তা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে তখন পুনরায় গরম করা হবে। এ অবস্থায় ক্বিয়ামতের পুরো দিন চলতে থাকবে, যার দৈর্ঘ পঞ্চাশ হাজার বছরের সমপরিমাণ হবে। অতঃপর বান্দাদের মধ্যে বিচার করা হবে, তখন সে দেখবে তার পথ কি জান্নাতের দিকে, না জাহান্নামের দিকে'।[৫২]

---

৫২. মুসলিম, মিশকাত; আবু দাউদ হা/১৬৫৮।

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ যাকে ধন-সম্পদ দান করেছেন, অথচ সে তার যাকাত দেয়নি, ক্বিয়ামতের দিন তার সমস্ত সম্পদ মাথায় টাক পড়া সাপের আকৃতি হবে। যার চোখের উপর দু'টি কালো চক্র থাকবে। ঐ সাপটি তার গলায় বেড়ী দিয়ে থাকবে এবং সে তার মুখের দু'ধারের চোয়াল চেপে ধরে বলবে, আমি তোমার মাল, আমি তোমার সঞ্চিত সম্পদ। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিম্নোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করেন, 'আল্লাহ যাদেরকে ধন-সম্পদ দিয়েছেন, কিন্তু তারা কৃপণতা করল, তারা যেন ধারণা না করে যে, এটা তাদের জন্য কল্যাণকর; বরং এটি তাদের জন্য ক্ষতিকর। ক্বিয়ামতের দিন ঐ মালকে বেড়ী আকারে তার গলায় পরানো হবে' *(আলে ইমরান ১৮০)*।[৫৩]

পবিত্র কুরআন ও হাদীছের এক ও অভিন্ন বাণী কখনও এদিক-ওদিক হবার নয়। ঈমানদার বান্দার জন্য এর গুরুত্ব অমূল্য ও অবর্ণনীয়। কিন্তু যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাসী নয়, আখেরাতেও বিশ্বাসী নয়, তাদের জন্য এটা একান্তই মূল্যহীন ও অবিশ্বাস্য। মহিমাময় আল্লাহ তা'আলা বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী উভয় বান্দাকেই শিক্ষা দান ও সতর্ক করার জন্য উপরোক্ত বিষয়ের অবতারণা করেছেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উক্ত বিষয়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে লোকদের অবহিত করেছেন।

পরিশেষে বলব, যাদের ধন-সম্পদ, সোনা-রূপার ভাণ্ডার জমা হয়, তা দ্বারা তাদের কতটা উপকৃত হয়, তা শুধু তারাই জানে। তবে জীবন সায়াহ্নে দেখা যায়, এ ভাণ্ডার দ্বারা তাদের মৃত্যু যন্ত্রণা বা মৃত্যু প্রতিরোধ হয় না এবং সাথেও কিছু নিয়ে যেতে পারে না। তখন সে ফকীর-মিসকীন সমতুল্য হয়ে নীরবে চলে যায়। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে এসব বিষয় বোঝার জ্ঞান দান করুন।

ক্বিয়ামতে সব সম্পদ দিয়ে মানুষ বাঁচতে চাইবে

ইসলাম ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য যেসব বিষয়ের উপর বিশ্বাস রাখতে হবে, ক্বিয়ামতের উপর দৃঢ় বিশ্বাস তন্মধ্যে অন্যতম। ক্বিয়ামত হলো পৃথিবীর শেষ দিবস, পৃথিবী ও পৃথিবীর সংগে সংশ্লিষ্ট সব কিছুর ধ্বংসের দিবস, মানুষের শেষ বিচারের নির্ধারিত দিবস, প্রতিফল দিবস, দুনিয়ার আদি হতে অন্ত পর্যন্ত সকল মানুষের পুনরুত্থান ও সমবেত হওয়ার দিবস, জান্নাত ও জাহান্নামের উপস্থিতির দিবস। পঞ্চাশ হাজার বছর দীর্ঘ এ দিবসের বর্ণনা দেয়া বা কল্পনা করা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। একমাত্র পরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলাই এর সঠিক খবর জানেন।

---

৫৩. *বুখারী হা/১৩১৫; নাসাঈ হা/২৪৪৩।*

ঐ বিপদসংকুল দিনে পূর্ণ ঈমানদারদের কোন ভয় থাকবে না। তারা আল্লাহ্‌র রহমতের ছায়ায় বা তাঁর পবিত্র আরশের ছায়ায় আশ্রয় পাবে। বিচারের পর অনায়াসে জান্নাতে চলে যাবে। কিন্তু যারা আল্লাহ ও ক্বিয়ামত দিবসে বিশ্বাসী নয়, তারা আমলশূন্য অবস্থায় মহাবিপদের সম্মুখীন হবে। তখন দান-খয়রাতের বিষয় মনে পড়লে, তাদের মনে যে জোরালো প্রতিক্রিয়া হবে, আল্লাহ তা এ পৃথিবীতেই মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِيْ الأَرْضِ جَمِيْعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوْا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ. 'যারা কাফের, যদি তাদের কাছে পৃথিবীর সমুদয় সম্পদ এবং তৎসহ আরও অনুরূপ সম্পদ থাকে আর এগুলোর বিনিময়ে দিয়ে ক্বিয়ামতের শাস্তি থেকে পরিত্রাণ পেতে চায়, তবুও তাদের কাছ থেকে তা কবুল করা হবে না। তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে' *(মায়েদাহ ৫/৩৫-৩৬)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 'বস্তুতঃ যদি প্রত্যেক গোনাহগারের কাছে এত পরিমাণ থাকে যা আছে সমগ্র যমীনের মাঝে, অবশ্যই সেগুলো নিজের মুক্তির বিনিময়ে দিতে চাইবে আর গোপনে গোপনে অনুতাপ করবে, যখন আযাব দেখবে। বস্তুতঃ তাদের জন্য সিদ্ধান্ত হবে ন্যায়সঙ্গত এবং তাদের উপর যুলুম হবে না' *(ইউনুস ১০/৫৪-৫৬)*।

আল্লাহ্‌র আদেশের তুলনায় পৃথিবীর ধন-সম্পদ বা আড়ম্বর কিছুই নয়। এই একই বিষয়ে বোঝাতে পুনরায় আল্লাহ বলেন, 'যারা পালনকর্তার আদেশ পালন করে, তাদের জন্য উত্তম প্রতিদান রয়েছে এবং যারা আদেশ পালন করে না, যদি তাদের কাছে জগতের সবকিছু থাকে এবং তার সাথে তার সমপরিমাণ আরও থাকে, তবে সবই নিজেদের মুক্তিপণ স্বরূপ দিয়ে দেবে। তাদের জন্য রয়েছে কঠোর হিসাব। তাদের আবাস হবে জাহান্নাম, সেটা কতই না নিকৃষ্ট অবস্থান' *(রা'দ ১৩/১৮)*।

এ বিষয়ে আল্লাহ তাঁর প্রিয় হাবীব (ছাঃ)-কে বলেন, 'বলুন, সমস্ত সুপারিশ আল্লাহ্‌রই ক্ষমতাধীন, আসমান ও যমীনে তাঁরই সাম্রাজ্য। অতঃপর তাঁরই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। যখন খাঁটিভাবে আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা হয়, তখন যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তাদের অন্তর সংকুচিত হয়ে যায়, আর যখন আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্যদের নাম উচ্চারণ করা হয়, তখন তারা আনন্দে উল্লাসিত হয়ে উঠে। বলুন, হে আল্লাহ! আসমান ও যমীনের স্রষ্টা, দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী, আপনিই আপনার বান্দাদের মধ্যে ফায়ছালা করবেন, যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করত। যদি গোনাহগারদের কাছে পৃথিবীর সবকিছু থাকে এবং তার সাথে সমপরিমাণ আরও থাকে, তবে অবশ্যই তারা ক্বিয়ামতের দিন সে সবকিছুই নিস্কৃতি পাওয়ার জন্য মুক্তিপণ হিসাবে দিয়ে দিবে। অথচ তারা দেখতে পাবে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এমন শাস্তি, যা তারা কল্পনাও করত না।

আর দেখবে, তাদের দুষ্কর্ম সমূহ এবং যে বিষয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, তা তাদেরকে ঘিরে নেবে' *(যুমার ৩৯/৪৪-৪৮)*।

ধন-সম্পদ হলো এ জগতে সম্মানিত হওয়ার বস্তু ও মানুষের প্রিয় বস্তু। ক্বিয়ামতের দিন এই ধন-সম্পদ হবে মূল্যহীন ও নিকৃষ্ট বস্তু এবং আমল হবে শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট বস্তু। আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত এক হাদীছে নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন সব চাইতে কম আযাবপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বলবেন, যদি গোটা পৃথিবী পরিমাণ সম্পদ তোমার থাকত, তবে কি তুমি সে সমুদয়ের বিনিময়ে এ আযাব থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করতে? সে বলবে, হ্যাঁ। আল্লাহ বলেন, আদমের ঔরসে থাকাকালে এর চেয়েও সহজ বিষয়ের হুকুম করেছিলাম যে, আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। কিন্তু তুমি তা অমান্য করেছ এবং আমার সাথে শরীক করেছ' *(বুখারী)*।

আল্লাহ আমাদের মানবজাতির জন্য ইহকাল ও পরকাল সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর ক্বিয়ামতের মাধ্যমে উভয়ের পার্থক্য নিরূপণ করেছেন। যারা ইহকাল, পরকাল ও ক্বিয়ামতে বিশ্বাসী তারা সৌভাগ্যবান, আর যারা অবিশ্বাসী তারা হতভাগ্য। শুধু হতভাগ্যই নয়, তারা নিজেকে আযাবের কবল হতে রক্ষার জন্য যে কোন পদক্ষেপ নেওয়ার চেষ্টা করবে, কিন্তু সবখানেই ব্যর্থ হবে। তাদের সেই প্রচেষ্টার কথাও আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, অতঃপর যেদিন কর্ণবিদারক নাদ আসবে, সেদিন মানুষ পলায়ন করবে তার ভ্রাতার কাছ থেকে, তার মাতা, তার পিতা, তার পত্নী ও তার সন্তানদের কাছ থেকে। সেদিন প্রত্যেকেরই নিজের এক চিন্তা থাকবে, যা তাকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে। অনেক মুখমণ্ডল হবে সেদিন উজ্জ্বল, সহাস্য ও প্রফুল্ল এবং অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে ধূলি-ধুসরিত। তাদেরকে কালিমা আচ্ছন্ন করে রাখবে। তারাই কাফের পাপিষ্ঠের দল' *(আবাসা ৮০/৩৩-৪২)*।

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, 'সে দিন আকাশ হবে গলিত তামার মত এবং পর্বতসমূহ হবে রঙ্গীন পশমের মত। বন্ধু বন্ধুর খবর নিবে না, যদিও একে অপরকে দেখতে পাবে। সেদিন গোনাহগার ব্যক্তি পণস্বরূপ দিতে চাইবে তার সন্তান-সন্ততিকে, তার স্ত্রীকে, তার ভ্রাতাকে, তার গোষ্ঠীকে, যারা তাকে আশ্রয় দিত এবং পৃথিবীর সবকিছুকে। অতঃপর নিজেকে রক্ষা করতে চাইবে' *(মা'আরিজ ৭০/৮-১৪)*।

পৃথিবীর অতীত ঘটনা প্রবাহ পর্যালোচনা করলে সেখানে ক্বিয়ামতের ভয়াবহতার সামান্য নমুনাও পাওয়া যাবে। উদাহরণ স্বরূপ আল্লাহ্র হুকুমে সংঘটিত নূহ (আঃ)-এর কওমের মহাপ্লাবনে ঐতিহাসিক ধ্বংসকাহিনী, অত্যাচারী ফেরাউনের নীল নদে সলিল সমাধি, লূত (আঃ), শো'আইব (আঃ), হূদ (আঃ) সহ আরও অনেক নবী-রাসূলগণের কওমের ধ্বংসকাহিনী। অতঃপর বড় বড় ভূমিকম্প, সুনামী, সিডর ইত্যাদি ও মানুষের শক্তি

পরীক্ষায় ব্যবহৃত হিরোসীমা ও নাগাসাকিতে নিক্ষিপ্ত এ্যাটম বোমার প্রলয়ংকরী ধ্বংসযজ্ঞ উল্লেখ করা যায়। বর্তমানেও পৃথিবীর মানুষ ভূমিকম্প, সুনামীর মত আরও অনেক ধ্বংসাত্মক প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত হতে রক্ষার জন্য গবেষণামূলক সাধনা চালিয়ে যাচ্ছে। আবার অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবী ধ্বংসের ব্যাপারেও বড় বড় বিজ্ঞানীরা একমত পোষণ করেন।

সুতরাং মহাজ্ঞানী মহান আল্লাহ্‌র সৃষ্ট অসীম অলৌকিক শক্তির আধার ক্বিয়ামত, যেখানে পুণ্যবানরা থাকবে নিরাপদ আশ্রয়ে এবং পাপীরা হবে ভয়ংকর আযাবের সম্মুখীন। অতঃপর পাপীদের আবাসগৃহ নির্ধারিত হবে অকল্পনীয় ও অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট ও লাঞ্ছনার দ্বারা পরিবেষ্টিত। এমতাবস্থায় তারা সবকিছুর বিনিময়ে রক্ষা পেতে চাইবে, যা কখনও সম্ভব হবে না। কিন্তু যারা পৃথিবীতে এগুলি স্মরণ করে চলবে, তারাই হবে লাভবান ও ভাগ্যবান।

দান-ছাদাক্বার আদব

অন্যান্য আমলে ছলেহের মত দান-ছাদাক্বারও কিছু আদব ও শর্ত রয়েছে। সেগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং এসবের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া দাতার জন্য অবশ্য কর্তব্য। যাতে ছওয়াব অর্জিত হয়। কেননা এগুলির মধ্যে এমন কিছু আদব ও শর্ত রয়েছে যার প্রতি মনোযোগী না হলে, দাতার আমল অনর্থক হয়ে যাবে। আদবগুলি নিম্নরূপ :

(১) **পবিত্র ও হালাল মাল ছাদাক্বাহ করতে হবে** : বৈধ ও পবিত্র জিনিস দান-ছাদাক্বাহ করতে হবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা পবিত্র বস্তু ব্যতীত গ্রহণ করেন না। আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের উপার্জিত পবিত্র জিনিস থেকে খরচ কর' *(বাক্বারাহ ২/২৬৭)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ পবিত্র। তিনি পবিত্র জিনিস ব্যতীত কবুল করেন না'।[৫৪] সুতরাং কোন হারাম জিনিস ছাদাক্বাহ করা যাবে না। যেমন মাদক দ্রব্য, অপ্রয়োজনীয় ও অনর্থক কোন জিনিস ইত্যাদি। অনুরূপভাবে হারাম কাজে সহযোগিতা হয় এমন কোন জিনিস দান করা, হারাম কাজে সহযোগিতা করা কিংবা হারাম কাজ হয় এমন স্থানে যাওয়া ও অবস্থান করা যাবে না। যেমন মাদক সেবন হয় এমন স্থানে যাওয়া ও গীর্জায় অবস্থান করা প্রভৃতি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি অবৈধভাবে কোন সম্পদ উপার্জন করল। অতঃপর তা দ্বারা আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করল অথবা ছাদাক্বাহ করল কিংবা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করল; এসবই জমা করা হবে এবং সবই জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে'।[৫৫]

---

৫৪. মুসলিম, হা/১০১৫ (৬৫); রিয়াযুছ ছলেহীন।
৫৫. আবু দাউদ; আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, হা/১৭২১, হাদীছ হাসান।

(২) উত্তম জিনিস ছাদাক্বাহ করা : সুন্দর ও সর্বোত্তম মাল দান-ছাদাক্বাহ করতে হবে। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা ততক্ষণ পুণ্য লাভ করবে না, যতক্ষণ না তোমাদের প্রিয় জিনিস ব্যয় করবে' *(আলে ইমরান ৩/৯২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَوْ شَـــاءَ رَبُّ هَـــذِه الصَّدَقَة تَصَدَّقَ بِأَطْيَبَ مِنْهَا إِنَّ رَبَّ هَذِه الصَّدَقَة يَأْكُلُ الْحَـــشَفَ يَـــوْمَ الْقِيَامَـــةِ 'এ ছাদাক্বাহ প্রদানকারী ইচ্ছা করলে এর চেয়ে উত্তম মাল ছাদাক্বাহ করতে পারত। এ ছাদাক্বাহদাতাকে ক্বিয়ামতের দিন এ হাশাফই (নিকৃষ্টমানের খেজুর) খেতে হবে'।[৫৬]

(৩) আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হতে হবে : দান-ছাদাক্বাহ যেন লোক দেখানো ও লোক শোনানোর উদ্দেশ্যে না হয়ে, কেবল আল্লাহর উদ্দেশ্যেই হতে হবে। খালেছ নিয়তে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ছাদাক্বাহ করতে হবে। আল্লাহ বলেন, 'বলুন, নিশ্চয়ই আমার ছালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য' *(আন'আম ৬/১৬২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মানুষের প্রতিটি কর্ম তার নিয়তের উপর নির্ভরশীল। প্রত্যেকের জন্য তাই রয়েছে, যা সে নিয়ত করে'।[৫৭] সুতরাং কেউ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ছাদাক্বাহ করলে, তা আল্লাহ কবুল করবেন। কিন্তু মানুষের সন্তুষ্টি কিংবা তার কৃতজ্ঞতা স্বীকারের নিয়তে ছাদাক্বাহ করলে, তাতে কোন ছওয়াব পাওয়া যাবে না।

(৪) ছাদাক্বাহ গোপনে হওয়া উত্তম : দান-ছাদাক্বাহ গোপনে হওয়াই উত্তম। গোপন দানের জন্য পরকালে আল্লাহর আরশের নীচে ছায়া লাভ করা যাবে।[৫৮] তাছাড়া গোপন দান আল্লাহর ক্রোধকে প্রশমিত করে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِيُ غَضَبَ الرَّبِّ– 'গোপন দান প্রতিপালককের ক্রোধকে মিটিয়ে দেয়'।[৫৯] উল্লেখ্য, এর অর্থ এই নয় যে, প্রকাশ্যে দান করা যাবে না; বরং অবস্থা ও প্রেক্ষাপট লক্ষ্য রেখে দান করতে হবে। যদি কোন জায়গায় প্রকাশ্য দানকে উপযুক্ত ও যথাযথ মনে হয়, তাহলে প্রকাশ্যেই দান করতে হবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে যে, সেখানে যেন লৌকিকতা ও মানুষকে শোনানোর উদ্দেশ্য না থাকে।

---

৫৬. *আবু দাউদ হা/১৪২৬; ইবনু মাজাহ হা/১৪৭৪; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৮৭৯, হাদীছ হাসান।*

৫৭. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১।*

৫৮. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭০১; বাংলা মিশকাত হা/৬৪৯।*

৫৯. *সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৮৪০।*

(৫) দান-ছাদাক্বাহ পরিমিত হওয়া : দান-ছাদাক্বাহ পরিমিত হওয়াই উত্তম এবং তাতে যেন বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জন না থাকে। আল্লাহ বলেন, 'আর তুমি বেশী পাওয়ার আশায় অতিরঞ্জন করবে না' *(মুদ্দাচ্ছির ৬)*। দান পরিমিত হওয়া উচিত। কেননা নিজের সামর্থ্যের দিকে লক্ষ্য না রেখে দান করলে কখনো দাতা অভাব-অনটন ও দারিদ্রের কবলে পড়তে পারে। তাই প্রয়োজনের অতিরিক্তি খরচ করা উত্তম। কা'ব ইবনু মালিক বলেন, قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ فَإِنِّيْ أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِيْ بِخَيْبَرَ 'আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার সমস্ত সম্পদ আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে ছাদাক্বাহ করতে চাই, আমার তওবা হিসাবে। তিনি বললেন, কিছু মাল নিজের জন্য রেখে দাও। আর এটাই তোমার জন্য শ্রেয়। আমি বললাম, আমি খায়বারে প্রাপ্ত অংশটুকু রেখে দিব।[৬০] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, ارْضَخِيْ مَا اسْتَطَعْتِ 'তুমি সাধ্যমত দান কর'।[৬১] অনুরূপভাবে অধিক দান যেন দাতার মনে কোন অহংকার ও গর্বের সৃষ্টি না করে। সুতরাং আত্ম অহংকার ও আত্মগর্ব সৃষ্টিকারী প্রত্যেক কাজ থেকে দূরে থাকতে হবে। কখনো মনে এরূপ চিন্তা উদয় হলে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে।

(৬) হাসিমুখে ছাদাক্বাহ করতে হবে : দান-ছাদাক্বাহ খুশিমনে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং হাসিমুখে হতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কোন ভাল কাজকেই তুচ্ছ মনে করবে না, যদিও তা হয় তোমার ভাইয়ের সাথে প্রসন্ন মুখে সাক্ষাৎ করা'।[৬২] সুতরাং দরিদ্রকে হাসিমুখে অল্প দান গোমড়ামুখে অধিক দানের চেয়ে উত্তম। অনুরূপভাবে রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ تَبَسَّمَكَ فِيْ وَجْهِ أَخِيْكَ يُكْتَبُ لَكَ بِه صَدَقَةٌ 'নিশ্চয়ই তোমার ভাইয়ের প্রতি তোমার মুচকি হাসিও তোমার জন্য ছাদাক্বাহ লেখা হবে'।[৬৩]

(৭) অধিকতর মুখাপেক্ষীকে ছাদাক্বাহ দিতে হবে : অধিক দরিদ্র ও সর্বাপেক্ষা মুখাপেক্ষী ব্যক্তিকে দান-ছাদাক্বাহ করতে হবে। যদি নিকটাত্মীয় দরিদ্র ও মুখাপেক্ষী হয়, তাহলে অন্যদের তুলনায় তাকে ছাদাক্বাহ করা অধিক উত্তম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)

---

৬০. বুখারী হা/১৪২৫।

৬১. বুখারী হা/১৪৩৪।

৬২. *মুসলিম, বাংলা মিশকাত হা/১৮০০।*

৬৩. *ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, হা/২৬৮৬, হাদীছ ছহীহ।*

বলেন, – وَدِيْنَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِيْ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ ‘একটি দীনার তুমি তোমার পরিবার-পরিজনের প্রতি খরচ করেছ। যেটি তোমার পরিবারের প্রতি ব্যয় করেছ, সেটিই হল ছওয়াবের দিক দিয়ে অধিক বড়’।[৬৪] তিনি আরো বলেন, الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِيْنِ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِي الْقَرَابَةِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ ‘দরিদ্রকে ছাদাক্বাহ করা শুধু ছাদাক্বাহ। আর নিকটাত্মীয়কে ছাদাক্বাহ করা ছাদাক্বাহ এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা উভয়েই’।[৬৫]

(৮) যথাসম্ভব অবিলম্বে দান করা : দাতার জন্য আবশ্যক হচ্ছে জীবদ্দশায় যত দ্রুত সম্ভব দান করা। সামর্থ্য থাকাবস্থায় বিলম্ব না করে সাধ্যমত দান করা প্রত্যেক মুমিনের জন্য কর্তব্য। যেমন হাদীছে এসেছে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! ছওয়াবের দিক দিয়ে কোন দান বড়? তিনি বললেন, ‘যখন তুমি সুস্থ থাক, ধনের প্রতি লোভ পোষণ কর, অপরদিকে ভয় কর দারিদ্র্যের এবং আশা রাখ ধনী হওয়ার, তখনকার দান। সুতরাং তুমি অপেক্ষা করবে না দান করতে তোমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হওয়ার সময় পর্যন্ত। তখন তুমি বলবে, এ মাল অমুকের জন্য, আর এ মাল অমুকের জন্য অথচ মাল অমুকের হয়েই গিয়েছে’।[৬৬] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাদাক্বাহ করার ব্যাপারে অতি সতর্ক ও অগ্রগামী ছিলেন। ওকবা ইবনু হারেছ বলেন, একদা আছরের ছালাত আদায় করে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) দ্রুত ঘরে প্রবেশ করলেন। অতঃপর বিলম্ব না করে বের হয়ে আসলেন। আমি বললাম বা তাঁকে বলা হলো, এমনটি করার কারণ কি? তখন তিনি বললেন, ‘ঘরে ছাদাক্বার একখণ্ড স্বর্ণ রেখে এসেছিলাম। কিন্তু রাত পর্যন্ত তা ঘরে থাকা আমি পছন্দ করিনি। কাজেই তা বণ্টন করে দিয়ে আসলাম’।[৬৭]

(৯) দান করে গ্রহীতাকে খোটা ও কষ্ট না দেওয়া : দান-ছাদাক্বাহ করে খোটা দেওয়া এবং গ্রহীতাকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা অপরিহার্য। আল্লাহ বলেন, قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَآ أَذًى وَاللهُ غَنِيٌّ حَلِيْمٌ ‘নম্র কথা বলে দেয়া এবং ক্ষমা প্রদর্শন করা ঐ দান-খয়রাত অপেক্ষা উত্তম, যার পরে কষ্ট দেওয়া হয়’ *(বাক্বারাহ*

৬৪. *মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৩১।*
৬৫. *মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৩১।*
৬৬. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বাংলা মিশকাত হা/১৭৭৩।*
৬৭. *বুখারী হা/১৪৩০।*

২/২৬৩)। তিনি আরো বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأذَى 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা দান-খয়রাতের কথা প্রকাশ করে এবং কষ্ট দিয়ে নিজেদের দান-খয়রাত বরবাদ কর না' *(বাক্বারাহ ২/২৬৪)*।

অতএব ছাদাক্বাকারী যদি চায় যে, আল্লাহ তার ছাদাক্বাহ কবুল করুন এবং এর মাধ্যমে সে প্রভুত ছওয়াব লাভ করবে, তাহলে তার জন্য আবশ্যক হল ছাদাক্বাহ কেবল আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ করবে। যাতে কোন লৌকিকতা ও লোককে শুনানোর কোন বিষয় থাকবে না। আর দান-খয়রাত করার পর গ্রহীতাকে খোটা বা কষ্ট দিবে না। অনুরূপভাবে দানের সাথে দুনিয়াবী কোন উদ্দেশ্য যুক্ত হবে না। যেমন কোন কিছুর বিনিময়ে প্রদান, প্রশংসা লাভ, সভা মঞ্চের আলোচনার বিষয় হওয়া, সেবা পাওয়ার উদ্দেশ্যে কিংবা খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি লাভ করার মানসে দান করা যাবে না।

আল্লাহকে ঋণদানের গুরুত্ব ও ফযীলত

আল্লাহ তা'আলা ধনী সম্প্রদায়ের উপর যাকাত ফরয করেছেন। এতদসঙ্গে সামর্থ্যবান সকল অভাবমুক্ত ব্যক্তিকে যাকাতের বিকল্প ছাদাক্বাহ, দান-খয়রাত ইত্যাদির আদেশও দিয়েছেন। অতঃপর ধনী ও সম্পদশালীদেরকে নফল ছাদাক্বাহ হিসাবে আরও অতিরিক্ত দান-ছাদাক্বাহর আদেশ দিয়েছেন। এসব আদেশ শুধু অভাবগ্রস্ত, অনাহারী, ঋণী, আশ্রয়হীন, বস্ত্রহীন, মুসাফির, দুঃখী, হতদরিদ্র লোকদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করার জন্য। এদেরকে কিভাবে দান বা সাহায্য করতে হবে পবিত্র কুরআনে তার ভিন্নমুখী প্রত্যাদেশ এসেছে। এক পর্যায়ে আল্লাহ দরিদ্রদের পক্ষ হতে অধিক অনুগ্রহস্বরূপ তাদের অভাব-অনটন পূরণের জন্য ও দুঃখ-দুর্দশা দূর করার জন্য ধনীদের প্রতি তাদের দান-ছাদাক্বাহকে ঋণ হিসাবে গ্রহণ করার ঘোষণা দিয়েছেন। আল্লাহ্র এই ঘোষণা পবিত্র কুরআনে একাধিকবার উল্লেখিত হয়েছে।

মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা বিশ্বজগতের সকল মানুষকে সমান ভাবে ভালবাসেন। তাঁর এ ভালবাসার কোন তুলনা নেই। তিনি মহাজ্ঞানী, তাঁর মহাজ্ঞানের এক অনন্য রহস্য দ্বারা মানুষকে পরীক্ষা করার জন্যই ধনী ও দরিদ্রের সৃষ্টি করেছেন। দ্বীন-দরিদ্র ও যাচঞাকারী লোকেরা ধনীদের ভ্রাতৃতুল্য। আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী ধনীদের ধন-সম্পদে দরিদ্রের হক বা অংশ আছে। মহান আল্লাহ বলেন, وَالَّذِيْنَ فِيْ أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ، لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ. 'তাদের ধন-সম্পদে নির্ধারিত হক আছে, যাচঞাকারী ও বঞ্চিতের' *(মা'আরিজ ৭০/২৪-২৫)*। তারা একেবারে অবহেলিত ও অনুগ্রহের পাত্র নয়। ধনীদের মধ্যে কেউ কেউ এরূপ ধারণা করলে তা চরম ভুল হবে। মানুষের যে কোন সন্দেহ বা

ধারণাকে দূরীভূত করার জন্য ধনীদের যে কোন দানকে আল্লাহ ঋণ হিসাবে গ্রহণ করার সুসংবাদ দিয়েছেন।

আল্লাহ মানুষের কাছে ঋণ চান! এটি মানুষের সঙ্গে আল্লাহ্‌র নিকটতম বা ঘনিষ্টতম যোগাযোগ বা অবস্থানের একটি অতি উচ্চতর সুসংবাদ। এর জন্য মানুষকে অত্যন্ত বিনয়ী, অবনমিত ও লজ্জাশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। এটা মানুষের আখেরাতের জন্য অবশ্যই একটি সুবর্ণ সুযোগ। আল্লাহকে সত্যিকার অর্থে ঋণ দেওয়া খুব সৌভাগ্যের বিষয়। অর্থাৎ তাঁর প্রিয় অভাবগ্রস্ত, অসহায়দের প্রতি সম্পদশালীদের মুক্ত হস্তে দান বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করে। এতে আল্লাহ্‌র পরম সন্তুষ্টি রয়েছে। যার ফলে তিনি তাঁর গোপন অভিব্যক্তি হিসাবে মানুষের সমস্ত দানকে ঋণ হিসাবে সঞ্চিত রাখার প্রতিশ্রুতি দেন। দাতার উৎসাহ বৃদ্ধির প্রয়াসেই মহান আল্লাহ তা'আলা একটি অসাধারণ বিষয়কে সাধারণে পরিণত করেন।

আল্লাহকে ঋণদান, মানুষের পক্ষে একটি অসম্ভব বিষয়। কিন্তু স্বয়ং মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা ছালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও। তোমরা নিজেদের জন্য যা কিছু অগ্রে পাঠাবে, তা আল্লাহ্‌র কাছে উত্তম আকারে এবং পুরস্কার হিসাবে বর্ধিতরূপে পাবে। তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু' *(মুযযাম্মিল ৭৩/২০)*।

একই মর্মার্থে তিনি বলেন, مَّن ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيْرَةً وَاللهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ. 'এমন কে আছে যে আল্লাহকে করয দেবে, উত্তম করয। অতঃপর আল্লাহ তাকে দ্বিগুণ বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেবেন। আল্লাহই সংকুচিত করেন এবং তিনিই প্রশস্ততা দান করেন এবং তাঁরই নিকট তোমরা সবাই ফিরে যাবে' *(বাক্বারাহ ২/২৪৫)*।

আল্লাহ্‌র এসব ঘোষণা কোন গোপন বিষয় নয়, এদিক-ওদিক হবারও নয়, এটা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতে হবে। একে বিন্দুমাত্র অবিশ্বাস করার কোন উপায় নেই। কাজেই আল্লাহ্‌র ঘোষিত বাণীর প্রতি অসীম সম্মান, শ্রদ্ধা, ভালবাসা, আনুগত্য নিয়ে আল্লাহকে ঋণ দানের গুরুত্ব অনুধাবন করতে হবে। ক্ষুধার্তকে অন্ন দান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দান এবং যে কোন প্রার্থীকে সাহায্য দান প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আল্লাহকে দান হিসাবে গণ্য হবে। অবশ্য সর্বদা মনে রাখতে হবে আল্লাহ্‌র সন্তোষ ব্যতীত কারো কোন দান গ্রহণযোগ্য হবে না। অর্থাৎ তা বাতিল বা অগ্রহণযোগ্য হবে।

মানুষ আল্লাহ্‌র ইবাদত করে পরকালের ভয়ে এবং ক্বিয়ামতের বিচারে উত্তীর্ণ হওয়ার আশায়। যেহেতু ক্বিয়ামতের বিচারের সময় সকল ইবাদতের ফলাফল পাওয়া যাবে,

আল্লাহকে ঋণদানের ফলাফলও সে সময়ে পাওয়া যাবে। যদি এ ঋণ কর্মসূচী আল্লাহ্র পছন্দনীয় হয়, তবে তার ফযীলত হবে আশাতীত। যারা সত্যি সত্যিই অকৃত্রিমভাবে আল্লাহ্র ভয়ে, তাঁর সন্তোষ লাভের আশায় দান করে থাকে, তারা উক্ত দানের বিনিময়ে প্রচুর ছওয়াব লাভ করবে।

মানুষ মরণশীল। কাজেই প্রত্যেককে মৃত্যুবরণ করতে হবে। তার পরই কবরে যেতে হবে। এর কোন বিকল্প নেই। মানুষ যখন মারা যায় এবং তাকে কবরে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন তিনটি জিনিস তার সঙ্গে যায়, সেগুলো হলো (১) তার আত্মীয়-স্বজন (২) তার ধন-সম্পদ ও (৩) তার আমল। কবরস্থান হতে দু'টি ফিরে আসে এবং একটি তার সঙ্গে যায়। তার আত্মীয়-স্বজন ও ধন-সম্পদ ফিরে আসে, আর তার আমল তার সঙ্গে যায়'।[৬৮] যে আমল তার সঙ্গে যায়, দান-ছাদাক্বাহও তার অন্তর্ভুক্ত একটি আমল।

এ পৃথিবীতে মানুষ কোন বিপদাপদে পড়লে অর্থ ব্যয় করে সেখান থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করে এবং অনেক ক্ষেত্রে মুক্তি পেয়েও যায়। ক্বিয়ামতের দিন মানুষ চরম বিপদের মধ্যে পড়ে অর্থ-সম্পদ দ্বারা রক্ষা পাওয়ার চিন্তা করবে, এমনকি দুনিয়ার সমস্ত ধন-সম্পদের বিনিময়ে হলেও নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করবে। কিন্তু তাতে কোন লাভ হবে না। সুতরাং পার্থিব জীবনের স্বল্প সময়ে স্বল্প ব্যয়, আল্লাহকে ঋণ দেয়ার অর্থে নয়, বরং তাঁকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে, তাঁর ভয়ে, তাঁর আদেশ যথাযথভাবে পালনের উদ্দেশ্যে করতে পারলেই আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভের পথ সুগম হবে ইনশাআল্লাহ।

দান-খয়রাত বা ছাদাক্বাহ ইসলাম ধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ বিষয়ে আরও স্বচ্ছ ধারণা লাভের জন্য কয়েকটি ছহীহ হাদীছের উদ্ধৃতি দেওয়া হলো-

عن خُرَيْمِ بن فاتك رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِيْ سَبِيْلِ اللهِ كُتِبَتْ لَهُ بِسَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ-

(১) খুরাইম ইবনু ফাতেক (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় দান করল, তার জন্য সাত শত গুণ ছওয়াব লেখা হবে'।[৬৯]

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اَللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: كُلُّ امْرِئٍ فِيْ ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتَّى يُفْصَلَ بَيْنَ اَلنَّاسِ-

---

৬৮. *বুখারী হা/৬৫১৪; মুসলিম হা/২৯৬০।*
৬৯. *নাসাঈ, ছহীহুল জামে' হা/৬১১০, হাদীছ ছহীহ।*

(২) উকবা ইবনু আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'প্রতিটি মানুষ তার ছাদাক্বার ছায়াতলে আশ্রয় পাবে, যতক্ষণ না ক্বিয়ামতে মানুষের হিসাব-নিকাশ শেষ হবে'।[৭০]

(৩) আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত এক হাদীছে তিনি বলেন, একজন লোক নবী করীম (ছাঃ)-কে বলল, আমার মা হঠাৎ মারা যান। আমার মনে হয়- যদি তিনি কথা বলার সুযোগ পেতেন, তাহলে ছাদাক্বাহ দিতেন। আমি কি তার পক্ষ থেকে ছাদাক্বাহ দিতে পারি? তিনি বলেন, হ্যাঁ, তুমি তার পক্ষ হতে ছাদাক্বাহ দাও'।[৭১]

(৪) ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, সা'দ ইবনে উবাদার মা তার অনুপস্থিতিতে মারা যান। তিনি বলেন, হে রাসূলুল্লাহ! আমার মা আমার অনুপস্থিতিতে মারা যান। আমি যদি তার পক্ষ হতে কিছু ছাদাক্বাহ করি, তাহলে তাতে কি তার উপকার হবে? তিনি বলেন, হ্যাঁ। সা'দ বলেন, তাহলে আমি আপনাকে সাক্ষী রেখে আমার মেখরাফ নামের বাগানটি তার পক্ষ হতে ছাদাক্বাহ করলাম' *(বুখারী)*।

(৫) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মিম্বরে দাঁড়িয়ে বললেন, পৃথিবীর যে কল্যাণকর দরজা আমার পরে তোমাদের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হবে, সেটাকে আমি তোমাদের জন্য ভয় করি। অতঃপর তিনি দুনিয়ার নে'মত সমূহের উল্লেখ করলেন এবং বরকত ও নে'মত সম্পর্কে এক এক করে বর্ণনা করলেন। এই সময় এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র রাসূল! সম্পদের কল্যাণও কি অকল্যাণ ডেকে আনে? একথা শুনে নবী করীম (ছাঃ) চুপ করে থাকলেন আমরা মনে মনে বললাম, তাঁর উপর অহী নাযিল হচ্ছে। সমস্ত লোক এমনভাবে নীরব নিস্তব্ধ হয়ে রইল যেন তাদের মাথার উপর পাখী বসে আছে। এরপর তিনি মুখমণ্ডল থেকে ঘাম মুছে বললেন, কিছুক্ষণ পূর্বের প্রশ্নকারী কোথায়? সম্পদ কি কল্যাণ? এ কথাটি তিনি তিনবার বললেন। কল্যাণ, কল্যাণ ব্যতীত আর কিছুই আনে না। বসন্তকালীন সবজি বা ঘাস যদিও ভাল, তবুও কোন কোন সময় তাতে মৃত্যু সংঘটিত হয় বা মৃতপ্রায় করে দেয়। কিন্তু যে পশুটি ঐ ঘাস খেয়ে উদরপূর্তি করে রোদে শুয়ে জাবর কাটে এবং পায়খানা-প্রসব করে তারপর ঘাস চিবিয়ে ঐ পশুটির কোন ক্ষতি হয় না। (ঐরূপভাবে ঘাস খেয়ে মারা যায় না)। পার্থিব এই সম্পদ তাজা সবজির মত আকর্ষণীয় বটে। প্রকৃত পক্ষে ঐ মুসলমানের সম্পদই উত্তম যে ন্যায়তঃ তা উপার্জন করেছে এবং জিহাদের জন্য আল্লাহ্র পথে, ইয়াতীম, মিসকীন ও পথচারীর জন্য খরচ করে। আর যে

---

৭০. *ছহীহুল জামে' হা/৪৫১০, হাদীছ ছহীহ।*

৭১. *বুখারী, ফাতহুল বারী হা/১৩৮৮; মুসলিম হা/১০০৪।*

ব্যক্তি অন্যায়ভাবে সম্পদ হস্তগত করে সে এমন ভক্ষণকারীর ন্যায়, খেয়ে-দেয়ে যার মোটেই তৃপ্তি হয় না। এভাবে উপার্জিত সম্পদ ক্বিয়ামতে তার (উপার্জনকারীর) বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করবে'।[৭২]

(৬) আব্দুল্লাহ ইবনে আবি তালহা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি আনাসকে বলতে শুনেছেন, আবু তালহা মদীনার আনছারদের মধ্যে সবচেয়ে ধনী ছিলেন। তার সম্পদের মধ্যে মসজিদের কেবলার দিকে অবস্থিত বিরোহার বাগানটি সবচেয়ে প্রিয় ছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) (মাঝে-মধ্যে) সেখানে গিয়ে তার সুস্বাদু পানি পান করতেন। আনাস বলেন, [তোমরা কখনও কল্যাণ পেতে পারো না, যতক্ষণ না তোমাদের প্রিয় বস্তু আল্লাহ্‌র রাহে খরচ করছ] আয়াতটি অবতীর্ণ হলে, আবু তালহা দাঁড়ালেন এবং বললেন, হে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)! আল্লাহ বলেছেন, لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ সুতরাং আমার সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ হলো বিরোহার বাগানটি। আমি তা আল্লাহ্‌র রাহে ছাদাক্বাহ করলাম। আমি এর ছওয়াব ও প্রতিদান আল্লাহ্‌র নিকট কামনা করি। আপনি আল্লাহ্‌র ইচ্ছানুযায়ী তা ব্যয় করুন। তিনি বললেন, ধন্যবাদ। এটা লাভজনক সম্পদ। মতান্তরে অস্থায়ী এবং আমি (রাসূল) তোমার কথা শুনেছি। আমার মতে তুমি এটা তোমার আত্মীয়দের মধ্যে বণ্টন করে দাও। আবু তালহা বলেন, হে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)! আমি তাই করছি। আবু তালহা সেটি তার আত্মীয় ও চাচাত ভাইদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন'।[৭৩]

(৭) ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ওমর খায়বরে কিছু জমি পান। তিনি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে বললেন, আমি এমন কিছু সুন্দর জমি পেয়েছি, যা ইতিপূর্বে কখনও পাইনি। আপনি এ বিষয়ে আমাকে কি আদেশ করেন? তিনি বলেন, তুমি ইচ্ছা করলে তার মূল অংশ বজায় রেখে ছাদাক্বাহ করতে পার। ওমর এ শর্তে তা ছাদাক্বাহ করেন যে, তার মূল অংশ বেচা যাবে না, তা কাউকে দান করা যাবে না এবং কেউ উত্তরাধিকার সূত্রে তা পাবে না। বরং গরীব, আত্মীয়, দাসমুক্তি, আল্লাহ্‌র রাহে, মেহমান ও মুসাফিরের ব্যাপারে তার উৎপন্ন দ্রব্য ব্যয় করা যাবে এবং মুতওয়াল্লীর জন্য নিয়ম মোতাবেক নিজের ও বন্ধু-বান্ধবের খাওয়ার ব্যাপারে কোন বাধা থাকবে না। তবে সঞ্চয়ের মনোভাব রাখা যাবে না'।[৭৪]

মুসলিমের কর্তব্য হলো আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ মান্য করা। অতঃপর দ্বিতীয় কর্তব্য হলো, আমাদের শেষ ও শ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর অনুসরণ করা। এ দু'টি কর্তব্য

৭২. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫১৬২।*

৭৩. *বুখারী, হা/১৪৬১, ২৩১৮, ২৭৫২, ৪৫৫৫, ৪৬১১; মুসলিম হা/৯৯৮, আবু দাউদ হা/১৬৮৯; তিরমিযী হা/২৯৯৭; নাসাঈ হা/৩৬০২।*

৭৪. *বুখারী হা/২৫৩২,২৫৬৫; মুসলিম 'ওয়াকফ' অধ্যায়।*

এক ও অভিন্নভাবে পালন করাই ইসলামের একমাত্র বিধান। এর বিকল্প পথ অবলম্বন করার কোন অবকাশ নেই। দান-ছাদাক্বাহ সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও হাদীছ হতেই আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং আসুন! আমরা সবাই এই আলোচ্য বিষয়ের প্রতি সচেতন থাকার জন্য পরম করুণাময়ের সমীপে অতি সংগোপনে প্রার্থনা করি।

দান-ছাদাক্বাহ সম্পর্কে সালাফে ছালেহীনের অভিমত

পূর্বসূরী মনীষীগণ দান-ছাদাক্বাহ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তন্মধ্যে কতিপয় মনীষীর অভিমত এখানে উপস্থাপিত হল।-

১. ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা ওমর (রাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই আমল সমূহ গর্ব করে। তখন ছাদাক্বাহ বলে, আমি তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ'।

২. ইসলামের তৃতীয় খলীফা ওছমান (রাঃ) বলেন, 'তোমরা ছাদাক্বাহর মাধ্যমে আল্লাহর সাথে বাণিজ্য কর, তাতে তোমরা লাভবান হবে'।

৩. ইসলামের চতুর্থ খলীফা আলী (রাঃ) বলেন, 'আল্লাহ তোমাদের যাদেরকে সম্পদ দিয়েছেন, সে যেন তা দ্বারা আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে। এর দ্বারা যেন উত্তমরূপে আতিথেয়তা করে, দুস্থ, বন্দী, অসহায় পথিক/মুসাফির, দরিদ্র ও মুজাহিদদের সমস্যা দূর করে। আর দুর্ঘটনায় ধৈর্য ধারণ করে। কেননা এ বৈশিষ্ট্যের দ্বারা সে দুনিয়াতে লাভ করবে ইয্যত-সম্মান এবং পরকালে লাভ করবে গৌরব ও মর্যাদা'। তিনি আরো বলেন, 'তোমরা ছাদাক্বাহ দ্বারা তোমাদের ঈমানকে সুশোভিত ও সুদৃঢ় কর, যাকাতের মাধ্যমে তোমাদের সম্পদকে সুরক্ষা করা এবং বিপদ-মুছীবতের তরঙ্গকে দো'আর মাধ্যমে প্রতিরোধ কর'।

৪. সালমান ফারেসী (রাঃ) বলেন, 'যখন দানশীল ব্যক্তি মারা যায়, তখন পৃথিবী বলে, হে আল্লাহ! তোমার বান্দার গোনাহ মাফ করে দাও, দুনিয়াতে তার দানশীলতার দ্বারা। আর যখন কোন কৃপণ ব্যক্তি মারা যায়, তখন দুনিয়া বলে, হে আল্লাহ! এ বান্দাকে জান্নাত থেকে আড়াল করে দাও, যেমনভাবে দুনিয়াতে সে তোমার বান্দা থেকে তার হাতে যা ছিল তা আড়াল করে দিয়েছিল'।

৫. ওমর ইবনু আব্দুল আযীয (রহঃ) বলেন, 'ছালাত তোমাকে অর্ধেক রাস্তায় পৌঁছে দিবে। ছিয়াম তোমাকে মালিকের দরজায় উপনীত করবে এবং ছাদাক্বাহ তোমাকে তাতে (মালিকের গৃহে/জান্নাতে) প্রবেশ করাবে'।

৬. ফুযাইল ইবনু আয়ায যারা ছাদাক্বাহ গ্রহণ করে তাদের সম্পর্কে বলেন, 'তারা আমাদের পাথেয় সমূহ বিনা পারিশ্রমিকে বহন করে পরকালের দিকে নিয়ে যায়, এমনকি তারা তা আল্লাহর সামনে পাল্লায় রেখে দেয়'।

৭. ইয়াহইয়া ইবনু মু'আয বলেন, 'দুনিয়াতে পাহাড় সমান ওযন কোন শস্যদানার হয় না ছাদাক্বাহ ব্যতীত'।

৮. আবু হাতেম (রহঃ) বলেন, 'কৃপণতা হচ্ছে জাহন্নামের বৃক্ষ, যার শাখা-প্রশাখা দুনিয়াতে বিস্তৃত। যে ব্যক্তি ঐ বৃক্ষের শাখাগুলির কোন একটির সাথে সম্পৃক্ত হবে তা তাকে জাহান্নামে টেনে নিয়ে যাবে। অনুরূপভাবে দানশীলতা হচ্ছে জান্নাতের বৃক্ষ, যার শাখা-প্রশাখা দুনিয়াতে বিস্তৃত। যে ব্যক্তি ঐ বৃক্ষের শাখাগুলির কোন একটির সাথে সম্পৃক্ত হবে তা তাকে জান্নাতে টেনে নিয়ে যাবে। আর জান্নাত হচ্ছে দানশীলদেরই আবাসস্থল'।

৯. ইবনুল কাইয়্যেম (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর হাতের সম্পদ ছাদাক্বাহ করার ক্ষেত্রে সর্বাধিক অগ্রণী ছিলেন। তিনি আল্লাহর ওয়াস্তে দানকে কম-বেশী জ্ঞান করতেন না। তিনি দান করতেন দারিদ্র্যের ভয় না করে। দান-ছাদাক্বাহ ছিল তাঁর নিকটে সর্বাধিক প্রিয় বিষয়। গ্রহীতা কোন কিছু গ্রহণ করে যতটা না খুশী হয়, তিনি দান করে তদপেক্ষা অধিক খুশী ও আনন্দিত হতেন।[৭৫]

১০. আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি প্রতিদিন ১২ রাক'আত (সুন্নাত) ছালাত আদায় করল, সে (সুন্নাত) ছালাতের হক আদায় করল। যে ব্যক্তি প্রত্যেক মাসে ৩টি ছিয়াম পালন করল, সে (নফল/সুন্নাত) ছিয়ামের হক আদায় করল। আর যে ব্যক্তি প্রতিদিন ২০০ আয়াত তেলাওয়াত করল, সে কুরআন তেলাওয়াতের হক আদায় করল। যে ব্যক্তি শুক্রবার (জুম'আর) দিন এক দেরহাম ছাদাক্বাহ করল, সে ছাদাক্বাহর হক আদায় করল'।[৭৬]

১১. লাইছ ইবনু সা'দ বলেন, 'যে ব্যক্তি আমার নিকট থেকে ছাদাক্বাহ বা হাদিয়া গ্রহণ করল, আমার উপরে তার হক সর্ববৃহৎ তার প্রতি আমার হকের তুলনায়। কেননা সে আল্লাহর প্রতি আমার উৎসর্গীত জিনিস আমার নিকট থেকে কবুল করেছে'।[৭৭]

---

৭৫. *মুছতফা শায়খ ইবরাহীম হাক্কী, রদ্দুল বালা বিছছাদাক্বাহ, পৃঃ ১৩।*

৭৬. *হাসান আহমাদ হাসান হুমাম, আত-তাদাবী বিছছাদাক্বাহ (রিয়াদ : দারুল হাযারাহ, তাবি), পৃঃ ৪।*

৭৭. *রদ্দুল বালা বিছছাদাক্বাহ, পৃঃ ৩৫-৩৮।*

দান-ছাদাক্বার উপকারিতা

সম্পদ মানুষের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ। এতে যেমন অপকারিতা আছে, তেমনি উপকারিতাও আছে। তাই সম্পদকে অবজ্ঞা-অবহেলা না করে তার যথাযথ ব্যবহার করাই জ্ঞানীদের কর্তব্য। জনৈক পণ্ডিত ব্যক্তি বলেন, 'তুমি সম্পদকে তুচ্ছ জ্ঞান কর না। কেননা সম্পদ সম্মানিত হওয়ার উপায়, যুগের সহায়ক, দ্বীনের শক্তি, সুদৃঢ় ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যম। পক্ষান্তরে সম্পদের ঘাটতি মানুষকে ক্ষুদ্র হলেও বিপদে নিপতিত করে। ফলে এর প্রতি অল্প আসক্ত ও শঙ্কিত ব্যক্তিও এর অনুগামী হয়। কোন ব্যক্তি এর দ্বারা আসক্ত বা শঙ্কিত না হলেও এর কারণেই মানুষ অবহেলিত হয়'।[৭৮] সম্পদকে আল্লাহর পক্ষ থেকে নে'মত মনে করে শরী'আত সম্মত পন্থায় ব্যয় করার মধ্যেই রয়েছে সফলতা। দানে রয়েছে বহু উপকারিতা। নিম্নে সংক্ষেপে দান-ছাদাক্বাহর উপকারিতা উল্লেখ করা হল।-

১. ছাদাক্বার মাধ্যমে সম্পদের মুহাব্বতের উপরে আল্লাহর মুহাব্বতকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।
২. দান-ছাদাক্বাহ ঈমানের পূর্ণতা ও ইসলামের সৌন্দর্যের পরিচায়ক। এটা হচ্ছে দাতার জন্য ঈমানের প্রমাণ। কেননা হাদীছে এসেছে, وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ 'ছাদাক্বাহ হচ্ছে স্পষ্ট দলীল'।[৭৯] অর্থাৎ এটা আল্লাহর প্রতি উত্তম ধারণা ও তাঁর প্রতি দৃঢ় আস্থার প্রমাণ। দান সুষ্ঠু স্বভাব-প্রকৃতি, উত্তম চরিত্রের দলীল এবং আল্লাহর সাহায্য লাভের উপযুক্ত।
৩. দান-ছাদাক্বাহ হচ্ছে আল্লাহর নে'মতের শুকরিয়া আদায়। কেননা সম্পদের প্রকৃত মালিক আল্লাহ।
৪. এটা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর সৃষ্টির ভালবাসা পাওয়ার মাধ্যম। এটা জান্নাতে যাওয়ারও মাধ্যম।
৫. দান-ছাদাক্বাহ ভালবাসা সৃষ্টির মাধ্যম। কেননা এর দ্বারা গ্রহীতার অন্তরে দাতার প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি হয়। কারণ সে ভাবে দাতা তার প্রতি ভাল আচরণ করেছে, দয়া ও অনুগ্রহ করেছে।
৬. দানের দ্বারা আল্লাহর রহমত লাভের মাধ্যমে সফলকাম হওয়া যাবে। আল্লাহ বলেন, إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ. 'নিশ্চয়ই আল্লাহর রহমত দানশীলদের নিকটবর্তী' *(আ'রাফ ৭/৫৬)*।

---

৭৮. *রদ্দুল বালা বিছছাদাক্বাহ, পৃঃ ১*।
৭৯. *মুসলিম, মিশকাত হা/২৮১*।

৭. দানের মাধ্যমে হিংসা-বিদ্বেষ, ঈর্ষা-শত্রুতা, ক্রোধ ইত্যাদি প্রবৃত্তি দুর্বল হয়, এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে তা সম্পূর্ণ দূরীভূত হয়।

৮. এর মাধ্যমে সচ্চরিত্র ও ফযীলতপূর্ণ আমলে ছালেহ আরো উন্নততর হয়।

৯. ছাদাক্বার মাধ্যমে রোগ থেকে আরোগ্য লাভ হয়।[৮০] ছাদাক্বাহ বালা-মূছীবত দূরীভূত হওয়ার এবং সমস্ত অসুস্থতা প্রতিহত করার মাধ্যম।

১০. ছাদাক্বার মাধ্যমে দাতার মাধ্যমে দয়া ও অনুগ্রহের গুণাবলী সৃষ্টি হয়। এর মাধ্যমে ব্যয় করার ও দান করার অভ্যাস সৃষ্টি হয়। সাথে সাথে এটা নিকৃষ্টতর ত্রুটিকে প্রতিহত করে।

১১. এর দ্বারা কাঙ্খিত সাফল্য অর্জিত হয় এবং সন্ত্রস্ত হওয়া থেকে নিরাপত্তা লাভ হয়। যেমন আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ. 'যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম' *(তাগাবুন ৬৪/১৬)*।

১২. ছাদাক্বাকারী ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহর ছায়া লাভ করবে।[৮১] রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, وَإِنَّمَا يَسْتَظِلُّ الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيْ ظِلِّ صَدَقَتِهِ– 'ক্বিয়ামতের দিন মুমিন তার দানের ছায়াতলে ছায়া গ্রহণ করবে'।[৮২]

১৩. দানকারীকে তার উত্তম আমলের বিনিময়ে আল্লাহ তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী বহুগুণ ছওয়াব দিবেন। তা দশ থেকে সাতশত গুণ পর্যন্ত হতে পারে। যেমন আল্লাহ বলেন, إِنَّ الْمُصَّدِّقِيْنَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيْمٌ. 'নিশ্চয়ই দানশীল পুরুষ ও দানশীলা নারী, যারা আল্লাহকে উত্তমরূপে ধার দেয়, তাদেরকে দেয়া হবে বহুগুণ এবং তাদের জন্য রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার' *(হাদীদ ৫৭/১৮)*।

১৪. দান-ছাদাক্বার মাধ্যমে কবরের আযাব মাফ হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ عَنْ أَهْلِهَا حَرَّ الْقُبُوْرِ، 'নিশ্চয়ই দান কবরের শাস্তিকে মিটিয়ে দেয়'।[৮৩]

---

৮০. *ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৭৪৪; ছহীহুল জামে' হা/৩৩৫৮, হাদীছ হাসান।*

৮১. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭০১।*

৮২. *সিলসিলা ছহীহা হা/১৮১৬/৩৪৮৪।*

৮৩. *সিলসিলা ছহীহা হা/১৮১৬/৩৪৮৪।*

১৫. এটা হচ্ছে দরিদ্র ও মুখাপেক্ষীদের প্রতি সহানুভূতি এবং এর মাধ্যমে নিঃস্ব-অসহায়দের প্রয়োজন পূর্ণ হয়। ফলে এর মাধ্যমে সমাজের সকল সদস্যের মধ্যে সুদৃঢ় সম্পর্কের সেতু বন্ধন তৈরী হয়।

১৬. এটা শত্রুতা ও ঈর্ষার পরিবর্তে সমাজে দয়া-অনুকম্পা ও সদ্ভাব-সম্প্রীতির প্রসার ঘটায়।

১৭. দান-ছাদাক্বাহ সমাজে দাতার মর্যাদাকে সুউচ্চ করে।

১৮. এর মাধ্যমে কৃপণতা দূরীভূত হয়ে আত্মিক পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধি অর্জিত হয়।

১৯. দান-ছাদাক্বাহ সম্পদে বরকত ও তা প্রবৃদ্ধির কারণ। আর তা মানুষকে বিভিন্ন বিপদাপদ থেকে রক্ষা করে।

২০. দান পারিবারিক বন্ধনকে মজবুত করে এবং সামাজিক সম্পর্ককে সুদৃঢ় করে। ফলে এর দ্বারা পরিবার ও প্রতিবেশীর ফিৎনা দূরীভূত হয়।

২১. ছাদাক্বাহ দারিদ্র্য সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যে ব্যাপারে আধুনিক বিশ্ব অক্ষম হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, প্রকৃত মুমিন হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে, উত্তম কাজে দ্রুত অগ্রগামী হয়, আমলে ছলেহের দিকে দ্রুত অগ্রসর হয় এবং আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদ খরচ করে। ফকীহ আবু লাইছ সমরকন্দী বলেন, কম হোক, বেশী হোক তোমার জন্য ছাদাক্বাহ করা আবশ্যক। দান-ছাদাক্বায় দশটি প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তন্মধ্যে পাঁচটি দুনিয়া সম্পর্কিত। যথা-

(১) সম্পদের পবিত্রতা : নবী করীম (ছাঃ) বলেন, হে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়! এ ব্যবসাকার্যে অনর্থক কথা ও নিষ্প্রয়োজনে কসম করা হয়ে থাকে। (যা গোনাহে পরিগণিত হয়। তার প্রায়শ্চিত্তে) তোমরা ব্যবসার সাথে দান-ছাদাক্বাহও বিশেষভাবে করবে'।[৮৪]

(২) দান-ছাদাক্বার উদ্দেশ্য পাপ হতে শারীরিক পবিত্রতা : মহান আল্লাহ বলেন, 'তুমি তাদের সম্পদ থেকে ছাদাক্বাহ গ্রহণ কর, যা দ্বারা তুমি তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবে' *(তওবা ১০৩)*।

(৩) দান-ছাদাক্বাহ দ্বারা রোগ-ব্যাধি ও বিপদাপদ দূরীভূত হয় : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের রোগীকে ছাদাক্বার দ্বারা আরোগ্য কর'।[৮৫]

---

৮৪. *আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৭৯৮।*

৮৫. *ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৭৪৪; ছহীহুল জামে' হা/৩৩৫৮, হাদীছ হাসান।*

(৪) দান-খয়রাতের মাধ্যমে দুস্থ-দরিদ্রদের আনন্দ দান করা হয় এবং এ উত্তম আমলের মাধ্যমে মুমিন বান্দাও সুখ লাভ করে।

(৫) দান-ছাদাক্বার দ্বারা সম্পদে বরকত হয় এবং রুযীতে প্রশস্ততা আসে। যেমন আল্লাহ বলেন, 'তোমরা যা খরচ কর, তার বিনিময় রয়েছে' *(সাবা ৩৯)*।

আখিরাতের সাথে সম্পৃক্ত পাঁচটি হচ্ছে-

(১) পরকালে প্রখর গরমের সময় দাতার জন্য দান-ছাদাক্বাহ ছায়া হবে। (২) ছাদাক্বার কারণে হিসাব হালকা ও সহজ হবে। (৩) দান-ছাদাক্বাহ মীযানের পাল্লাকে ভারী করবে। (৪) পুলছিরাত অতিক্রমণ করা সহজতর হবে। (৫) দান-ছাদাক্বার মাধ্যমে জান্নাতে মর্যাদার স্তর বৃদ্ধি পাবে। যদি ছাদাক্বায় এসব ফযীলত অর্জিত নাও হয়, শুধু দরিদ্র-মিসকীনের দো'আ ব্যতীত, তথাপি জ্ঞানী ব্যক্তির জন্য দান-ছাদাক্বার প্রতি আগ্রহী হওয়া আবশ্যক। কেননা এতে আছে আল্লাহর রেযামন্দী ও শয়তানের জন্য লাঞ্ছনা। এতে আছে সৎকর্মশীল বান্দাদের অনুসরণ। কেননা তাঁদের অভীষ্ট লক্ষ্য হচ্ছে ছাদাক্বার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তোষ লাভ করা।

দান-ছাদাক্বাহ ধনী-দরিদ্রদের পারস্পরিক হিংসা দূর করে

মানুষের চাহিদা ও প্রয়োজনের ক্ষেত্রে বঞ্চনা তাকে দারিদ্রের দিকে ধাবিত করে এবং দারিদ্র তাকে বক্র পথে সম্পদ অর্জনে বাধ্য করে। এমনকি ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানি ইত্যাদিতেও সে পিছপা হয় না। এ কারণে রাসূল (ছাঃ) কৃপণতা ও ব্যয়কুণ্ঠতা হতে উম্মতকে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, اتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ 'তোমরা কৃপণতা হতে বেঁচে থাক। কেননা তা তোমাদের পূর্ববর্তীদের ধ্বংস করেছে'।[৮৬] অন্য বর্ণনায় আছে, اتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوْا دِمَاءَهُمْ وَ اسْتَحَلُّوْا مَحَارِمَهُمْ 'তোমরা ব্যয়কণ্ঠতা হতে বেঁচে থাক। কেননা তা তোমাদের পূর্ববর্তীদের ধ্বংস করেছে। তা তাদেরকে রক্তপাত করতে এবং তাদের জন্য হারামকে হালাল করতে প্ররোচিত করেছে'।[৮৭] এ হাদীছ দ্বারা সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হচ্ছে যে, ধনীদের কৃপণতাই সে সমাজের দরিদ্রদেরকে রক্তপাত করতে ও হারামে পতিত হতে বাধ্য করেছিল।

---

৮৬. *ছহীহুল জামে' হা/১০২, হাদীছ ছহীহ।*

৮৭. *সিলসিলা ছহীহাহ হা/৮৫৮।*

পক্ষান্তরে দান-ছাদাক্বাহ সমাজকে হত্যা, মারামারি, হিংসা, হানাহানি, প্রতিশোধ পরায়ণতা হতে রক্ষা করে। এজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় উম্মতকে দারিদ্রের কারণে সৃষ্ট চারিত্রিক অনিষ্ট থেকে মুক্ত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ 'নিশ্চয়ই কোন ব্যক্তি যখন ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে তখন কথা বললে, মিথ্যা বলে এবং অঙ্গীকার করলে তা ভঙ্গ করে'।[৮৮]

উপসংহার

যাকাত প্রদান ও আল্লাহর দেওয়া রিযিক থেকে দান করার জন্য এবং দানকারী ও ছাদাক্বাকারীর প্রশংসা আর তাদের ছওয়াব সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে অনেক আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। অনুরূপভাবে এসব সম্পর্কে নবী করীম (ছাঃ) থেকে অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। যাতে চতুষ্পদ জন্তু, উৎপাদিত শস্য, ফলমূল, নগদ অর্থ, ব্যবসাপণ্য প্রভৃতির উপর যাকাত ফরয হওয়া, যাকাতের নিছাব, পরিমাণ, যাকাত না দেওয়ার শাস্তি, যাকাত প্রত্যাখানকারীর পরিণতি, যাকাতের উপকারিতা বর্ণিত হয়েছে। অনুরূপভাবে দান-ছাদাক্বাহ, দয়া-দাক্ষিণ্যের প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা, ধর্মীয় ও দুনিয়াবী জীবনে দানের মাধ্যমে পূর্ণতা ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে। এটা হচ্ছে দ্বীনের সর্ববৃহৎ নিদর্শন এবং ঈমানের সুস্পষ্ট প্রমাণ। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, الصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ 'ছাদাক্বাহ হচ্ছে প্রমাণ'। অর্থাৎ দাতার ঈমান, তার দ্বীন ও আল্লাহর প্রতি ভালবাসার প্রমাণ। কেননা সে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তার প্রিয় সম্পদ মানুষকে দান করে।

যাকাত ও দান-ছাদাক্বাহ দাতাকে ও দাতার সম্পদকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করে এবং যে সম্পদ থেকে যাকাত বের করা হয় ও দান-ছাদাক্বাহ করা হয় সে সম্পদকে বৃদ্ধি করে। দাতার পরিশুদ্ধি হচ্ছে কৃপণতা-ব্যয়কুণ্ঠতা, দুষ্টু চরিত্র থেকে তার চারিত্রিক পরিশুদ্ধতা ও পবিত্রতা অর্জন। আর তার নৈতিক চরিত্রের উন্নতি। অর্থাৎ তার চরিত্রে দয়া-অনুকম্পা, কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি সৃষ্টি হয়। কেননা তা হচ্ছে আল্লাহর সর্বাধিক ও যথাযথ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। এ দানের কারণে এই কৃতজ্ঞতার গুণ দাতার মধ্যে সর্বদা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং এর কারণে তার ছওয়াব ও বিনিময় বাড়তে থাকে। যাকাত ও ছাদাক্বাহ প্রদানকারীর ঈমান ও তাদের একনিষ্ঠতা অনুযায়ী তার পুণ্য বহুগুণে বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাদের উপকারও বৃদ্ধি পায়। দান-ছাদাক্বাহ দাতার বক্ষ প্রশস্ত করে, তার আত্মিক প্রশান্তি বৃদ্ধি করে এবং তার বিপদাপদ ও অসুস্থতাকে প্রতিরোধ করে।

---

৮৮. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৯৩৯।*

এসবের দ্বারা দ্বীনি ও দুনিয়াবী বহু নে'মত অর্জিত হয়, অনেক হিংসা-বিদ্বেষ, অপসন্দনীয় জিনিস ও রোগ-শোক প্রতিরোধ করে, অনেক ব্যথা-বেদনা হালকা হয়, বহু শত্রুতা দূরীভূত হয়, সৃষ্টি হয় সদ্ভাব-সম্প্রীতি, সততা। ছাদাক্বাহ দাতার অন্তরে দো'আ কবুলের কারণ সৃষ্টি করে। এটা যে সম্পদ থেকে বের করা হয় তাকে বৃদ্ধি করে। তা সম্পদকে বিপদ-মুছীবত থেকে রক্ষা করে এবং ধন-মালে এলাহী বরকত-কল্যাণ আবশ্যক করে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'ছাদাক্বাহ সম্পদকে হ্রাস করে না'। বরং যাকাত, ছাদাক্বায় মাল বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা যা খরচ কর, আল্লাহ তার বিনিময় প্রদান করেন'।

সম্পদের কল্যাণের একটি দিক হল আল্লাহ তা'আলা তা মুখাপেক্ষী দরিদ্র, মিসকীন, ঋণগ্রস্ত, মুক্তির জন্য চুক্তিবদ্ধ দাস, মুসলিম ব্যক্তির কল্যাণে দান করার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং সম্পদ যখন যথাস্থানে প্রদান করা হয়, তখন প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণ হয়, দরিদ্র লোক স্বাবলম্বী হয়, তার দারিদ্র দূর হয়, ব্যাপক উপকার সাধিত হয়। অতএব এর চেয়ে কোন উপকার বৃহৎ হতে পারে? সুতরাং ধনীরা সম্পদের যাকাত বের করে যথাস্থানে দান করলে এবং ধর্মীয় ও জাগতিক কল্যাণ অর্জিত হয়। প্রয়োজন পূর্ণ হয়, দরিদ্রের অকল্যাণ প্রতিরোধ হয়। এটা সামাজিক বিপর্যয় বন্ধের ও তা প্রতিরোধের জন্য যাকাত ও ছাদাক্বাহ একটি বড় উপায়। সুতরাং যাকাত ও দান-ছাদাক্বাহ ইসলামের একটি বড় অনুগ্রহ। যা কল্যাণ বিধানে, উপকার সাধনে এবং বিপর্যয় প্রতিরোধে সহায়ক। তাই আল্লাহ আমাদেরকে যাকাত প্রদান ও দান-ছাদাক্বাহ করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

॥ সমাপ্ত ॥

লেখক ও সম্পাদকের প্রকাশিত বই সমূহ

ক্রমিক নং	বইয়ের নাম	লেখক
১।	সৃষ্টির সন্ধানে	*রফীক আহমাদ*
২।	আমলনামা	*ঐ*
৩।	আল্লাহ্‌র সঙ্গে সাক্ষাৎ	*ঐ*
৪।	ইসলাম ধর্ম ও মাতৃভাষা	*ঐ*
৫।	আল্লাহ ক্ষমাশীল	*ঐ*
৬।	শ্রেষ্ঠ ইবাদাত ছালাত বা দো'আ	*ঐ*
৭।	অসীম সত্তার আহ্বান	
৮।	গোঁড়ামি ও চরমপন্থী : প্রেক্ষিত ইসলাম	*মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম*
৯।	জিহাদ ও জঙ্গীবাদ : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ	*ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম*
১০।	ধৈর্য : গুরুত্ব ও তাৎপর্য	*ঐ*
১১।	মধ্যপন্থা : গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা	*ঐ*
১২।	ধর্মে বাড়াবাড়ি	*ঐ*

--oo--